

মঞ্জিল সেন

কুরণাবেরী রহস্য

কুরণাবেরী রহস্য

(অনন্ত মহাকাশে দুরন্ত অভিযানের দুর্ধর্ষ কাহিনী)

৮৮

মঞ্জিল সেন

জে এন চক্রবর্তী অ্যাণ্ড কোং

১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট কলিকাতা-৭৩

KURNA BERRY RAHASHYA
BY
MANJIL SEN
Price Rupees Twelve only

প্রথম জে এন সি প্রকাশ :
নভেম্বর ১৯৮৭

প্রকাশক ঃ
দিলীপ চক্রবর্তী
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রিট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ ঃ
পার্থপ্রতীম বিশ্বাস

ছেপেছেন :
নিত্যানন্দ পাঁজা
মা কালী প্রেস
৪/১ই, বিডন রো
কলিকাতা-৭০০০০৬

বার টাকা

উৎসর্গ

সায়েন্স ফিকশনে যে আমাকে
প্রথম উৎসাহ দিয়েছিল,
সেই অনুজপ্রতিম
সুজিত ধরকে—

মজিলদা

[একটি বিদেশী কাহিনীর ছায়ায়, লেখকের নাম অজ্ঞাত]

লেখকের অন্যান্য বই

নীল পাখির পালক
ডাকাবুকো
রাতের আতঙ্ক
কোঙ্কনের সিংহ
চিতার থাবা
রাজস্থানে রহস্য
পরশমণি
গঙ্গোত্রী রহস্য
অমাবস্যার বিভীষিকা
টিলাগড় রহস্য
অভিশপ্ত হীরে
খেলাধূলার আইন কানুন
রক্তচক্র [অনুবাদ]
কান্ট্রি অব্ দ্য ব্লাইণ্ড [অনুবাদ]
অ্যালিস ইন্ ওয়াণ্ডার ল্যাণ্ড [অনুঃ সচিত্র কিশোর সংস্করণ]
সুইস ফ্যামিলি রবিনসন ঐ
পড়ুয়া ছড়ায় অ-আ-ক-খ
নূতন সূর্য (নাটক)
দুরন্ত লড়াই

ইং ২৭০০।

আকাশ এবং মৌলিক পদার্থ মানুষের এখন পুরো দখলে। পৃথিবীর ও বিভিন্ন গ্রহের মধ্যে যাতায়াত একটা সাধারণ ব্যাপার। মানুষের শরীরের ওপর মনের নিয়ন্ত্রণ এমন উৎকর্ষতায় পৌঁছেছে যে, এখন আর রোগীর চিকিৎসার জন্য ওষুধ পথ্যের প্রয়োজন হয় না। সুখ, সুবিধে, ঐশ্বর্য কোন কিছুরই অভাব নেই। বহু কষ্ট, বহু সাধনা ও বহু ত্যাগের বিনিময়ে মানুষ আজ চরম সৌভাগ্যের জোয়ারে ভেসে চলেছে।

পৃথিবীর এই উন্নত অবস্থার মধ্যে ইয়ারমার ব্রাউনের জন্ম। আধা পৃথিবীর এবং আধা মঙ্গলগ্রহের সে মানুষ, তাই তার নাম ইয়ারমার। ইংরেজি 'আরথের' প্রথম তিন অক্ষর ই, এ, আর এবং 'মারসের' প্রথম তিন অক্ষর এম, এ, আর নিয়ে তার নামকরণ করা হয়েছিল ইয়ারমার অথবা আরমার। পৃথিবীতে সেই একমাত্র আন্তগ্রহজনিত জীবিত বর্ণসংকর পুরুষ।

তার বাবা রবার্টসন ব্রাউন ছিলেন পৃথিবীর একজন প্রভাশালী, ধনী নাগরিক আর মা ছিলেন মঙ্গলগ্রহের এক উঁচু বংশের সুন্দরী রমণী। তিনি ছিলেন ভদ্র, নম্র, অসাধারণ বুদ্ধিমতী। এখানে বলে রাখা ভাল, মঙ্গলগ্রহের অধিবাসীরা বুদ্ধিতে পৃথিবীর মানুষের চাইতে অন্ততঃ এক হাজার বছর এগিয়ে আছে। আন্তগ্রহজনিত আইনে এ ধরণের বিয়ের ফলে যে সব বর্ণসংকর শিশুর জন্ম তাদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলার নিয়ম ছিল। এর প্রধান কারণ হল সাধারণত এসব সন্তানদের জন্মদাতারা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মহাকাশচারী এবং অনেকটা যাকে অ্যাডভেঞ্চারার বলে তাই, আর মায়েরা মঙ্গলগ্রহের নীচু কূলের মেয়ে। পৃথিবী আর মঙ্গলের নিখুঁত সামাজিক ব্যবস্থায় একটা বিশৃঙ্খলার অনুপ্রবেশ রোধ করার উদ্দেশ্যেই এই নির্মম অনুশাসন কঠোরভাবে মেনে চলা হোত। এই ধরণের মিলনের ফলে জাত

সন্তানদের সমাজের আবর্জনা বলেই মনে করা হোত কারণ তাদের মধ্যে আভিজাত্যের অভাব ছিল।

কিন্তু ইয়ারমার ব্রাউনের বেলায় এই অনুশাসন কার্যকরী হতে পারেনি। তার বাবার অগাধ ঐশ্বর্য ও প্রভাব আর তার মায়ের স্নেহ পাঁচ বছর পর্যন্ত তার জন্মবৃত্তান্ত গোপন রাখতে সক্ষম হয়েছিল। ফলে সে ওই আইনের আঁওতা থেকে বেঁচে গিয়েছিল কেননা ওটার সীমারেখা পাঁচ বছর পর্যন্ত টানা ছিল। এখন তার বয়স তিরিশ, বাবা-মা কেউই বেঁচে নেই। বাবার কাছ থেকে সে পেয়েছে অতুল সম্পদ, সাহস আর একাগ্রতা, মায়ের আকর্ষণী শক্তি ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি।

সেদিন ছিল ২৭০০ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের দশ তারিখ। মহাকাশগামী মালবাহী যান এফ. জি-৮৬ লণ্ডনের বাণিজ্যিক মহাকাশ বন্দর স্পর্শ করল। ওটার ক্যাপ্টেন কমাণ্ডার হোলডেন লম্বা-চওড়া মানুষ, কথা বলে কম। বড় বড় পা ফেলে অ্যাডমিনিসট্রেটিভ বিল্ডিংয়ের দিকে তার মালের তালিকা দাখিল করার জন্য সে এগিয়ে গেল। রুক্ষ স্বভাবের এই লোকটিকে কেউ তেমন পছন্দ করত না।

'আমার মালপত্রগুলো মিলিয়ে ছাড়পত্র দিয়ে দিন।' কথাগুলো কাউন্টারের কেরাণীকে লক্ষ্য করে বলে হোলডেন তার কাগজপত্র চওড়া টেবিলে তাচ্ছিল্যভাবে ছুঁড়ে দিল।

কেরাণী তার কাজ শুরু করে দিল।

'আঠার টন শুক্রের পশ্চিম অঞ্চলের তামাক, ষোল টন মিল্‌নো খাইট জ্বালানি, বাহাত্তর প্যাকেট শুক্রের গ্রীষ্মমণ্ডলের বেরি···হ্যাঁ, সব ঠিক আছে বলেই মনে হচ্ছে।'

হোলডেন রূঢ় কণ্ঠে বলে উঠল, 'আপনি অন্য কি আশা করেছিলেন?'

কেরাণী একটু অবাক হয়েই মুখ তুললো। হোলডেন যে বদ্‌-মেজাজী তা তার জানা ছিল, কিন্তু রূঢ়ভাবে কথা বললেও তার ভঙ্গীমায় কেমন যেন একটা স্নায়বিক উত্তেজনা ফুটে উঠেছে। কোনো কারণে সে যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছে, নিজের চারপাশে ঘন ঘন চোখ বুলোচ্ছে।

'এবারকার পাড়ি তেমন সহজ হয়নি বোধহয়?' আন্তর্গ্রহিক শুল্কের ছাড়পত্র লিখতে লিখতে কেরাণী শুধোল।

'না। আপনি আরও একটু তাড়াতাড়ি কাজ সারুন। আমার হাতে বেশী সময় নেই। নির্দিষ্ট সময় থেকে আমি পেছিয়ে পড়েছি। মাল খালাস করে, জ্বালানি নিয়ে আমার লোকজনকে মাত্র ক'ঘণ্টার আরথ লিভ দিতে পারব। তারপরই আবার আমাকে মহাকাশে রওনা হতে হবে।'

'শূন্যে ওড়ায় এখন আর আগের মত উত্তেজনা নেই', ছাড়পত্রটা বাড়িয়ে ধরে কেরাণী মন্তব্য করল। 'আজ সকালেই আমার স্ত্রী বলছিল—'

তার কথা শোনার মত হোলডেনের ধৈর্য ছিল না। ছাড়পত্রটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মহাকাশ বন্দরের চওড়া, প্রকাণ্ড ধাতব জমির ওপর দিয়ে আড়াআড়ি ভাবে হেঁটে সে তার মহাকাশযানের কাছে ফিরে এল, তারপর মাইক্রোফোনে হুকুম দিল : চটপট হাত লাগিয়ে মাল খালাস কর।

তার মহাকাশযানের নাবিকরা সঙ্গে সঙ্গে কাজে লেগে গেল।

'কোন গোলমাল হয়নি তো?' ফার্স্ট মেট জিজ্ঞেস করল।

'না। হবেই বা কেন? শুক্রের গ্রীষ্মমণ্ডলের চেরি আর কুরণা বেরির পার্থক্য কেউ জানে না—ওগুলো দেখতে একই রকম, কারও ধরার সাধ্য নেই।'

'যতক্ষণ পর্যন্ত না কেউ ওগুলো খেয়ে দেখছে,' নেভিগেটর আকর্ণ হাসি হেসে বলল।

হোলডেন কাঁধ ঝাঁকালো, তারপর বন্দরের বাইরে দৃষ্টি মেলে দিয়ে জবাব দিল, 'এখানে কেউ ওগুলো খেয়ে দেখার ব্যাপারে মাথা ঘামাবে না। তেমন সামান্য সম্ভাবনা থাকলে আমি এত বড় ঝুঁকি কখনই নিতাম না। ঝুঁকিটা যে কম নয় আশা করি তা বুঝতে পারছ?'

'চোরাই চালান সব সময় ঝুঁকির কাজ।' ফার্স্ট মেট এবার বলল, 'কিন্তু তার বিনিময়ে যে টাকা আমরা পাচ্ছি তা এই ঝুঁকি পুষিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। অবশ্য এই চোরাই চালানের আসল উদ্দেশ্য আমার বুদ্ধির বাইরে।'

'তা জেনে আমাদের দরকার নেই', হোলডেন জবাব দিল, 'পৃথিবী

এবং শুক্রের মধ্যে সদিচ্ছা চুক্তির ফলেই এই চেরি পৃথিবীতে আমদানী হচ্ছে। চেরির বদলে কুরণা বেরি আনার দরুণ শুক্রের অ্যানজিবা যে টাকা দিচ্ছে তা আমাদের সৌভাগ্যেরই কারণ হয়ে দাঁড়াবে। শুল্ক বিভাগের হাত থেকে ওগুলো নিরাপদে বেরিয়ে আসার পর অ্যানজিবা যাদের কথা আমাদের বলে দিয়েছে তাদের জানিয়ে দেব। তারাই বিলি ব্যবস্থা করবে।'

ফার্স্ট মেটের দু'চোখে যেন বিভ্রান্তির দৃষ্টি ফুটে উঠল।

'সে কথা ঠিক,' সে বলল—'কিন্তু এতে অ্যানজিবার লাভটা কি হচ্ছে তা আমি বুঝতে পারছি না! সে তো এই কুরণা বেরি চোরাই চালানের বিনিময়ে টাকা চাইছে না, আর যদিই বা চাইতো, ওই টাকা শুক্রে তার কোন কাজেই লাগত না। তাছাড়া শুক্রগ্রহে একজন সমাজ বিরোধী মানুষ হিসেবে সে সবকিছু নাগরিক অধিকার হারিয়েছে, তাই না?'

'তা বটে,' হোলডেন জবাব দিল। 'কথাটা পাঁচকান না হয়। অ্যানজিবার দালালরা শুক্রে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল এবং তাদের সঙ্গে আলোচনার পর আমরা এই চোরাই চালানে রাজী হয়েছি, তা যেন কেউ টের না পায়। মনে রেখ, চোরাই চালানের শাস্তি হল সারা জীবনের মত চন্দ্রের ভূগর্ভে নির্বাসন।'

ফার্স্ট মেট আর নেভিগেটর এর পর আর কোন প্রশ্ন করতে সাহস করল না। শুক্রের কিছু সরকার বিরোধী লোকের বে-আইনী অথচ লোভনীয় প্রস্তাবে রাজী হওয়া এক জিনিস আর সেই অপরাধের গুরুদণ্ডের চিন্তা অন্য ব্যাপার। যারা চাঁদে নির্বাসিত হয়েছিল তারা কেউ আর পৃথিবীতে ফিরে আসে নি। ওখানকার কৃত্রিম আলোয়, শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ভূ-গর্ভে, খনি-শ্রমিক হিসেবে তাদের জীবনপাত করতে হয়েছে। চাঁদ এখন পৃথিবীর দখলে তাই ওখানকার মূল্যবান খনিজ পদার্থ খনন কাজের জন্য দাস-মজুরের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, কারণ ওই অস্বাচ্ছন্দ্য পরিবেশে স্বেচ্ছা-মজুরের বড়ই অভাব।

মাল খালাসের পর নাবিকদের পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে আট ঘণ্টার আর্থ লিভ দেওয়া হোল। ছুটি ফুরিয়ে গেলে তারা আবার মহাকাশ-

যানে মাল তুলবে—শুক্রের ঔপনিবেশিকদের জন্য বৈধ ও আইনসম্মত মাল, কিন্তু ফেরার পথে ওখানকার গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের অপূর্ব সুস্বাদু চেরির সঙ্গে তারা বয়ে আনবে অবৈধ বেরি (চেরির সঙ্গে পার্থক্য করা যায় না এমন ছোট ছোট রসালো ফল।)

কমাণ্ডার হোলডেন ওই ক'ঘণ্টা অ্যানজিবার দালালরা তার ওপর যে কাজের ভার দিয়েছিল তা নিয়েই ব্যস্ত রইল। জীবনে যাদের সে কখনও দেখেনি বা চেনেনা এমন অনেকের সঙ্গে তার এই সূত্রে যোগাযোগ করতে হল। এদের অধিকাংশই মহাকাশ বন্দরের ধারে পাশে ঘাঁটি গেড়ে বসেছে। হোলডেনের সন্দেহ হ'ল এদের কেউ কেউ শুক্র-গ্রহের লোক, জাল অনুমতিপত্র নিয়ে পৃথিবীতে পৌঁচেছে। পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে তাদের চেহারার পার্থক্য তেমন নেই, শুধু তাদের গায়ের চামড়া ফ্যাকাশে সাদা, পাতলা ফালির মত চোখের মণি বেড়ালের মত কটা। রঙীন চশমায় অনায়াসে তারা তাদের দৃষ্টি আড়াল করে পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে মিশে যেতে পারে। কমাণ্ডার হোলডেনের অবশ্য তা নিয়ে মাথা ব্যথা ছিল না। সে শুধু ফলগুলো বিতরণ করার যে নির্দ্দেশ নিয়ে এসেছিল তা দালালদের জানিয়ে দিল, তারাই সব ব্যবস্থা করবে। কিন্তু তবু একটা অস্বস্তি তার মনে খচ খচ করে বিঁধতে লাগল। কুরণা বেরির আসল রহস্যটা কি?

কাজ শেষ করে হোলডেন মহাকাশচারীদের জন্য নির্দিষ্ট হষ্টেলে আশ্রয় নিল। খুব ভোরে, ভাল করে আলো ফোটবার আগেই সে আবার তার মহাকাশযান আর নাবিকদের নিয়ে ষাট কোটি মাইল দূরে শুক্রগ্রহের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করবে।

কুরণা বেরিগুলো যে সব বিতরণ কেন্দ্রে পৌঁচেছিল সেখান থেকে গাড়ি গাড়ি ভর্তি হয়ে ছোট ছোট পেটিতে পৃথিবীর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। বড় বড় ফলের দোকান আর অভিজাত রেস্তোরাঁ এই নকল ফলে ছেয়ে গেল—বিক্রেতা আর ক্রেতা কেউই ঘুণাক্ষরে সন্দেহ করল না যে দামী চেরির বদলে তারা পেল ঝুটা ফল। আগে আঙুর আর পীচ ফলের যে সমাদর ছিল, গত দশ বছরে তার জায়গা দখল করেছে শুক্রের চেরি—অপূর্ব সুস্বাদু রসালো ফল। পৃথিবীর বাজারে এই ফলের

চাহিদা এখন এতই বেশী, এতই তার সমাদর যে, আন্তর্গ্রহিক কর বিভাগ এই নকল ফলের সম্ভাবনার কথা মনেই স্থান দেয়নি। সত্যি কথা বলতে কি, হুবহু চেরির মত দেখতে অথচ দ্রব্যগুণে আকাশপাতাল প্রভেদ এই কুরণা বেরির অস্তিত্বের কথা প্রায় অজানা বললেই চলে, যারা জানে, তাদেরও নির্দিষ্ট কোনো ধারণা নেই।

(দুই)

বিলেতে জনসংযোগ বিষয়ক দফতরের প্রধান মহা ফাঁপরে পড়েছেন। মনো-বৈজ্ঞানিকরা দৈহিক রোগ-পীড়ার ব্যাপারে এত উৎকর্ষতায় পৌঁচেছেন যে জন-স্বাস্থ্য এখন একটা সমস্যাই নয়। তা সত্ত্বেও চারদিক থেকে যা সব খবর আসতে আরম্ভ করেছে তাতে উদ্বিগ্ন না হয়ে পারা যায় না। শুক্রের চেরি ফল খাওয়ার পরই নাকি দলে দলে মানুষ মানসিক ভার সাম্য হারিয়ে ফেলছে।

ব্যাপারটা একেবারেই অর্থহীন কারণ এই চেরি বেশ কয়েক বছর ধরেই পৃথিবীতে আমদানি হচ্ছে—কেবল সুস্বাদু ও রসাল ফল বলেই নয়, পুষ্টিকারিতার দিক দিয়েও এই চেরির তুলনা মেলা ভার।

এই ফলের বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত একজনকে বেছে নিয়ে বিশেষজ্ঞরা পরীক্ষা করলেন। মানসিক বিকার সত্ত্বেও নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা অন্যান্য প্রতিক্রিয়ার ওপর রোগীর পূর্ণ দখল তাদের বিস্মিত করল। রোগী যেন নেশায় অর্ধেক চেতনা হারিয়ে ফেলেছে, কিন্তু ওই অবস্থায় তাকে যা করতে বলা হচ্ছে নিখুঁতভাবে তা সে করেছে। এই রোগের আরও একটা বৈশিষ্ট্য যা বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল তা হ'ল যে কোনো তীক্ষ্ণ বা উঁচু পর্দায় তোলা শব্দে রোগীর অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। রোগীর মুখেই শোনা গেল ওই অবস্থায় সে বিচিত্র সব কথা বা শব্দ শুনতে পায়। বৈজ্ঞানিক এবং মনো-বৈজ্ঞানিকের দল হিম্ সিম্ খেয়ে গেলেন তবু সমস্যার সমাধান করতে পারলেন না। এ আবার কি ধরণের উদ্ভট রোগ দেখা দিল ! তারা এই ফল পরীক্ষা করে কোনো দোষ খুঁজে পেলেন না। এর প্রধানত দুটো কারণ হ'ল চেরি ও বেরির

মধ্যে আকৃতিগত সাদৃশ্য আর শুক্রের উদ্ভিদ সংক্রান্ত রসায়ণ বিদ্যার সঙ্গে পৃথিবীর মূলগত পার্থক্য। কেবল এই কারণেই বেরির মধ্যে বৈজ্ঞানিক কৌশলে প্রবেশ করানো এক রকম অজ্ঞাত মাদকদ্রব্য, যা মস্তিষ্কের কোষে জোরালো প্রভাব সৃষ্টি করে তা বিজ্ঞানীদের পরীক্ষায় ধরা পড়ল না।

তারপর দ্বিতীয় পর্ব। যারা একবার ওই নকল ফল খেয়েছে তারা আফিংখোরের মত ওই ফলের জন্য মরিয়া হয়ে উঠল। চাহিদা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও মানুষ এই ফলের প্রতি আসক্ত হচ্ছিল। সমস্ত ব্যাপারটা কর্তৃপক্ষের কাছে একটা হতবুদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়ালো। শেষ পর্যন্ত উঁচু মহলের অযোগ্যতা ঢাকবার জন্যই ব্যাপারটা ধামাচাপা দেওয়া হ'ল। কিন্তু কয়েকটা সংবাদপত্র আর টেলিভিউ স্টেশন কেমন করে যেন কিছু কিছু আঁচ করে সামান্য সূত্রের ওপর ভিত্তি করেই চমকপ্রদ ঘটনার সৃষ্টি করল।

ইয়ারমারের কানেও এই বিকৃত তথ্য এসেছিল, কিন্তু সে অতটা আমল দেয়নি। তবে এখানে বলে রাখা ভাল, বিজ্ঞান বিষয়ে তার বিস্তর পড়াশোনা আর শুক্র, মঙ্গল এবং পৃথিবীর বিষয়ে জ্ঞানের পরিধি যেমন তার নামের প্রচারে সাহায্য করেছিল, তেমন খ্যাতিও এনেছিল যথেষ্ট। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে কয়েকটা জটিল সমস্যায় কর্তৃপক্ষ তার সাহায্য চেয়েছিল এবং সে তাদের নিরাশ করেনি।

ঠিক এই মুহূর্তে ইয়ারমারের মাথায় বৃহস্পতিগ্রহে মানুষের বসবাস সম্ভব কিনা কেবল এই চিন্তা ঘুরছিল। এই ব্যাপারে ওই গ্রহে যাত্রার সব পরিকল্পনা সে প্রায় ষোল আনা ঠিক করে ফেলেছিল। এই যাত্রায় তার সঙ্গিনী হবে ভ্যানিটা, তার সুন্দরী, স্বর্ণকেশী সেক্রেটারি।

সেদিন সন্ধ্যায় তারা দু'জন 'স্টারলাইট' কাফেতে এসেছে। অনেক সপ্তাহ ধরে সম্পূর্ণ অজানা ওই প্রকাণ্ড গ্রহে অভিযানের ব্যাপারে নানা জটিল সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে, আজ তারা মন হালকা করার আশায় এখানে এসেছে—তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর্ব শেষ,এখন কেবল চূড়ান্ত অভিযানের অপেক্ষা।

ইয়ারমারের সাতফুট লম্বা চেহারা, সম্রাটের মত চাল-চলন, তাকে

এক বিশেষ মর্যাদা দিয়েছিল। তার এই দীর্ঘ অথচ রাজকীয় চেহারা সে পেয়েছিল মঙ্গলের সূত্রে, আর চোখ, মুখের ব্যাপারে মা, বাবা দু'জনের আকৃতিই তার মধ্যে কিছু কিছু ফুটে উঠেছিল—যেমন গভীর নীল চোখ, মেঘ কালো চুল, একটু বাঁকানো নাক, উদ্ধত চিবুক আর সেই সঙ্গে তার বাবার হাস্যরসিক মুখের ছায়া।

বেশীর ভাগ লোকই ইয়ারমারকে পছন্দ করত, যারা করত না তারা তাকে সমীহ করে চলত।

কাঁধে মৃদু স্পর্শ অনুভব করে ইয়ারমার ফিরে তাকালো। তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে কারলটন, লণ্ডনের সবচেয়ে বড় ফলের কারবারী।

'কি ব্যাপার মিঃ ইয়ারমার, আপনি যে একেবারে ডুমুরের ফুল হয়ে উঠেছেন ? আমাকে চিনতে পারছেন তো ?'

'না চেনার কি আছে ?' ইয়ারমার মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল। 'আপনার সেই একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে আমি সামান্য সাহায্য করেছিলাম।'

'সামান্য !' কারলটনের দু'চোখ বড় বড় হ'ল। 'মঙ্গলগ্রহ থেকে আমদানী সেই নাশপাতির মধ্যে এক রকম বিদঘুটে পোকা আমার বড় ক্ষতি করছিল। আপনি যা করে ওদের আবিষ্কার আর বংশবৃদ্ধির পথ বন্ধ করেছিলেন তা আমি ভুলব না। আমার বহু টাকা আপনি বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন।'

কারলটনের মুখে কৃতজ্ঞতার চিহ্ন ফুটে উঠল।

'আশা করি আপনাদের অসুবিধে করছি না ? আপনাকে দেখে ভাবলাম আমার কৃতজ্ঞতা আরও একবার জানাই।'

'ধন্যবাদ,' ইয়ারমার মৃদু হেসে বলল।

'চেরির ব্যাপারে আপনি কিছু করছেন নাকি ?'

ইয়ারমারের মুখে সামান্য ভাবান্তর ঘটল।

'যারাই ঐ ফল খেয়েছে তাদের মধ্যে যে সংক্রামক রোগ দেখা দিয়েছে আপনি তার কথা বল্ছেন ? না, ও বিষয়ে আমি কিছু ভাবিনি, অন্য ব্যাপারে আমি এখন খুব ব্যস্ত।'

'তবে আর ও নিয়ে মাথা ঘামাবেন না', কারলটন যেন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল। 'ওই চেরির দোষ নিয়ে আপনি যদি

গবেষণা আরম্ভ করেন তবে আমার মোটা মুনাফার পথ বন্ধ হয়ে যাবে।' কারলটন একটু ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হাসল।

'আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না,' ইয়ারমার স্বীকার করল

'কেন? এতো সোজা কথা। এই চেরির দারুণ চাহিদা। আমার কাছেই দশ হাজার পেটির অর্ডার আছে, অন্য ব্যবসায়ীদের কথা ছেড়েই দিলাম। মজা হচ্ছে, যারা একবার এই ফল খেয়েছে তাদের মধ্যে এর জন্যে যেন কাড়াকাড়ি পড়ে যাচ্ছে—যেমন করেই হোক চেরি তাদের চাই-ই।'

'আপনি কি মনে করেন সরকার এই চেরি আমদানি করার অনুমতি আর দেবে?' ভ্যানিটা বলল, 'আজকের কাগজে দেখলাম এই ফলের অদ্ভুত প্রতিক্রিয়ার কারণ খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত আমদানির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হতে পারে।'

কারলটন মুখ টিপে হেসে জবাব দিল, 'ওসব উড়ো খবরে বিশ্বাস করবেন না। যারা এই চেরি খেয়েছে তারা আরও না পেলে হয় পাগল হয়ে যাবে নয় সাংঘাতিক কিছু ঘটতে পারে। কোন সরকার ওই সম্ভাবনার ঝুঁকি নেবে না…' এক মুহূর্ত থেমে কারলটন আবার বলল, 'একমাত্র অসুবিধের ব্যাপার হবে যদি ইয়ারমারের মত অতি বুদ্ধিমান কাউকে তদন্তের ভার দেওয়া হয়।'

'এ ব্যাপারে আমার কোনো আগ্রহ নেই,' ইয়ারমার মৃদু হেসে বলল।

কারলটনের মুখ উজ্জল হয়ে উঠল। 'সেটা আমাদের মত ফল ব্যবসায়ীদের পক্ষে সু-সংবাদ,' সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল—'আচ্ছা আমি চলি, আবার দেখা হবে।'

ইয়ারমার কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে বসে রইল, তার চওড়া কপালে ফুটে উঠল কয়েকটা রেখা।

'ভদ্রলোক আমাকে ভাবিয়ে তুললেন ভ্যান,' চিন্তিত মুখে, সে বলল 'চেরির ব্যাপারে?'

হ্যাঁ। ওগুলো খাওয়ার পর যে প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তা অদ্ভুতই

বলতে হবে।'

তাদের কথাবার্তায় হঠাৎ বাধা পড়ল। একটা গোলমালে দু'জনেই মুখ তুলে তাকালো। পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকে ওভারকোট পরা একটা লোক এ টেবিল থেকে ও টেবিল ছোটাছুটি করছে, যেন পালাতে চাইছে। রোগা, লম্বা চেহারার লোক, মুখে ভয়ের চিহ্ন স্পষ্ট। অভিজাত হোটেলে এ ধরণের ঘটনা বিরল বললেই চলে।

'কি ব্যাপার!' ভ্যানিটা হতবুদ্ধির মত প্রশ্ন করল।

ইয়ারমার কোনো জবাব দিল না। লোকটা প্রায় টলতে টলতে তার পাশ দিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই সে পা বাড়িয়ে দিল, আর লোকটি ধপাস করে মাটিতে আছড়ে পড়ল। ঠিক সেই মুহূর্তে পেছনের দরজা দিয়ে একজন ইনসপেক্টার তার দু'জন সঙ্গীকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে তাদের দিকে ছুটে এল। ইয়ারমার ইতিমধ্যে লোকটিকে মাটি থেকে তুলে দাঁড় করিয়েছে। সাতফুট দীর্ঘ, দৈত্যের মত একজনের হাতে ধরা পড়ে লোকটি আর পালিয়ে যাবার মিথ্যে চেষ্টা করল না।

'আঃ মিঃ ব্রাউন,' ইনসপেক্টার হাঁপাতে হাঁপাতে কাছে এসে বলল, 'আপনাকে ধন্যবাদ। লোকটা একজনকে খুন করে পালাচ্ছিল।'

'সে কি!' ইয়ারমার বিস্মিত কণ্ঠে বলল! তার বিস্ময়ের যথেষ্ট কারণ ছিল, এই উন্নত যুগে অপরাধ, বিশেষ করে খুন জখম প্রায় ছিল না বললেই চলে।

লোকটিকে নিয়ে সাদা পোশাক পরা পুলিশের লোক দু'জন দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। সেদিকে তাকিয়ে ইনসপেক্টার বলল, 'আমার দুশ্চিন্তার শেষ নেই, মিঃ ব্রাউন। এক রাত্রে চার চারটে খুন, ভাবতে পারেন?'

'বলেন কি?'

'কেবল তাই নয়, লোকটা যে চেরি ফলের ভক্ত তা আমি হলপ করে বলতে পারি।'

ইনসপেক্টার চলে যাবার জন্য পেছন ফিরতেই ইয়ারমার বলল, 'এক মিনিট ইনসপেক্টার। এই চেরির ব্যাপারে আমারও কৌতূহল হচ্ছে, আপনার সঙ্গে কোথায় এ নিয়ে আলোচনা হতে পারে?'

'আমার সঙ্গে পাশের ঘরে আসুন, লাশ সেখানেই পড়ে আছে।'

'ওই লোকটা যাকে খুন করেছে, তার লাশ?'

'হ্যাঁ।'

ইনসপেক্টারের পেছন পেছন ইয়ারমার আর ভ্যানিটা পাশের ছোট কামরায় ঢুকল।

(তিন)

কাফের প্রকাণ্ড হলের এক কোণার টেবিলে এক গ্লাস তরল পানীয় নিয়ে রঙ্গীন চশমায় চোখ ঢাকা আর ময়দার তালের মত গায়ের রঙ যে লোকটা বসেছিল, সে তার কোটের বোতামের ফুটোয় আটকানো নকল ফুলের ভেতর লুকোনো মাইক্রো-রেডিও সেটটা চালু করল।

'জিলফা?' সে প্রশ্ন করল। 'নুজাস কথা বলছি। আমি এখন ষ্টারলাইট কাফেতে আছি। রকম-সকম আমার ভাল ঠেকছে না, একজন খুনী ধরা পড়েছে।'

'তিনজন', অপর প্রান্ত থেকে মৃদু কণ্ঠ শোনা গেল। 'আমি নিজে দু'জনকে ধরা পড়তে দেখেছি। ঘাবড়াবার কিছু নেই। ওরা যে মোহের মধ্যে আছে, কোন কিছু ফাঁস করবার সাধ্য ওদের হবে না।'

'আমার বক্তব্য তা নয়', নুজাসের মুখের রেখা কঠিন হয়ে উঠল। 'ইয়ারমার ব্রাউন ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। ও একবার নাক গলালে শেষ না দেখে ছাড়বে না। আমি ওর ওপর নজর রাখছি, তোমাকে পরে সব জানাব। ওকে যেমন করেই হোক থামাতে হবে।'

নুজাস স্যুইচ অফ করে রেডিওটা ফুলের সঙ্গে তার বোতামের ফুটোয় চালান করে দিল।

পাশের ঘরে একটা সোফার ওপর সাদা চাদরে ঢাকা মৃতদেহটির দিকে ইয়ারমার তাকিয়েছিল।

'এঁকে তো আমি চিনি,' বিস্মিত কণ্ঠে সে বলল—'রিচার্ড ওয়ালটন ডেনিং। শুক্রে পৃথিবীর মানুষের উপনিবেশের জন্য যে সংস্থা গড়ে উঠেছে তার একজন পুরোধা।'

'ঠিক বলেছেন,'ইনসপেক্টার কঠিন মুখে সায় দিল, তারপর ধরা পড়া লোকটির দিকে ফিরে বলল—'তুমি এঁকে খুন করেছ, আমরা নিজের চোখে দেখেছি। কেন এ কাজ করলে ?'

বন্দী চুপ করে রইল। তার ফ্যাকাশে, ভয়ার্ত্ত মুখে কেমন যেন একটা বিহ্বলতার চিহ্ন ফুটে উঠেছে, দু চোখে তাড়া খাওয়া জন্তুর মত ছায়া—কেমন যেন মায়াই হয়।

'আপনি আরও তিনটে খুনের কথা বলছিলেন না ?' ইয়ারমার হঠাৎ জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ', ইনসপেক্টার জবাব দিল, 'দু'জনকে এ ব্যাপারে হাতে—নাতে ধরে ফেলা হয়েছে, তৃতীয়জন পালিয়েছে। ওদের একজনের কাছে একটা নামের তালিকা পাওয়া গেছে, মিঃ ডেনিংয়ের নামও সেই তালিকায় ছিল। বোঝা যাচ্ছে তালিকার সকলকে নিঃশেষ করার পরিকল্পনা ওদের ছিল। এই লোকটি মিঃ ডেনিংকে নিশ্চয়ই অনুসরণ করে এই ঘরে এসেছিল, তারপর আচমকা আক্রমণ করে।'

'এও তো প্রায় সরে পড়ছিল,' ভ্যানিটা মন্তব্য করল।

'মিঃ ব্রাউন না আটকালে তাই ঘটত।' ইনসপেক্টার একটু যেন চিন্তা করে বলল—'সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে একটা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র মনে হচ্ছে। যারা আজ রাত্রে খুন হয়েছেন তারা প্রত্যেকেই শুক্রে উপনিবেশ সংস্থার সক্রিয় সদস্য ছিলেন।'

'আপনার ধারণাই হয়তো ঠিক।' ইয়ারমার একটু ভেবে বলল—'এই সংস্থার পেছনে শুক্র আর পৃথিবীর কর্তৃপক্ষের পুরো সমর্থন আছে। এদের কাজ হল পৃথিবী থেকে যারা শুক্রে গিয়ে উপনিবেশ গড়তে চায় তাদের জন্য জমি বিলি-ব্যবস্থা করা। অবশ্য শুক্রের বেশ কিছু আদি বাসিন্দাও এই ব্যবস্থার আওতায় পড়েছে। তবে ওখানকার কিছু লোক এই পরিকল্পনা সু নজরে দেখছে না, তারাই গোলমালের সৃষ্টি করছে। আমার মনে হয় উপনিবেশ পরিকল্পনার পেছনে যাদের মাথা তাদের নির্মূল করাই এদের উদ্দেশ্য।'

ইনসপেক্টার দু কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল—'হ্যাঁ, অন্ততঃ এই যুক্তিতে চার চারটে খুনের একটা মোটিভ আমরা আদালতে দাখিল করতে পারি।



আমার বিশ্বাস ওর কাছেও চেরি ফল পাওয়া যাবে। দেখ তো ডেভিস।'

সাদা পোষাক পরা পুলিশের লোক দু জনের একজন খুনীর ওভার-কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে গোটা কয়েক চেরি বার করল। ইনসপেক্টার সেগুলো হাতে নিয়ে তালুতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল।

'আমি গোটা দুই নিতে পারি?' ইয়ারমার একটা হাত বাড়িয়ে দিল। ইনসপেক্টার দুটো চেরি তার হাতে দিল। সে ওদুটো গভীর মনযোগ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে লাগল। তারপর একটার বোঁটা ছিঁড়ে যেখানে বোঁটা ছিল সে জায়গাটা শুঁকল।

'অদ্ভুত ব্যাপার!' ইয়ারমার হঠাৎ বলে উঠল। 'আমি হলপ করে বলতে পারি এগুলো শুক্রের চেরি নয়, অবিকল ওদেরই মত দেখতে এক রকম বিষাক্ত ফল—ছত্রাক আর ব্যাঙের ছাতার মধ্যে যেমন আকৃতি গত সাদৃশ্য অথচ মানুষের শরীরে তাদের প্রতিক্রিয়া দু রকম, এদের বেলায়ও তাই। আমার যদি ভুল না হয়, এগুলো হল কুরণা বেরি—শুক্রের গভীর জঙ্গলের ফল।'

বিভিন্ন গ্রহ সম্বন্ধে ইয়ারমারের গভীর জ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার ওপর যথেষ্ট মর্যাদা সে সময় দেওয়া হোত, তবু ইনসপেক্টার একটু অবিশ্বাসের কণ্ঠেই বলল—'আপনি কি করে জানলেন?'

'বোঁটার গোড়ার মিষ্টি গন্ধ থেকে—অনেকটা লবঙ্গর মত গন্ধ। শুক্রের উষ্ণমণ্ডল অঞ্চলে যে চেরি হয় তাদের বোঁটায় কোন গন্ধ নেই। এখানকার ফলের কারবারিদের দোষ দেওয়া যায় না, তারা এই পার্থক্য ধরতেই পারবে না। বেশ কয়েকবার শুক্রে যাওয়ার ফলে ওখানকার উদ্ভিদ সম্বন্ধে আমার মোটামুটি ধারণা আছে বলেই পার্থক্যটা আমি ধরতে পারলাম।'

ইনসপেক্টারের কপালে কুঞ্চন দেখা দিল। 'তবে খাঁটি চেরির বদলে কেউ এগুলো আমদানি করছে?'

'আমার মনে হয় কর বিভাগের চোখে ধূলো দেবার জন্যে খাঁটি চেরির সঙ্গে মিশিয়ে এগুলো পাঠানো হচ্ছে।'

'কিন্তু কেন? পৃথিবীর মানুষকে ভেজাল ফল খাইয়ে কার লাভ?'

'এই ফলের প্রতিক্রিয়া আমাদের ভেবে দেখতে হবে। যারাই

কুরণা বেরি খাচ্ছে তাদের মধ্যে একটা মানসিক রূপান্তর ঘটছে, কেউ কিন্তু মরছে না। তা ছাড়া একবার যারা এই ফল খেয়েছে, তাদের মধ্যে একটা আকাঙ্খা প্রবল হয়ে উঠছে, আরও ফল চাই। ব্যাপারটা অদ্ভুত। এগুলোর প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করে দেখার জন্য আমি একটা ফল খেয়ে দেখব কিনা ভাবছি।'

'বৃহস্পতি গ্রহে যাবার কথা ভুলোনা ইয়ারমার,' ভ্যানিটা বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'চেরি না বেরি তা নিয়ে মাথা ঘামাবার তোমার সময় নেই।'

'তুমি ভুল করছ ভ্যান,' ইয়ারমার মৃদু হেসে জবাব দিল, 'আকর্ষণীয় যে কোনো কিছুর জন্যই আমি সময় খরচ করতে প্রস্তুত। বৃহস্পতি আরও কিছুদিন আমাদের জন্য অপেক্ষা করলে ক্ষতি নেই। যুগ যুগ ধরে সে আমাদের পথ চেয়ে বসে আছে, আরও কয়েকটা দিন না হয় রইল। তা ছাড়া এই চেরি থুড়ি বেরি আমাকে আকর্ষণ করছে।'

'আপনি কি তবে এ ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করবেন?' ইনসপেক্টার প্রশ্ন করল। 'অবশ্য আগেও আপনার সাহায্য আমরা পেয়েছি।'

'সরকারী ভাবে নয়,' ইয়ারমার জবাব দিল, 'আমার কৌতূহল মেটাবার জন্যই আমি ব্যাপারটা তলিয়ে দেখতে চাই। যারা খুন হয়েছেন তাঁদের প্রত্যেকেই ও. ভি. এস-য়ের (অরগানাইজেশন ফর ভেনাসিয়ান সেটলমেণ্ট) সদস্য, এটা আমার কাছে খুবই ইঙ্গিতপূর্ণ মনে হচ্ছে। আরও একটা লক্ষ্যণীয় ব্যাপার, কুরণা বেরি শুক্রের গভীর যে অরণ্যে জন্মায় সে অঞ্চলটা হল প্রচণ্ড গরম। বছরখানেক আগে অ্যানজিবা নামে শুক্রের এক আদিবাসীকে ওখানে নির্বাসিত করা হয়েছে। সে হল একদল বিদ্রোহীর নেতা, যারা শুক্রে এই নতুন উপনিবেশ গড়ে তোলার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। আমি যতদূর জানি, অ্যানজিবা একজন বৈজ্ঞানিকও বটে।' একটু থেমে ইয়ারমার আবার বলল—'ওর সঙ্গে বুদ্ধির লড়াইকে আমি স্বাগত জানাব।'

ইনসপেক্টার ইয়ারমারের মুখের ওপর চকিত দৃষ্টি বুলিয়ে হাতঘড়ি

দেখল, তারপর বলল—'আচ্ছা মিষ্টার ব্রাউন, আমি চলি। আশা করি আপনি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন?'

'নিশ্চয়ই,' ইয়ারমার বেরি ছুটো রুমালে পেঁচিয়ে কোটের পকেটে রাখতে রাখতে বলল, 'আমার অনুমান যদি ঠিক হয় তবে ট্যাক্স বিভাগের জরুরী ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।'

(চার)

ইনসপেক্টার আর তার সঙ্গী ছু'জন বন্দীকে নিয়ে চলে যাবার পর ইয়ারমার আর ভ্যানিটা আবার তাদের টেবিলে ফিরে এল। একা এক কোণায় বসে রঙীন চশমা পরা সেই লোকটি তাদের লক্ষ্য করতে লাগল।

ওদের খাওয়া আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। ইয়ারমারের ইঙ্গিতে বয় ছুটো পাত্রে নীলকান্ত মণির মত উজ্জ্বল নীল একরকম উষ্ণ অথচ বলবর্ধক সুরা তাদের টেবিলে রাখল। ইয়ারমার পাত্রে এক চুমুক দিয়ে তৃপ্তিসূচক ধ্বনি করল—মিষ্টি, সুগন্ধযুক্ত সুরা, শরীর ও মনের অবসাদ জুড়িয়ে দিল।

'কি হল ভ্যান, মুখ গোমরা করে আছ কেন?' ইয়ারমার ভ্যানিটার গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল।

'এটা কিন্তু তোমার উচিত হল না,' ভ্যানিটা যেন একটু ভৎ´সনার কণ্ঠে জবাব দিল। 'এতদিনের হাড়ভাঙা খাটুনি আর পরিকল্পনার পর আগামী কালই আমাদের বৃহস্পতি গ্রহে যাত্রার দিন ঠিক হয়েছিল। তুমি বলেছিলে কোনো কিছুতেই এই সিদ্ধান্ত বদল করবে না।'

'অদ্ভুত মেয়ে তুমি,' ইয়ারমার হাসিমুখে বলল—'অজানা, অচেনা, বৃহস্পতি গ্রহে আমাদের অবতরণ সফল নাও হতে পারে, বিপদও ঘটতে পারে কত রকম, তবু তুমি ওখানে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছ।'

'ঠিকই বলেছ, বিপদ আছে জেনেই আমার আগ্রহ বেড়েছে। পর-মুহূর্তে অজানা কি ঘটতে যাচ্ছে তার উত্তেজনাই আলাদা। এই দিন-টির জন্য আমি কত আশা নিয়ে অপেক্ষা করছিলাম আর তুমি এক

কথায় আমার এতদিনের আশাকে নস্যাৎ করে দিলে !'

ইয়ারমার তার পাত্রটা এক চুমুকে শেষ করল, তারপর ভ্যানিটার দিকে খেয়ালী দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'মহাকাশে অজানা গ্রহে পাড়ি দিলে যে বিপদ প্রতি মুহূর্তে তোমার জন্য অপেক্ষা করবে, এই পৃথিবীতেও তেমন বিপদের অভাব নেই। বিশ্বাস কর, এই কুরণা বেরির ব্যাপারটা ফলের বাজারে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি করা কিংবা মনুষ্য নামক জাতির পেটে যন্ত্রণা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে নয়। এর পেছনে মারাত্মক একটা ষড়যন্ত্র আমি সন্দেহ করছি আর'···ইয়ারমার একটু থেমে বলল, 'মাই-ক্রোসকোপের কাচ দিয়ে আমরা ছোট ছোট প্রাণীকে যেমন গভীর-ভাবে লক্ষ্য করি, এই মুহূর্তে আমাদের দুজনকেও কেউ তেমনভাবে লক্ষ্য করছে।'

'ও,' ভ্যানিটা ঘাড় ফেরাল।

'উঁহু, অমন করে তাকিয়োনা, লোকটা বুঝে ফেলবে আমরা টের পেয়েছি।' ইয়ারমার ভ্যানিটাকে সতর্ক করে আবার বলল, 'আমার পেছনে, একটা কোণার টেবিলে রঙীন চশমা পরা নাদুশ-নুদুশ একজন লোক বসে আছে। লোকটা শুক্রের লোক, আমাদের লক্ষ্য করছে।'

'তুমি কি করে বুঝলে ?'

'আমার মাথার স্নায়ুকেন্দ্রে পেছন থেকে ওর দৃষ্টির তীব্রতা অনুভব করছি।'

'ও।' ভ্যানিটা ভুলেই গিয়েছিল যে, ইয়ারমার উত্তরাধিকার সূত্রে তার মায়ের সূক্ষ্ম অনুভূতির ক্ষমতা পেয়েছিল।

'ও যে শুক্রের অধিবাসী সে বিষয়ে তোমার সন্দেহ নেই ?'

'না। আমি যখন ওর পাশ দিয়ে আসছিলাম তখন লক্ষ্য করে-ছিলাম ও দুটো জ্যাকেট গায়ে দিয়েছে। তাছাড়া দুটো ওয়েষ্ট কোট। এই এয়ার কণ্ডিশাণ্ড ঘরে ও বেচারী শীতে কষ্ট পাচ্ছে। এ থেকেই আমি অনুমান করছি লোকটি শুক্রের এবং ওখানকার কেন্দ্রস্থল থেকে দূর গ্রীষ্ম অঞ্চলের বাসিন্দা। ওই দূর অঞ্চলেই অ্যানজিবার নেতৃত্বে বিদ্রোহীরা ঘাঁটি গেড়েছে। চূড়ান্ত প্রমাণ হচ্ছে লোকটি বেড়ালের

মত চোখের মণি ঢাকবার জন্য রঙীন চশমা এঁটেছে।'

'কিন্তু আমাদের ওপর নজর রাখার কারণ কি? আমরা তো চেরির ব্যাপারে এগুইনি?'

'আমার মনে হয় ও বিশেষ করে আমাকেই লক্ষ্য করছে,' ইয়ারমার মৃদু হেসে জবাব দিল। 'কঠিন কঠিন বৈজ্ঞানিক সমস্যা সমাধান করে আমার সামান্য একটু নাম হয়েছে। তাছাড়া অন্যায়কারীদের আমি প্রশ্রয় দিই না—তাদের কাজ-কর্মে আমার বিন্দুমাত্র সহানুভূতিও নেই। তাই হয়তো আমাদের শুক্রের বন্ধু নিশ্চিত হতে চাইছে, আমি ওদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালাম কি না। ভবিষ্যতে হয়তো ওর সঙ্গে আমাদের মোকাবিলা করতে হবে তাই ওর দেহ-জ্যোতির ডিটেক্টর রিডিং আমাদের উপকারে আসতে পারে।'

ইয়ারমার তার ওয়েস্ট কোটের পকেট থেকে অনেকটা ঘড়ির মত একটা যন্ত্র বার করল। আসলে ওটা স্টপ ওয়াচের মত কাজ করে। অসংখ্য সূক্ষ্ম সংখ্যা ও সরু চুলের মত রেখায় ডায়াল প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে। যন্ত্রটা ইয়ারমারের নিজের আবিষ্কার। চুম্বকের আকর্ষণে ওটা কাজ করে এবং স্টপ-ওয়াচের রীতিতে নির্দিষ্ট ব্যক্তির শারীরিক তেজ বা কর্মশক্তির সঠিক আভাষ দেয়। দু-জন মানুষের আঙুলের ছাপ যেমন এক হয় না, তেমন দু-জন মানুষের সক্রিয়তাও হুবহু এক হতে পারে না, তাই যন্ত্রকে অব্যর্থ বলা চলে।

ইয়ারমার ওটাকে চালু করে প্যান্টের পকেটে ভরল, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল—'আমি এক মিনিটের মধ্যে ফিরে আসছি।'

লম্বা লম্বা পা ফেলে সে এগিয়ে গেল। ইচ্ছে করেই কোণের লোকটার পাশ দিয়ে হেঁটে গেল, কিন্তু তার দিকে ফিরেও তাকালো না। পাশ দিয়ে যাবার সময় ডান হাতটা প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে সে বুড়ো আঙুল দিয়ে যন্ত্রের বোতামটায় মৃদু চাপ দিল। তারপর একটা ছুতো করে ম্যানেজারের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। ফিরল অন্য একটা দরজা দিয়ে।

'কাজ হাঁসিল?' ভ্যানিটা জিজ্ঞেস করল।

'মনে তো হচ্ছে।' ইয়ারমার পকেট থেকে যন্ত্রটা বার করে ওটার

ওপর চোখ বুলালো, তারপর আবার ওয়েষ্ট কোটের পকেটে পুরল। ‘ঠিকই আছে। এবার আমাদের ওঠার সময় হয়েছে। আমি আমার ল্যাবে এই চেরি ছুটো পরীক্ষা করে দেখতে চাই।’

চকচকে ধাতু দিয়ে তৈরী ইয়ারমারের পরমাণু চালিত গাড়িটা একটা পাকা সড়ক ধরে ঘন্টায় নব্বুই মাইল বেগে ছুটে চলল। কিছুটা যেতেই ইয়ারমার আয়নার কাচে চোখ রেখে বলল—‘আমাদের কেউ অনুসরণ করছে মনে হচ্ছে। ছুটো আলোর বিন্দু ক্রমশই এগিয়ে আসছে।’

হাত বাড়িয়ে সে গাড়ির জটিল ড্যাশ—বোর্ডের একটা বোতাম টিপল। সঙ্গে সঙ্গে আয়নার ভেতর টেলিস্‌কোপিক লেনস সক্রিয় হয়ে উঠল আর পেছনের গাড়িটা পরিষ্কার ফুটে উঠল। গাড়ির নাম্বার প্লেটটাও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। সেটাতে চোখ বুলিয়ে ইয়ারমার মন্তব্য করল, ‘পুলিশের গাড়ি নয় দেখছি।’

‘যাই হোক,’ ভ্যানিটা আয়নায় চোখ রেখে বলল—‘পেছনের গাড়িটা এত দ্রুত এগিয়ে আসছে যে আমাদের ধরে ফেলবে মনে হয়। আমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটা কেমন যেন অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে, তোমার এই গাড়িকেও হার মানতে পারে এমন গাড়ি……!’

ইয়ারমার অ্যাকসিলেটারে চাপ দিল—ড্যাসবোর্ডের ঘড়ির কাঁটা ঘন্টায় নব্বুই মাইল থেকে লাফিয়ে ১০০—১২০—১৪০য়ে গিয়ে দাঁড়ালো। ভ্যানিটা নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে রইল। পাকা সড়কের কংক্রীটের ওপর দিয়ে দ্রুত বেগে ছুটে চলা টায়ারের ঘষায় তীক্ষ্ণ শিসের মত শব্দ আর বাঁকানো কাচের পর্দায় (উইণ্ড স্ক্রীন) ধাক্কা খাওয়া হাওয়ার একঘেঁয়ে শব্দ তার কানে আসছিল। কিন্তু এত তীব্র গতি সত্ত্বেও অনুসরণকারীদের দমানো সম্ভব হচ্ছিল না, বরং ওরা দূরত্ব ক্রমেই কমিয়ে আনছিল। ইয়ারমার হিসেব করে দেখল ওরা নিশ্চয়ই ঘন্টায় ১৭০ মাইল বেগে গাড়ি চালাচ্ছে।

‘ওদেরটাও অ্যাটমিক মোটর মনে হচ্ছে, অর্থাৎ পেছনে কোনো বৈজ্ঞানিক মাথা আছে,’ ইয়ারমার মৃদুকণ্ঠে বলল।

ওদের সামনে দশম পরিবহন সড়ক—ছু’শ ফুট উঁচু ওই পথ টেমস

নদীর ওপর দিয়ে সেতুর বিন্যাস করেছে। ওটাই শহরতলী থেকে মহানগরীতে প্রবেশের প্রধান সড়ক। ওই মুহূর্তে রাস্তাটা নির্জন ছিল। ইয়ারমার চটপট ভেবে নিল, যদি পেছনের গাড়ি তাকে ধরে ফেলার আগেই সে টেমস পেরিয়ে যানবাহনের ভিড়ের মধ্যে মিশে যেতে পারে তবে সহজেই অনুসরণকারীদের চোখে ধূলো দিতে পারবে, অবশ্য সত্যিই যদি পেছনের গাড়িটা তার অনুসরণকারী হয়ে থাকে।

ইয়ারমার তার গাড়ির গতি আরও বাড়িয়ে দিল। ভ্যানিটার মনে হতে লাগল সে যেন উড়ে যাচ্ছে।

'এভাবে আর দু'মাইল যেতে পারলেই বাছাধনরা হার মানতে বাধ্য,' গাড়ির আয়নায় চকিত দৃষ্টি বুলিয়ে ইয়ারমার বলে উঠল।

তার কথা শেষ হতে না হতেই পেছনের গাড়িটা হঠাৎ ভয়ানক গতিতে এগিয়ে আসতে লাগল। ওদের দূরত্ব যখন কমে মাত্র কুড়ি পঁচিশ গজে দাঁড়িয়েছে, তখন পেছনের গাড়ির খোলা জানালা থেকে গাঢ় বেগুনি রঙের একটা আলোর রেখা তাদের লক্ষ্য করে ছুটে এল। ভাগ্যিস ভ্যানিটা বিপদের সম্ভাবনা বুঝে মাথাটা নামিয়ে নিয়েছিল। উইণ্ড স্ক্রিনের ওপরের একটা অংশ ভেঙ্গে পড়ল—ঠিক সময়ে মাথা নীচু না করলে তাকে আর বাঁচতে হোত না।

আলোর রেখাটা আবার ছুটে এল আর ওদের পেছনের একটা দরজার কিছু অংশ তরল হয়ে গেল। ইয়ারমার মনে মনে একটা শপথ বাক্য উচ্চারণ করল, কিন্তু নিজের গাড়ির গতির জন্য পেছন ফিরে তাকাতে সাহস করল না। তারপরই সর্বনাশ ঘটে গেল। আলোর রেখাটা নিশ্চয়ই একটা চাকার ওপর পড়েছিল কারণ তার শক্ত হাতে ধরা স্টিয়ারিং হঠাৎ যেন ক্ষেপে গেল। আয়ত্তের বাইরে চলে যেতেই সে স্টিয়ারিং হুইলটাকে আলগা করে দিল, তারপরই উঁচু রাস্তার পাশের সুরক্ষিত নীচু রেলিং রেডিয়েটারের দিকে যেন এগিয়ে এল। প্রচণ্ড একটা সংঘর্ষ হল। তীব্র গতিতে ছুটে চলা ইয়ারমারের গাড়িটা রেলিং ভেঙ্গে শূন্যে ভেসে উঠল তারপর অনেক নীচে টেমসের জলে ভীষণ শব্দে আছড়ে পড়ল।

গাড়িটা জল স্পর্শ করার মুহূর্তে ইয়ারমার চালকের আসনের

পাশের দরজাটা খুলে ফেলল, তারপর ভ্যানিটাকে অনায়াসে বাঁ হাত দিয়ে প্রায় বগলদাবা করে গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। ওপর দিকে তাকিয়ে অনুসরণকারী গাড়িটাকে আর সে দেখতে পেল না। গাড়ির আরোহীরা নিশ্চয়ই তাদের কাজ হাঁসিল হয়েছে এবং ইয়ারমার ও ভ্যানিটা গাড়ির মধ্যে আটকা পড়ে জলে ডুবে মরবে নিশ্চিত হয়ে আর অপেক্ষা করা প্রয়োজন মনে করেনি।

ওরা দু'জন তীর লক্ষ্য করে সাঁতরাতে লাগল।

(পাঁচ)

ঘণ্টা খানেক পর। লণ্ডনের ঠিক কেন্দ্রস্থলে ইয়ারমার তার বাড়ির লাগোয়া ল্যাবরেটারিতে ঢুকল। ইতিমধ্যে সে ভেজা পোশাক বদলে ফেলেছে। ভ্যানিটা ওখান থেকে দু'সারি পরে তার নিজের অ্যাপার্ট-মেণ্টে গেছে। খানিক বাদে সে যখন এল তখন তাকে দেখে কেউ ভাবতেও পারবেনা যে সে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছে, শুধু তার নীল চোখের তারায় যেন আগুনের ঝিলিক। সোজাসুজি ইয়ারমারকে সে প্রশ্ন করল, 'ওই খুনেগুলোর সম্বন্ধে কি ভেবেছ? ওদের পেছনে কবে ধাওয়া করবে?'

'আজ রাতেই,' ইয়ারমার জবাব দিল। 'আমি তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম—একটা সূত্র পেয়েছি।'

ভ্যানিটা টেবিলের ওপর তাকালো। দেহজ্যোতি মাপার যন্ত্রটা (অরা ডিটেকটর) তার চোখে পড়ল। জলে ওটার কোনো ক্ষতি হয়নি। ওটার পাশে কম্পাসের মত একটা যন্ত্র—একটা পাতলা ছুঁচের মত চৌম্বক কাঁটা কেন্দ্রে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে নড়াচড়া করছে।

'নির্ভুল প্রতিক্রিয়া,' ইয়ারমার বলল—'আমি কম্পাসটা ডিটেকটর যন্ত্রে ধরা শুক্রের সেই লোকটির দেহজ্যোতির দিকে মুখ করে রেখেছি। লক্ষ্য করে দেখ, লোকটা যখনই নড়াচড়া করছে, কম্পাসের কাঁটাও অমনি সরে যাচ্ছে।'

ভ্যানিটা কয়েক মুহূর্ত মন্ত্রমুগ্ধের মত এই অদ্ভুত যন্ত্রটার রকম-সকম লক্ষ্য করল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'লোকটা এখান থেকে কত দূরে আছে ?'

'কাঁটা দেখে মনে হচ্ছে শহরের দক্ষিণ অঞ্চলে।'

'কিন্তু কত দূরে ?'

'কর্মশক্তির প্রতিক্রিয়া থেকে মনে হয় মাইল দশেক। এখান থেকে দশ মাইল দক্ষিণে লণ্ডনের সবচেয়ে নোংরা অঞ্চল—মহাকাশে যাবার মালবাহী যানের ঘাঁটি, মাল তোলা আর খালাস করা ওখানেই হয়। তাছাড়া ইতর, বদমায়েস সব মানুষের ওখানে আড্ডা,' ইয়ারমার একটু থেমে বলল—'ও দিকটাই হ'ল আমাদের গন্তব্যস্থল।'

ল্যাবরেটরি থেকে বেরুবার দরজার দিকে এগিয়ে ইয়ারমার আবার বলল—'তুমি কি সত্যিই আমার সঙ্গী হতে চাও ? এখন প্রায় মাঝরাত, শুক্রের লোকটির সঙ্গে আমার মোলাকাত বন্ধুত্বপূর্ণ হবে না, আশা করি তা বুঝতে পারছ ? তুমি না হয় নেই বা গেলে।'

ভ্যানিটা দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়ল। 'আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি। আজকের ঘটনার পর আমি শান্ত মেয়ের মত বিছানায় শুয়ে থাকব এটা তুমি কি করে আশা কর ? তাছাড়া এই চেরির ব্যাপারটা আমি জানতে চাই।'

ইয়ারমার আর নিস্ফল যুক্তির মধ্যে গেল না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওরা ইয়ারমারের ব্যক্তিগত হেলিকপ্টারে চাপল। প্রবহন দিঙ্‌নির্ণয় যন্ত্রটা শক্তভাবে কনট্রোল বোর্ডের কিনারে পাক দিয়ে আঁটা ছিল। রাত্রির আকাশে হেলিকপ্টার উড়ল। কম্পাসের কাঁটা যেদিকে ইঙ্গিত করছিল ওরা সেদিকেই এগুচ্ছিল। কাঁটা যখন দক্ষিণ মুখে তেরছা ভাবের বদলে নীচু হয়ে যাবে তখনই হেলিকপ্টারকে নামাতে হবে।

ভ্যানিটা লক্ষ্য করে দেখল ইয়ারমারের মুখের রেখা কঠিন হয়ে উঠেছে, চোখের তারায় বিপদের সংকেত। এই লক্ষণগুলো তার চেনা, ইয়ারমারের এই ভাবান্তর তার শত্রুদের পক্ষে শুধু ভয়ের নয়, ভয়াবহ।

কম্পাসের কাঁটা ওঠানামা করছিল। ভ্যানিটা নীচের দিকে

তাকালো। মহানগরীর প্রধান অংশ তারা পেছনে ফেলে এসেছে। ঠিক তাদের নীচেই মহাকাশ বন্দরের বাতিঘরগুলো দেখা যাচ্ছে। ওগুলো ঘেঁসেই মালবাহী মহাকাশ ঘাঁটি ও বন্দর এলাকা। এখানেই মহাকাশ-চারী ও নাবিকদের গাদাগাদি করা ছোট ছোট বাড়ি। শতাব্দীর সমৃদ্ধি ও উন্নতি এ অঞ্চলের সঙ্গে যেন কৃপণতা করেছে।

ইয়ারমার নিঃশব্দে কাঁটা লক্ষ্য করছিল। হঠাৎ ওটার মুখ নীচু হয়ে গেল। ইয়ারমার হেলিকপ্টারের মোটর বন্ধ করে দিতেই ওটা নিঃশব্দে নীচে নামতে লাগল—বায়ু নিয়ন্ত্রিত ভাসমান পাখার ঘূর্ণায়মান মৃদু শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দই হচ্ছিল না।

'ওই গোলাবাড়িগুলোর পেছনে খোলা জায়গায় আমরা নামব,' ইয়ারমার নীচে চারদিকে চোখ বুলিয়ে বলল। পাকা হাতে সে হেলি কপ্টারকে তার মনোনীত জায়গায় নামিয়ে ওটা থেকে বেরিয়ে এল, ভ্যানিটাও তার পেছন পেছন খোলা আকাশের তলায় দাঁড়ালো।

কম্পাসের কাঁটা এখন উত্তরমুখো সমান্তরাল। ওটা লক্ষ্য করে ইয়ারমার এগিয়ে চলল। গোলাবাড়ীগুলোর গভীর ছায়ায় বন্দরের ঝলমলে আলো ঢাকা পড়লেও কম্পাসের কাঁটার চুম্বকান্ত কাঁটাকে দীপ্তমান দেখাচ্ছিল। অন্ধকার আঁকা-বাঁকা গলি দিয়ে ভ্যানিটাকে পাশে নিয়ে হাঁটছিল ইয়ারমার। অবশেষে তারা গন্তব্যস্থলে পৌঁছুল। কাঁটা স্থিরভাবে, সস্তা ভাড়ায় অসংখ্য খুপরি খুপরি ঘরের একটা বাড়ির দিকে নিশানা করতেই ওরা সেই বাড়ির দিকে এগুলো। রাত গভীর হলেও সবাই ঘুমোয়নি, কয়েকটা ঘরের জানালার ভেতর দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছিল।

'এই বাড়িটাই,' ইয়ারমার কম্পাসের কাঁটার দিকে তাকিয়ে বলল—'ভয় করছে না তো?'

'তুমি সঙ্গে থাকলে আমার কোন কিছুতেই ভয় করে না। ভাল কথা, তুমি হাতিয়ার আননি কিছু?'

'হাতিয়ার আমার দরকার হয় না,' ইয়ারমার মৃদু হেসে জবাব দিল। 'নিজের দৈহিক ও মানসিক ক্ষমতার ওপর আমার যথেষ্ট আস্থা আছে।'

সদর দরজা ভেজানো ছিল, ইয়ারমারও তাই আশা করেছিল। বারোয়ারি ভাড়া বাড়িতে কে কখন ফেরে ঠিক নেই, তাই এসব ক্ষেত্রে সদর দরজা বন্ধ করা নিয়ে কেউ বিশেষ মাথা ঘামায় না। কম্পাস হাতে নিয়ে ইয়ারমার দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল, ভ্যানিটা তার পেছন পেছন। স্বল্প আলোয় একটা হলঘর তাদের চোখে পড়ল। কম্পাসের কাঁটা ওপরতলা ইঙ্গিত করছিল, ওরাও নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল। দোতলায় উঠেই একটা ঢালা বারান্দা, পর পর সব ঘর, প্রত্যেক ঘরের দরজার মাথায় রুম নাম্বার ওদের চোখে পড়ল। কাঁটা সাত নম্বর ঘরের দিকে নিশানা করছিল। ইয়ারমারের মুখে একটা কঠিন হাসি ফুটে উঠল, কম্পাসটা সে ভ্যানিটার হাতে চালান করে দিল।

সাত নম্বর ঘরের দরজার নব্ ঘুরিয়ে ইয়ারমার মৃদু চাপ দিল, কিন্তু দরজা একটুও নড়ল না। এত রাতে দরজায় টোকা মারলে শুক্রের লোকটি সাবধান হয়ে যাবে। ইয়ারমার দরজায় কাঁধ লাগিয়ে নিঃশব্দে চাপ দিতে লাগল। তার ক্রমাগত চাপে ঘট্ ঘটাং দু'টো শব্দ হল, তারপরই তালার স্ক্রু ছিটকে বেরিয়ে দরজা হাঁ হয়ে গেল। ফ্যাকাশে গায়ের রং যে লোকটি খাটে শুয়েছিল তার মুখে হতবুদ্ধির ছাপ ফুটে উঠল। সে হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে অস্ত্র নেবার আগেই ইয়ারমার এক লাফে টেবিল ও লোকটির মাঝখানে দাঁড়ালো। ভ্যানিটা দরজাটা ভেজিয়ে দিল। ঘরে একটা জিরো পাওয়ারের বালব্ জ্বলছিল। টেবিলের ওপর যে বন্দুকটা ছিল, সেটা হল আধুনিকতম 'হিট্ গান,' যা দিয়ে কাফে থেকে ফেরার সময় তাদের ওপর আক্রমণ করা হয়েছিল। ট্রিগার টিপলে নিঃশব্দে শুধু আগুনের শিখা বেরিয়ে লক্ষ্য বস্তুকে পুড়িয়ে বা গলিয়ে শেষ করে দেয়। পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী ছাড়া আর কারও এ ধরণের অস্ত্র ব্যবহার করার অধিকার নেই। ইয়ারমার আগ্নেয়াস্ত্রটা ভ্যানিটার হাতে তুলে দিল।

লোকটি খাটে উঠে বসেছে, তার দু'চোখ বিস্ফারিত। রঙীন চশমায় ঢাকা না থাকায় তার ফালির মত চোখ, ধূসর বর্ণ মনি আর গোপন নেই। গায়ের চামড়ার সেঁতসেঁতে ফ্যাকাশে ভাব শুক্রের

অধিবাসীদের কথাই মনে করিয়ে দেয়। লোকটির মুখে একটা হাস্যস্কর বিমূঢ়ভাব ফুটে উঠেছিল। যাদের সে টেমস নদীর জলের তলায় সলিল সমাধি দিয়ে এসেছে, তারা শুধু বেঁচেই নেই, এত অল্প সময়ের মধ্যে তাকে খুঁজে বার করে একেবারে শোবার ঘরে হানা দিয়েছে !

'তোমাদের মতলব কি ?' কোনমতে ঢোঁক গিলে সে জিজ্ঞেস করল। 'এমন করে দরজা ভেঙ্গে কারও শোবার ঘরে ঢোকা আইন-বিরুদ্ধ তা আশা করি তোমাদের বলে দিতে হবে না ?'

'হা-হা,' ইয়ারমার কৌতুকধ্বনি করল। 'আমরা কে আর কেন এত রাতে তোমার মধুর স্বপ্নের ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছি তা আশা করি বলে দিতে হবে না। বুঝতেই পারছ, আমাদের মেরে ফেলার জন্যে তুমি যে ফন্দী এঁটেছিলে তা ব্যর্থ হয়েছে। ভবিষ্যতে তুমি আর যাতে এমন ফন্দী না আঁটতে পার তাই আমরা তোমার ভার নিতে এসেছি।'

'আমি তোমাদের কথার মাথামুণ্ডু বুঝতে পারছি না। আমি একজন মহাকাশচারী—শান্তিতে ঘুমুতে না পারলে—'

'মহাকাশচারী তুমি হতে পার,' ইয়ারমার লোকটির কথায় বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'কিন্তু শুক্রের লোক তুমি নিশ্চয়ই। আমার পরিচয়ও তোমার অজানা নেই।'

ভ্যানিটার দিকে একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে ইয়ারমার খাটের এক প্রান্তে মুখোমুখি বসল।

শুক্রের লোকটি বাইরে সাহস দেখালেও ভেতরে ভেতরে তার হৃৎকম্প হচ্ছিল। ইয়ারমারের বিচিত্র সব কাহিনী তারও অজানা নেই। বিশেষ করে জন্মসূত্রে মঙ্গল থেকে পাওয়া তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই শুক্রের লোকটির বিভীষিকার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

'আমার অনুমান যদি মিথ্যে না হয়,' ইয়ারমার লোকটির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'আজ যে কাণ্ডটা ঘটে গেল তা তোমার একার দ্বারা হয়নি, তোমার সঙ্গে আরও লোক ছিল !'

লোকটি যেন কষ্ট করে মুখে অবজ্ঞার ভাব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করল। কোন জবাব দেওয়া প্রয়োজন মনে করল না। পরমুহূর্তে ইয়ারমারের প্রকাণ্ড থাবার মত হাতের প্রচণ্ড এক চড়ে সে নোংরা

বিছানায় লুটিয়ে পড়ল।

'কি ?' ইয়ারমার শান্তকণ্ঠে আবার প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ'……লোকটি গালে হাত বুলোতে বুলোতে জবাব দিল, 'আরও দু'জন ছিল।'

'আমিও তাই ভেবেছিলাম। একই লোকের পক্ষে হিট্-গান ছোঁড়া আর অত জোরে গাড়ি চালানো সম্ভব নয়। তোমার গাড়ির ইঞ্জিনটা কি ?'

'ওটা বিশেষ ধরণের ইঞ্জিন—সুপার অ্যাটমিক।'

'তাই বল। শুক্রের উন্নত অধিবাসীরাই সুপার অ্যাটমিক ইঞ্জিনের আবিষ্কর্তা। যাক, সে নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার আমার নেই, আমি শুধু চেরি—ভুল হল, শুক্রের দূরবর্তী অঞ্চলের কুরণা বেরির ব্যাপারেই আগ্রহী।'

লোকটি ইয়ারমারের কথায় যেন চমকে উঠল।

'হুঁ! তুমি যেন অবাক হয়েছ মনে হচ্ছে ? এবার আমার প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব দাওতো বাছাধন; কার হয়ে তুমি কাজ করছ ? কি মতলবেই বা এই নরক ফল আমদানি করা হচ্ছে ?'

'ওটা তোমার ব্যাপার নয়', লোকটি একটু বাঁকাভাবে জবাব দিল।

'বরং আমারই ব্যাপার বলতে পার,' ইয়ারমারও বক্রকণ্ঠে বলল, 'বিশেষ করে একই রাতে যখন চার চারজন বিখ্যাত মানুষ খুন হয়েছে। আমার ব্যাপার এই জন্যে যে, পৃথিবীর কর্তৃপক্ষের আনুগত্য আমি স্বেচ্ছায় স্বীকার করে নিয়েছি, আর আইন শৃঙ্খলায় আমি বিশ্বাসী। তাই অপরাধমূলক ঘটনায় কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করা আমার কর্তব্য।'

ইয়ারমার লোকটিকে কথা বলার সুযোগ দেবার জন্য একটু থামল কিন্তু তার দিক থেকে কোনো সাড়া এল না।

'তুমি অ্যানজিবার হুকুমে কাজ করছ।' সেই বিদ্রোহী দস্যুটা, যাকে শুক্রের বিজ্ঞ মানুষরা নির্বাসন দণ্ড দিয়েছে। শুক্রে পৃথিবীর মানুষদের উপনিবেশ গড়ে তোলার জন্য যারা দায়ী, তাদের সে ধ্বংসের শপথ নিয়েছে, তাই না ?'

'আমি পৃথিবীতে কুরণা বেরি চালান দেবার একজন দালাল মাত্র',

লোকটি স্বীকার করল, 'কিন্তু এর পেছনে কে আছে তা আমি জানি না।'

'এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য কি? কয়েকটা খুনের ঘটনা ঘটেছে তা আমি জানি, কিন্তু পৃথিবীর মানুষের এই ফল খাওয়ার সঙ্গে ওই খুনের সম্পর্কই বা কি? যোগসূত্রটা আমি জানতে চাই।'

লোকটি কাঁধ ঝাঁকালো—'আমি জানি না। এবার তোমরা এখান থেকে বিদেয় হও।'

'আমাদের ওপর আবার আক্রমণ করার আর ঐ বিষফলগুলো খাইয়ে পৃথিবীর মানুষকে বিষিয়ে দেবার সুযোগ দেবার জন্যে তোমাকে ছেড়ে যেতে আমি রাজি নই। আমি দুঃখিত, আমার কর্তব্য আমাকে করতেই হবে।'

এর পরের ঘটনা কি হবে বুঝতে পেরে ভ্যানিটা মুখ ফেরালো। লোকটি কিন্তু কিছু বুঝতে না পেরে বিছানার ওপর গুটিসুটি মেরে ইয়ারমারের দিকে সভয়ে তাকিয়ে রইল। ক্রমে সমস্ত ঘরটা যেন গুটিয়ে ইয়ারমারের দু'চোখের গভীর নীল তারায় এসে স্থির হয়ে গেল। শুক্রের লোকটির ভারসাম্য হারিয়ে ফেলা মনের প্রতিক্রিয়া হল তাই। মায়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে ইয়ারমার পেয়েছিল তীব্র সম্মোহনী শক্তি। তার দু'চোখের তারা থেকে যেন আগুনের ফুলকি বেরিয়ে আসতে লাগল। তার মায়ের সম্মোহনী গুণের সঙ্গে একটা সহজাত শান্ত ভাবও ছিল, কিন্তু ইয়ারমারের মধ্যে ছিল অপ্রশম্য ধ্বংসের লক্ষণ। জন্মসূত্রে পাওয়া মানসিক শক্তির সঙ্গে উন্নততর বুদ্ধির সংমিশ্রণে সে এমন ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিল যা পৃথিবীর মানুষের শুধু কল্পনারই অতীত ছিল না, অন্তত এ ব্যাপারে তারা বহু বছর পেছিয়েছিল। শুক্রের লোকটির সমস্ত শরীর যেন যন্ত্রণায় মোচড় দিয়ে উঠল। সে আত্মরক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল, তার সর্বাঙ্গ বেয়ে দর দর করে ঘামের বন্যা নেমে এল, কিন্তু কিছুতেই সে ইয়ারমারের গভীর নীল দু'চোখ থেকে তার সম্মোহিত দৃষ্টি সরিয়ে নিতে পারল না। ক্রমে তার মনে হতে লাগল যেন সে চেতনা হারিয়ে ফেলছে, যেন একটা ভয়াবহ মানসিক ও দৈহিক চাপের প্রচণ্ডতায় হৃৎপিণ্ড ফেটে সে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবে। তারপর সত্যিই একসময় তার প্রাণহীন দেহটা বিছানায়



লুটিয়ে পড়ল।

'একটা আপদ দূর হল', নিজেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে এনে বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে ইয়ারমার মন্তব্য করল।

ভ্যানিটা লোকটির দিকে ফিরে তাকালো তারপর শিউরে উঠল, কিন্তু ইয়ারমারের স্বাভাবিক মুখের আলগা হাসির দিকে তাকিয়ে সে মনে জোর পেল।

পকেট থেকে একটা ভিজিটিং কার্ড বার করে ইয়ারমার বলল, 'এটা এখানে রেখে যাই, কি বল ভ্যান? শুক্রের অন্য দস্যুগুলো তাদের একজনের দশা দেখে ভবিষ্যতে আমার সম্বন্ধে আরও সাবধান হবে।'

মৃত লোকটির পাশে সে কার্ডটা রেখে দিল। একটা চৌকো আইভরি কার্ড, লেখা ছিল, 'সৌজন্যের সঙ্গে $\frac{১}{ই}$।'

'একটা কথা স্পষ্ট হল,' ইয়ারমার বলল—'এই কুরণা বেরির ঘটনা পৃথিবীর মানুষের উপর কোন খাপছাড়া আক্রমণ নয়, একটা সুপরিকল্পিত অভিযান, আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস অ্যানজিবাই পেছন থেকে কলকাঠি নাড়ছে।'

ওরা নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। সিঁড়ি দিয়ে নেমে সদর দরজা দিয়ে বেরুবার সময় সৌভাগ্যক্রমে কারও সঙ্গে তাদের দেখা হল না।

হেলিকপ্টার আবার আকাশে উড়ল; ফিরে চলল আলোকোজ্জ্বল মহানগরীর কেন্দ্রে, ইয়ারমারের বাসভবন লক্ষ্য করে।

(ছয়)

পরদিন সকাল এগারটায় ভ্যানিটা কাজে এল। ইয়ারমার তার নিজস্ব উদ্ভাবনী ফোটো-ইলেকট্রিক রশ্মি বিকিরণের বোতাম টিপে ল্যাবোরেটরির দরজা খুলে দিল। ভ্যানিটা লক্ষ্য করল ইয়ারমার তার যন্ত্রপাতি দিয়ে বেরি ফুটো পরীক্ষায় ব্যস্ত।

খানিক বাদে ইয়ারমার টেবিলের ওপর রাখা তার কাগজপত্র দেখিয়ে বলল—'ওগুলো ফাইল করে রাখ, ফলা ফুটো পরীক্ষা করে

আমি যা তথ্য পেয়েছি সব ওই কাগজে লিখে রেখেছি। সমস্ত ব্যাপারটা যখন জানাজানি হবে তখন ওগুলো কাজে আসবে।'

ভ্যানিটা তার কাজ আরম্ভ করে দিল।

এখনকার নিয়মে প্রত্যেক বাড়ি ও পথে, ময়দানে লাউডস্পীকারের ব্যবস্থা আছে। কোনো জরুরী সংবাদ বা ঘোষণা যাতে কারু কান এড়িয়ে না যায় তাই এই আয়োজন।

লাউডস্পীকারের দিকে চোখ পড়তেই ভ্যানিটা বলে উঠল, 'কাল রাত্রে আরও দুজন খুন হয়েছে শুনেছ বোধহয় ?'

'হ্যাঁ,' ইয়ারমার জবাব দিল। 'শুক্রে উপনিবেশ সংস্থার আরও দু'জন সদস্য।'

'খুনীরা এবার হাতেনাতে ধরা পড়েছে। ইনসপেক্টর ব্র্যাডবেরি নিশ্চয়ই খুব খুশী হবে।'

'একটা ব্যাপার আমার কাছে খুবই রহস্যজনক মনে হচ্ছে,' ইয়ারমার চিন্তিত মুখে বলল। 'সাধারণ মানুষ এই ফল খেয়ে কেমন করে খুনী হয়ে উঠছে, আর বেছে বেছে কাকে খুন করতে হবে তাই বা কেমন করে বুঝতে পারছে ? তারা যদি উন্মত্তের মত যাকে তাকে খুন করত তবে না হয় বুঝতাম ফলের বিষক্রিয়ায় তারা অমন আচরণ করছে। কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়, নিহত ব্যক্তিরা সবাই শুক্রে উপনিবেশ সংস্থার সদস্য।'

কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে চিন্তা করে ইয়ারমার আবার বলল, 'এই রহস্যের মীমাংসার একমাত্র উপায় হ'ল আমার নিজের এই ফল দুটো খেয়ে তার প্রতিক্রিয়া উপলব্ধি করা।' বেরি দুটো সে হাতে নিল।

ভ্যানিটার দু'চোখ বিস্ফারিত হ'ল। সে বলে উঠল—'এটা পরিহাসের ব্যাপার নয়, ইয়ারমার।'

'ফল দুটো খেলে অন্যদের মত আমিও খুনী হয়ে উঠব সে সম্ভাবনা আমি উড়িয়ে দিচ্ছি না', ইয়ারমার মৃদু হেসে বলল, 'তবে আমার মানসিক ও শারীরিক ক্ষমতার ওপর আমার আস্থা আছে, নিশ্চয়ই আমি নিজেকে সংযত রাখতে পারব।'

বেরি দু'টো মুখে পুরে সে চুষতে লাগল, তারপর গিলে ফেলল।

ভ্যানিটা ফাইলিং ক্যাবিনেটের পাশে পাষাণ মূর্তির মত দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতে লাগল তাকে। আস্তে আস্তে ইয়ারমারের মধ্যে একটা পরিবর্তন দেখা দিল। তার দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে এল, শরীরের মাংস পেশী অবশ হয়ে আসতে লাগল। অসাধারণ মানসিক চেষ্টায় সে শারীরিক দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলতে চাইল।

তার চারপাশের সবকিছু স্বাভাবিক জিনিস যেন অস্পষ্ট হয়ে আসছে। হীন প্রবৃত্তিগুলো মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চাইছে। সে বুঝতে পারছে ভ্যানিটা তার কাছেই আছে, কিন্তু তার সম্বন্ধে ইয়ারমারের এতদিনের সম্ভ্রমবোধ যেন তলিয়ে যাচ্ছে। নারী ভোগের বাসনা প্রকট হয়ে উঠছে, ভ্যানিটা তার চোখে এখন ভোগ্যবস্তু ছাড়া আর কিছু নয়।

ভ্যানিটাকে ধরার জন্য সে সামনের দিকে ঝুঁকল, ঘোলাটে দৃষ্টিতে ঘরের চারদিকে চোখ বুলাল। ভ্যানিটা কিন্তু তার ভাব ভঙ্গীর পরিবর্তন লক্ষ্য করে ভয় পেয়ে আগেই ফাইলিং ক্যাবিনেটের পেছনে লুকিয়ে পড়েছিল। তেমন বিপদ দেখলেই সে ল্যাবরেটরি থেকে ছুটে পালাবে।

তাকে দেখতে না পেয়ে ইয়ারমারের আদিম আবেগ কিছুটা কমে এল, সে জায়গায় এল খুনের নেশা। তার কানে কে যেন ফিস ফিস করে বলছে, 'তুমি শুক্রে উপনিবেশ সংস্থার সদস্যদের এক এক করে খুঁজে বার করে খুন করবে। তাদের সকলকেই মরতে হবে। তোমরা নিজেদের মধ্যে এমন পরিকল্পনা কর যাতে একই লোক তোমাদের দু'জনের শিকার না হয়।'

ইয়ারমারের কানে কথাগুলো যেন হুকুমের মত মনে হচ্ছে, সে হুকুম অমান্য করা তার পক্ষে এখন অসাধ্য। ওই মানসিক বিপর্যয়ের মধ্যেও ইয়ারমার বুঝতে পারল কথাগুলো লাউডস্পীকার থেকে ভেসে আসছে।

তারপরই সে ভ্যানিটাকে দেখতে পেল। পা টিপে টিপে সে দরজার দিকে এগুচ্ছিল। এক লাফে সে তার সামনে গিয়ে তাকে ধরে ফেলল। ভ্যানিটা প্রথমে হাত-পা ছোঁড়ার চেষ্টা করল, কিন্তু ইয়ারমারের আসুরিক শক্তির কাছে তা নিস্ফল বুঝতে পেরে সে দৃঢ় কণ্ঠে বলে উঠল—

'ইয়ারমার, তুমি কে ভুলে যেও না। এই দেখ আমি ভ্যানিটা—তুমি মিথ্যে আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছ। শোন ইয়ারমার, তুমি কে ভুলে যেও না। তোমার মানসিক শক্তি প্রয়োগ কর ইয়ারমার।'

ভ্যানিটার পক্ষে ওই অবস্থায় অমন গুছিয়ে কথা বলা কম সাহসের ব্যাপার ছিল না। সে স্থির দৃষ্টিতে ইয়ারমারের চোখে চোখ রেখে তার কথার পুনরাবৃত্তি করতে লাগল। ইয়ারমারের বিকৃতমুখে সামান্য পরিবর্ত্তন দেখা দিল। তারপর আস্তে আস্তে তার মানসিক শক্তি ফিরে আসতে লাগল। কুৎসিত যে প্রবৃত্তিগুলো মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল তা অদৃশ্য হ'ল। কানের কাছে ফিস ফিস করে ক্রমাগত বলে যাওয়া কথাগুলো মিলিয়ে যেতে লাগল। সবকিছু এক সময় আবার স্বাভাবিক হয়ে এল, চোখের দৃষ্টি সহজ হ'ল। জন্মসূত্রে অর্জিত অসাধারণ মানসিক উৎকর্ষতাই ইয়ারমারকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করল, পৃথিবীর যে কোন মানুষের পক্ষে কিন্তু এর পরিণাম হত মারাত্মক।

ইয়ারমার দু'হাতে কপাল চেপে ধরেছিল, যেন মাথার যন্ত্রণা উপশম করতে চাইছে। তারপর একসময় ভ্যানিটার দিকে তাকিয়ে হাসল। 'উঃ!' শরীরটাকে একটা নাড়া দিয়ে ইয়ারমার বলল, 'সাংঘাতিক অবস্থা হয়েছিল। তোমাকে ধন্যবাদ ভ্যান, তুমি ওভাবে না বললে আমি হয়তো নিজের ওপর শাসন রাখতে পারতাম না।'

একটা চেয়ারে সে বসে পড়ল। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে শরীরটাকে সে সুস্থ করে তুলতে চায়। ভ্যানিটা এক পেয়ালা বলবর্ধক সুরা তার হাতে তুলে দিল, হৃত শক্তি ফিরিয়ে আনতে এর তুলনা নেই।

'এই বিষ ফল কেন যে মানুষকে শয়তান করে তুলছে তা এখন বুঝতে পারছি,' আরও একটু স্বাভাবিক হয়ে ইয়ারমার মন্তব্য করল। 'আমি মাত্র দুটো ফল খেয়েছি তাই বাঁচোয়া, অন্যরা নিশ্চয়ই দশ-বার কি তার বেশী খেয়েছে।'

'তোমার মন আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল, তাই না?' ভ্যানিটা জানতে চাইল।

'পুরোপুরি। আমার সমস্ত আবেগ পাশবিক প্রবৃত্তির দিকে এগিয়ে চলেছিল···খুনের নেশা পেয়ে বসেছিল।' ইয়ারমার হঠাৎ নীরব লাউড-

স্পীকারের দিকে মুখ তুলে বলল, 'আচ্ছা ভ্যান, আমার যখন ওই অবস্থা হয়েছিল তখন কি লাউডস্পীকারে কোন ঘোষণা হচ্ছিল?'

'না তো!'

'অথচ আমি একজনের গলার স্বর শুনেছি। ধীর, শিক্ষিত, কিন্তু প্ররোচিত কণ্ঠস্বর···আমাকে কিছু বলছিল, যেন হুকুম করছিল। এবার আমি বুঝতে পারছি! এই ফলের যারা শিকার হয়েছে তাদের অনেকেই স্বীকার করেছে, মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় তারা এমন সব ধ্বনি শুনতে পায় যা অন্য সময় তাদের কানে আসে না। আমার বেলায়ও তাই ঘটেছিল। আমি বাজি রাখতে পারি ওই কণ্ঠস্বর এই মুহূর্তে লাউডস্পীকারে কথা বলছে, কিন্তু তুমি আমি শুনতে পাচ্ছিনা। যদি আমরা ওই বেরি খাই তবে অবশ্য শুনতে পাব।'

ভ্যানিটার মুখে বিহ্বলতার চিহ্ন ফুটে উঠল। 'তুমি বলতে চাও ঐ বেরির প্রভাবে মানুষ এমন সব শব্দ বা কথা শুনতে পায় যা স্বাভাবিক অবস্থায় কারু পক্ষে শোনা সম্ভব নয়?'

'হ্যাঁ, তাই। বিভিন্ন ধরণের ভেষজ পদার্থ বা মাদক দ্রব্য মানুষের মনে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। যেমন, কিছু দৃষ্টিশক্তি তীক্ষ্ণ করে, কিছু হৃৎপিণ্ডকে তেজী করে তোলে। আবার তেমন পদার্থ আছে যার প্রভাবে মানুষ একটা জিনিষ দু'টো দেখে কিংবা অন্ধ হয়ে যায়। তাই যদি হয় তবে এমন কোন বিষাক্ত ভেষজ থাকা অসম্ভব নয় যার প্রভাবে মানুষের শ্রবণেন্দ্রিয় এত সূক্ষ্ম অনুভূতি সম্পন্ন হয়ে ওঠে যে, স্বাভাবিক সীমা রেখা অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে পনের হাজার কম্পনের উর্ধে ধ্বনিত শব্দ সে শুনতে পায়।'

'জন্তু জানোয়ারের মত?' ভ্যানিটা প্রশ্ন করল। 'যেমন—কুকুর—আমরা শুনতে পাই না এমন শব্দ ওরা চট্ করে ধরে ফেলে।'

ইয়ারমার সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল। 'হ্যাঁ, পশুদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের পরিধি মানুষের চাইতে বেশী। আমিও একটা কণ্ঠস্বর শুনেছি···,'সে যা শুনেছিল ভ্যানিটাকে বুঝিয়ে বলল। 'আমার মনে হচ্ছিল ইলেকট্রিক্যাল রেকর্ডিংয়ে কেউ যেন বার বার একই হুকুম দিয়ে চলেছে।

যারা ওই নরক ফলের প্রভাবে আছে তাদের অবস্থা ভেবে দেখ। তারা ওই কণ্ঠস্বর শুনছে, আর স্বরভঙ্গির মধ্যে যে সম্মোহনী শক্তি আছে তা তাদের বশ করে ফেলছে। এখন বোঝা যাচ্ছে কেন এই নরক ফলের যারা শিকার তারা বেছে বেছে কেবল 'ও, ভি, এস (অরগানাইজেসন কর ভেনুসিয়ান সেটলমেণ্ট) সদস্যদের খুন করছে। তুমি আমার বোধশক্তি ফিরিয়ে আনতে সাহায্য না করলে আমিও হয়ত তাই করতাম।'

'তবে কি তুমি বলতে চাও,' ভ্যানিটার কণ্ঠস্বরে বিস্ময় আর প্রচ্ছন্ন থাকে না, 'এই নরক ফলের পেছনে যে আছে সে অবিরাম সম্মোহনী কণ্ঠে আদেশ দিয়ে যাচ্ছে? আর সে ভালমতই জানে কেবল যারা এই ফলের প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে আছে তারাই তার কথামত কাজ করবে?'

'ঠিক তাই, আর চালাকিটা দেখ ভ্যান, সে যোগাযোগের জন্য লাউডস্পীকারকেই বেছে নিয়েছে। ওটা সব সময় চালু রয়েছে, তাই সুবিধে কত!'

'ওই কণ্ঠস্বর কোথা থেকে আসছে তা বার করা মোটেই কঠিন কাজ নয়, তারপর ব্যবস্থা নেওয়া হাতের পাঁচ।'

'তুমি ব্যাপারটা যত সহজ ভাবছ তা নয়,' ইয়ারমার একটু হেসে জবাব দিল।

'কেন? একটা বেতার তরঙ্গের উৎস বার করা বিজ্ঞানের সহজতম অবদান নয় কি? সেই আদ্যিকালে বিংশ শতাব্দিতে পর্যন্ত ওটা সম্ভব ছিল!'

'তুমি ভুল করছ,' ইয়ারমার ধৈর্য্য ধরে বলল, 'কণ্ঠস্বরের উৎস পৃথিবী নয়।'

ভ্যানিটা চমকে উঠল। 'তবে কোথায়?'

'আমার অনুমান যদি ঠিক হয় তবে শুক্রে! আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে গোটা পৃথিবীর চৌহদ্দি ডিটেকটর দিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছি কিন্তু তরঙ্গ শক্তির উৎস ধরা পড়ে নি। তবে একটা কথা বুঝতে পেরেছি, মাইক্রোফোন থেকে যে কম্পন আসছে তা হল প্রতি সেকেণ্ডে কুড়ি হাজার। স্বাভাবিক শ্রবণেন্দ্রিয়ের ক্ষমতার অনেক বেশী।

কুরণা বেরির উৎস হ'ল শুক্র সুতরাং দুয়ে দুয়ে যোগ করে বলা যায় এ সবই অ্যানজিবার কারসাজি।'

'ভাল কথা,' ভ্যানিটা বলল—'অন্যদের বেলায় যেমন একবার ওই ফল খেলে তাদের আকাঙ্খা আরও বেড়ে যায়, তোমারও কি তাই হচ্ছে?'

'তা একটু হচ্ছে, তবে আমি ওটা দমন করতে পারব। ভাগ্যিস দুটোর বেশী খাইনি।'

কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে ইয়ারমার বলল, 'এই বেরি যে সর্বনাশা বিপদের সূচনা করেছে তা থেকে উদ্ধার পেতে হলে কয়েকটা জরুরী ব্যবস্থা নেওয়া এখনই দরকার। যেমন, সব পাবলিক লাউডস্পীকার আপাততঃ বন্ধ করতে হবে। চেরির আমদানী স্থগিত রাখতে হবে, আর ও, ভি এস-য়ের বাকি সব সদস্যদের কড়া পাহারায় রাখতে হবে।'

'আর যারা একবার বেরি খেয়েছে তাদের কি হবে?'

'তারা হয়তো শেষ পর্যন্ত মারা যাবে কিন্তু পৃথিবীর জনসাধারণের তুলনায় তাদের সংখ্যা নগণ্য—আর তারা চিকিৎসার বাইরে চলে গেছে। বেরি অথবা মৃত্যু। হয়তো মানসিক ও দৈহিক ভারসাম্য হারিয়ে একটা জঘন্য চক্রান্তের দাস হয়ে বেঁচে থাকার চাইতে মৃত্যু অনেক ভাল!'

ভ্যানিটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'আশা করি সরকার তোমার মতে সায় দেবে। তবে আমার মনে হয়না তারা বিপদের গুরুত্ব অনুভব করতে পেরেছে।'

'তুমি ঠিকই বলেছ। তা ছাড়া কেবল আইনের জোরে কিছু করা যাবে বলে আমি মনে করি না। এই জঘন্য চক্রান্তের উৎস ধ্বংস করতে না পারলে ভবিষ্যতে আবার যে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে না তা কে বলতে পারে? শুক্র থেকে যে পরবর্তী মালবাহী মহাকাশ যান পৃথিবীতে আসছে তাকে যদি আমরা মাঝপথে আটকে তল্লাস করি তবেই হয়তো আসল রহস্য জানতে পারব। ওর ক্যাপটেন নিশ্চয়ই সব জানে। হ্যাঁ, তাই আমরা করব।'

(সাত)

ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরের সুইচ প্যানেলে একটা লাল আলো জ্বলে ইয়ারমারকে জানিয়ে দিল যে বাইরে কেউ দর্শনপ্রার্থী। একটা সুইচে চাপ দিয়ে ইয়ারমার টেলিভিশন পর্দার দিকে চোখ ফেরালো। তার মুখ দিয়ে একটা বিস্ময়সূচক ধ্বনি বেরিয়ে এল।

'আরে ইনসপেক্টর দু'জন পুলিশ নিয়ে হাজির দেখছি, ব্যাপার কি!' মাইক্রোফোনে মুখ লাগিয়ে সে বলল, 'ভেতরে আসুন ইনসপেক্টর ব্র্যাডবেরি, হলঘরের ভেতর দিয়ে সোজা ল্যাবে।'

ইয়ারমার একটা বোতাম টিপতেই দরজা খুলে গেল আর খানিক বাদেই ইনসপেক্টর সদলবলে প্রবেশ করল।

'সুপ্রভাত ইনসপেক্টর—সকালবেলায়ই কি ব্যাপার? আমার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা নেই তো?' ইয়ারমার পরিহাসতরল গলায় বলল।

'ঠিক তাই মিঃ ব্রাউন,' ইনসপেক্টরের কণ্ঠস্বর গম্ভীর শোনাল। 'খুনের দায়ে আপনার বিরুদ্ধে ওয়ারেণ্ট আছে।'

'জীবনটাই বিস্ময়ে ভরা,' ইয়ারমার দার্শনিকের মত বলল। 'আপনি কি সেই ঘৃণ্য জীবটার কথা বলছেন—কাল রাতে যার মৃতদেহের পাশে আমার ভিজিটিং কার্ড রেখে এসেছিলাম?'

'হ্যাঁ। আপনার চোখে ঘৃণ্য হতে পারে, কিন্তু সরকারী নথীপত্রে সে একজন নাগরিক। আপনি তাকে খুন করেছেন সুতরাং আইনের চোখে আপনি দোষী।'

'আমার ধারণা ছিল আমার কার্ডের সাঙ্কেতিক চিহ্ন অপরাধীরা ছাড়া আর কেউ জানে না', ইয়ারমার একটু বিস্ময়ের সঙ্গেই বলল।

'½ চিহ্নটার সাঙ্কেতিক অর্থ এমন কিছু কঠিন নয় মিঃ ব্রাউন। আধা পৃথিবী আধা মঙ্গল, তাই না?'

'সত্যি, আপনি আমাকে অবাক করলেন।'

'যদি কিছু মনে না করেন তবে আমাদের সঙ্গে চলুন', ইনসপেক্টর

ওয়ারেন্ট বার করল।

ভ্যানিটা এবার বলে উঠল, 'আপনি ভুল করেছেন ইনসপেক্টর। ওই লোকটি শুক্রের অধিবাসী, কাল রাত্রেযে সব খুন হয়েছে তার সঙ্গে ও জড়িত ছিল।'

ইনসপেক্টর অবিশ্বাসের স্বরে বলে উঠল, 'মাফ করবেন, মিঃ ব্রাউনের যা বক্তব্য তা হেডকোয়ার্টারে গিয়ে উনি বলতে পারবেন। আমার ওপর কেবল ওকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাবার হুকুম আছে।'

'দুঃখিত ইনসপেক্টর,' ইয়ারমার ঘাড় নেড়ে বলল, 'আপনাকে হতাশ করার জন্যে আমি দুঃখিত। বেরি থেকে যে সর্বনাশ নেমে এসেছে তা রুখব বলে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, সুতরাং আপনার সঙ্গে নষ্ট করার মত সময় আমার নেই।'

ইনসপেক্টর এবার রাগে ফেটে পড়ল। 'আপনি কি বুঝতে পারছেন না, আমি আপনাকে গ্রেফতার করছি?'

ইয়ারমার হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে লম্বা পা ফেলে সুইচ প্যানেলের দিকে এগিয়ে গেল। ইনসপেক্টর আর তার সঙ্গীরা নড়বার চেষ্টা করতেই আবিষ্কার করল তাদের শরীর থেকে সব শক্তি যেন উবে গেছে। তারা অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে রইল।

'দুঃখিত,' ক্ষমা চাইবার ভঙ্গীতে ইয়ারমার বলল—'আমি সম্মোহনী শক্তির আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছি। আপনারা আধঘন্টা নড়তে চড়তে পারবেন না, এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবেন। ভাল কথা, আমার হয়ে সরকারকে জানাবেন জনসাধারণের নিরাপত্তার জন্য এখুনি তিনটে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। এক—সমস্ত লাউডস্পীকারগুলো বন্ধ করে দিতে হবে, দুই—চেরি আমদানি বন্ধ করে সব বিতরণ কেন্দ্র থেকে ওগুলো বাজেয়াপ্ত করতে হবে আর তিন—ও, ভি, এস-এর প্রতিটি সদস্যের নিরাপত্তার জন্যে কড়া পাহারার ব্যবস্থা নিতে হবে। এস ভ্যানিটা।'

ভ্যানিটা ইয়ারমারের পেছন পেছন বেরিয়ে গেল। ইনসপেক্টর আর তার অনুচর দু'জন অসহায়ের মত তাকিয়ে তা দেখল।

ওরা ছাদে উঠে গেল। হেলিকপ্টার মহাকাশ বন্দর লক্ষ্য করে

আকাশে উড়ল।

'তোমার কার্ডটা ওখানে রেখে না আসাই উচিত ছিল,' কন্ট্রোল কেবিনে ইয়ারমারের পাশে বসে ভ্যানিটা একটু বিরক্তির সঙ্গেই বলল।

'তোমার কথা আমি মানছি,' ইয়ারমার স্বীকার করল, 'কিন্তু আমার উদ্দেশ্য ছিল ওই লোকটির সাঙ্গপাঙ্গদের সাবধান করে দেওয়া···যাহোক, আইনের ভয়ে আমি ভীত নই।'

ভ্যানিটা এ নিয়ে আর তর্ক করল না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওরা মহাকাশ বন্দরে পৌঁছে গেল। ইয়ারমার জনসাধারণের জন্য নির্দিষ্ট ব্যক্তিগত হ্যাঙ্গারে রাখা তার নিজস্ব ক্ষুদে অথচ দ্রুতগামী মহাকাশ যানের দিকে এগিয়ে গেল। তার আগে হেলিকপটারকে পার্কিং গ্রাউণ্ডের একপাশ করে রেখে দিল।

'শুক্র থেকে কোনো মালবাহী মহাকাশযান আসছে কি না খোঁজ নিয়েছ?' বাইরের বাতাস ঢোকার ঢাকনাটা বন্ধ করতে করতে ভ্যানিটা শুধোল।

'না। কিন্তু একটা না একটার সঙ্গে দেখা আমাদের হবেই। মালবাহী যানগুলো নিয়মিত পৃথিবী আর শুক্রের মধ্যে যাতায়াত করে স্থতরাং সে বিষয়ে চিন্তা করার কারণ নেই।'

(আট)

ইয়ারমারের ক্ষুদে যানটি পেছনের জেট দিয়ে এক ঝলক আগুন আর গ্যাস ছড়িয়ে প্রায় খাড়াভাবে তীরবেগে দ্রুতগামী পাখীর মত ওপরে উঠতে লাগল। দ্রুতশীলতার দরুণ অস্বাভাবিক যে চাপ সৃষ্টি হ'ল তা ওদের দু'জনকে কিছুক্ষণ অনড় করে রাখল। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ছাড়িয়ে বায়ুহীন মহাশূন্যে পড়তেই ইয়ারমার যানের বেগমাত্রা সামান্য কমিয়ে দিল। ক্রমে যানের মুখ ষাটকোটি মাইল দূরে শুক্রের দিকে ঘুরল।

নড়াচড়া করতে এখন আর তেমন অস্থবিধে হচ্ছিল না। ভ্যানিটা অনন্ত শূন্যে যতদূর যায় দৃষ্টি মেলে দিল। ওদের আমলের অন্যান্য

মানুষের মত তার কাছেও এই মহাকাশ পরিক্রমা কিংবা অসীম অনন্ত শূন্যের অভিজ্ঞতা নতুন নয়, তাই ভ্যানিটা কোন উত্তেজনা অনুভব করল না।

দূরে একটা মহাকাশ যান অস্পষ্ট আকার নিল। 'একটা যাত্রীবাহী যান মনে হচ্ছে—বোধহয় পৃথিবী-মঙ্গল এক্সপ্রেস,' ভ্যানিটা বলে উঠল।

'ওতে আমার কোন আগ্রহ নেই। আমরা বরং মালবাহী যানের পথ ধরি—ওটা মালবাহী যানের পথ থেকে দু'হাজার মাইল তফাতে।'

ওদের ক্ষুদ্র যানটি এত বেগে উড়ছিল যে ওটার তলদেশের অভিকর্ষ (ফ্লোর গ্রাভিটি) প্রায় পৃথিবীর স্বাভাবিক চাপের সমান হয়ে উঠেছিল। ক্রমে দিক্ পরিবর্তন করে ওটা শুধু মালবাহী মহাকাশ যানের গতিপথে পৌঁছে গেল। স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণযন্ত্র চালু করে ইয়ারমার উঠে দাঁড়িয়ে বলল', এস আমরা খাওয়া সেরে নিই।'

এরপর শুরু হল মহাকাশ যাত্রার একঘেঁয়েমি। সীমাহীন, আপাতদৃষ্টিতে গতিহীন ভ্রমণ—সেই যাত্রায় অসংখ্য নক্ষত্রই শুধু তাদের সঙ্গী। মাঝে মাঝে উল্কাপাতের ঝলকানি ছাড়া আর কিছু বৈচিত্র্য ঘটছিল না। চাঁদের কক্ষ ছাড়িয়ে মহাকাশ যান ছুটে চলেছে শুক্রের উদ্দেশে—যেন বিরামহীন যাত্রা। ওরা পালা করে ঘুমিয়ে নিচ্ছিল।

তারপর এক সময় ভ্যানিটাই টেলিসকোপের ভেতর দিয়ে ফুটকির মত একটা বিন্দু আবিষ্কার করল। অনেক হাজার মাইল দূর হলেও বায়ুমণ্ডলের শূন্যতার দরুণ ওটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

'একটা মালবাহী যান!' ভ্যানিটা উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ইয়ারমার সুইচবোর্ড থেকে উঠে এসে আই-পীসের ভেতর দিয়ে দূরের জিনিষটা দেখবার জন্য নজর তীক্ষ্ণ করল। ওই কয় মুহূর্তেই দূরত্ব অনেকটা কমে এসেছিল ফলে টেলিসকোপের লেন্সে অস্পষ্টভাবে অপর যানের রেজিষ্ট্রেশন নাম্বার ধরা পড়ল—এফ, জি-৮৬।

'আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ওটা আমাদের গতিপথে এসে যাবে,' সুইচ বোর্ডে ফিরে এসে ইয়ারমার মন্তব্য করল।

'আমরা এখন কি করব?' ভ্যানিটা জানতে চাইল।

'ওদের অজান্তে আমাদের ওই ভেলায় যেতে হবে। সেফটি হ্যাচ

দিয়ে পেছন দিক থেকে আমরা ভেতরে ঢুকব। তুমি চটপট মহাকাশে ভাসবার পোষাকটা পরে নাও।'

'আর আমাদের ভেলার কি হবে?' ভ্যানিটা শঙ্কিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল।

'তুমি ভরের সূত্রের কথা ভুলে যাচ্ছ ভ্যান,' ইয়ারমার অল্প হেসে বলল। 'আমাদের ক্ষুদে ভেলা বৃহত্তর বস্তুর আকর্ষণে মালবাহী যানের অনুসরণ করবে।'

ভ্যানিটা জিভ কাটল, ছিঃ—সে ও কথা ভুলেই গিয়েছিল।

সে লকার থেকে দু'টো ভারী মহাকাশচারীদের পোষাক বার করে নিজে একটা গায়ে দিল। ইয়ারমার তার যানের অগ্রবর্তী জেট দু'টো নিয়ে ব্যস্ত ছিল—ও দু'টোকে পুরোপুরি চালু করে সে প্রতি সেকেণ্ডে তার যানের গতি কমিয়ে আনছিল। আরও কয়েক মিনিট হিসেব করে তার যানকে সে এমন অ্যাঙ্গেলে নিয়ে এল যে মালবাহী যানটিকে তাদের ওপর দিয়ে অতিক্রম করে যেতে হবে।

এবার সে স্পেসস্যুট গায়ে দিয়ে হেলমেটটা মাথায় চাপালো তারপর কনট্রোল রুমের দরজার দিকে এগিয়ে গেল। ওটা দিয়ে তারা চাপ নিয়ন্ত্রণ কক্ষে পৌঁছুলো। যে দরজা দিয়ে ওরা ওই ঘরে ঢুকেছিল সেটা বন্ধ করে ইয়ারমার মহাশূন্যের চাপের সঙ্গে ওই কক্ষের চাপের সমতা এনে একটা বোতাম টিপতেই বাইরে বেরুবার আপদ্‌কালীন দরজা খুলে গেল। মই বেয়ে ইয়ারমার ওই পথ দিয়ে বেরিয়ে তার যানের ছাদে উঠে এল তারপর হাত বাড়িয়ে ভ্যানিটাকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করল।

মহাকাশে তারা যেন দু'টো বিন্দু—ক্ষুদে মহাকাশ যানটি অভি-কর্ষের একমাত্র অবলম্বন। যদিও এই পরিবেশের সঙ্গে তাদের পরিচয় নতুন নয়, তবু তাদের, বিশেষ করে ভ্যানিটার মনে এক বিচিত্র অনুভূতির সৃষ্টি হ'ল। চারদিকে সীমাহীন মহাকাশ—যার তল নেই, গভীরতা নেই, নেই অনাদি অনন্ত।

রেডিওফোনে মুখ লাগিয়ে ভ্যানিটা শুধোল, 'মালবাহী যানটা কাছে এসে পড়লে আমরা কি করব?'

'আমরা যেন আমাদের ভেলার বাইরে কিছু মেরামতির কাজ করছি এমন ভান করব। যাদ নির্দোষ কোন যান হয় তবে ওটার ক্যাপটেন নিশ্চয়ই যান থামিয়ে আমাদের সাহায্যের দরকার আছে কিনা জানতে চাইবে। আর যদি নিষিদ্ধ মালপত্র-বাহক হয় তবে আমাদের উপেক্ষা করে চলে যাবার চেষ্টা করবে। ওদের মতলব বোঝামাত্র ওরা যখন ঠিক আমাদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাবে সেই মুহূর্তে আমরা সামনের দিকে লাফ দেব। মালবাহী যানের বৃহত্তর ভরের আকর্ষণে আমরা ওটার ঠিক পেটের কাছে ঝুলতে থাকব। ওই যানের কেউ টেরও পাবে না।'

'আমাদের কত ওপর দিয়ে ওটা উড়ে যাবে?'

'আমার অঙ্ক অনুসারে প্রায় একশ' ফুট। এবার প্রস্তুত হও, ওটা কাছে এসে গেছে।'

ওরা উবু হয়ে যেন মহাকাশ ভেলা মেরামত করছে এমন ভাণ করতে লাগল। ঘণ্টায় কয়েক হাজার মাইল বেগে যে মালবাহী মহাকাশ যানটি নিঃশব্দে ঈগল পাখীর মত এগিয়ে আসছিল তার ওপর ওরা কিন্তু আড়চোখে লক্ষ্য রাখছিল। ইয়ারমার ইতিমধ্যে তার ক্ষুদে যানের স মনের জেটগুলো বন্ধ করে দিয়েছিল ফলে গতি হ্রাস পাওয়ায় ওটা অলস ভঙ্গীতে মহাকাশে ভাসছিল। মালবাহী যানটি ওদের মাথার ওপর এসে পড়ল। ওটার থামার কোন লক্ষণ দেখা দিল না কিংবা ওটা থেকে কোনো সঙ্কেতও ভেসে এল না।

'তৈরী হও', রেডিওফোনের ভেতর দিয়ে ইয়ারমারের চাপা অথচ কঠিন কণ্ঠ ভেসে এল।

'লাফ দাও', কথাটা উচ্চারণ করেই ইয়ারমার সমস্ত শক্তি দিয়ে সামনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আসলে কিন্তু অতটা শক্তিক্ষয়ের প্রয়োজন ছিল না। বড় মালবাহী যানের তুলনায় ইয়ারমারের ক্ষুদে যানটির ভর (মাস্) ছিল নগণ্য। তাছাড়া জিরো ভেলোসিটির দরুণ ওটায় অভিকর্ষ সামান্যই ছিল। ফলে প্রচণ্ড গতিতে ইয়ারমারের দেহটা মহাকাশে লাফিয়ে উঠে অভ্রান্ত নিয়মে মালবাহী যানের পেটের কাছে আঘাত করল। কয়েক মুহূর্ত পরে ভ্যানিটাও তার পাশে এসে পড়ল।

'এবার ?' ভ্যানিটা রেডিওফোনের ভেতর দিয়ে জিজ্ঞেস করল।

'আমরা এমারজেন্সি হ্যাচ দিয়ে ভেতরে ঢুকব।'

(নয়)

গ্রহে মহাকাশ পোষাক পরে যেমন করে হাঁটে ওরা সেইভাবে এমার্জেন্সি হ্যাচের দিকে এগিয়ে গেল। ওটার এঁটে বসা ক্ল্যাম্প ইয়ারমারের হাতের চাপে খুলে গেল। খানিক বাদেই ঢাকনা খুলে নিঃশব্দে ওরা প্রেসার চেম্বারে ঢুকে পড়ল। ইয়ারমার ঢাকনাটা আবার বন্ধ করে দিল। ভ্যানিটা তার প্রোটন গান সঙ্গে আনতে ভোলে নি।

ভেতরের পাল্লাটা অবিকল, বাইরের মত, কিন্তু এবার ইয়ারমার খুব সতর্কভাবে ক্ল্যাম্প সরালো যাতে কোন শব্দ না হয়। ওটা খুলে ফেলতেই ধাতব মই আর সংকীর্ণ করিডর ওদের চোখে পড়ল। ওরা মহাকাশ পোষাক ও হেলমেট খুলে মই বেয়ে নীচে নেমে এল। ইয়ারমার চিন্তা করে দেখল কনট্রোল রুমই ওদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। পা টিপে টিপে ওরা সেদিকে এগিয়ে গেল তারপর ইয়ারমার আচমকা কনট্রোল রুমের দরজা এক টানে খুলে খেলল।

লম্বা-চওড়া, একমুখ দাড়িওলা কমাণ্ডার, ফার্ষ্ট মেট আর নেভিগেটর অবাক বিস্ময়ে তাদের দিকে ফিরে তাকালো।

'অনধিকার প্রবেশের জন্য দুঃখিত,' লম্বা লম্বা পা ফেলে পাওয়ার প্ল্যাণ্টের পাশে দাঁড়িয়ে ইয়ারমার কৃত্রিম ক্ষমা চাইবার ভঙ্গীতে বলল।

কমাণ্ডার তখনও বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল, এবার তার দৃষ্টি পড়ল ভ্যানিটার বাগিয়ে ধরে থাকা প্রোটন গানের ওপর।

'কি ব্যাপার মিঃ ব্রাউন?' কমাণ্ডারের মুখে শেষ পর্যন্ত কথা ফুটল।

'ওঃ, আপনি তবে আমায় চেনেন?'

'শুধু আপনাকে নয়, আপনার তরুণী সঙ্গিনীকেও চিনি। আমি কমাণ্ডার হোলডেন, কিন্তু আপনারা বে-আইনীভাবে আমার মহাকাশ যানে এসেছেন কেন?'

'দোষ আপনারই। আপনি যখন আমাদের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিলেন তখন নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছিলেন আমরা আমাদের ক্ষুদে যান নিয়ে অসুবিধেয় পড়েছি। আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি, আপনি মহাকাশ সংক্রান্ত প্রচলিত নীতি উপেক্ষা করেছেন; আমাদের সাহায্যের জন্য আপনার যান থামানো প্রয়োজন মনে করেন নি।'

'আমার তাড়া আছে,' হোলডেন সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, 'কিন্তু, সেজন্য আপনারা এমনভাবে আমাদের ওপর চড়াও হতে পারেন না,' ভ্যানিটার হাতের দিকে লক্ষ্য করে হোলডেন শেষের কথাগুলো বলল।

'ঘাবড়াবেন না,' ইয়ারমার মৃদু হেসে বলল, 'আমার সঙ্গিনী অচেনা পরিবেশকে তেমন বিশ্বাস করে না তাই ওটা হাতে রেখেছে। আর আমাদের এখানে না এসে উপায় ছিল না। উচ্চতর অভিকর্ষই ক্ষুদে ভেলা থেকে আপনাদের প্রকাণ্ড যানে আমাদের ছিনিয়ে এনেছে।'

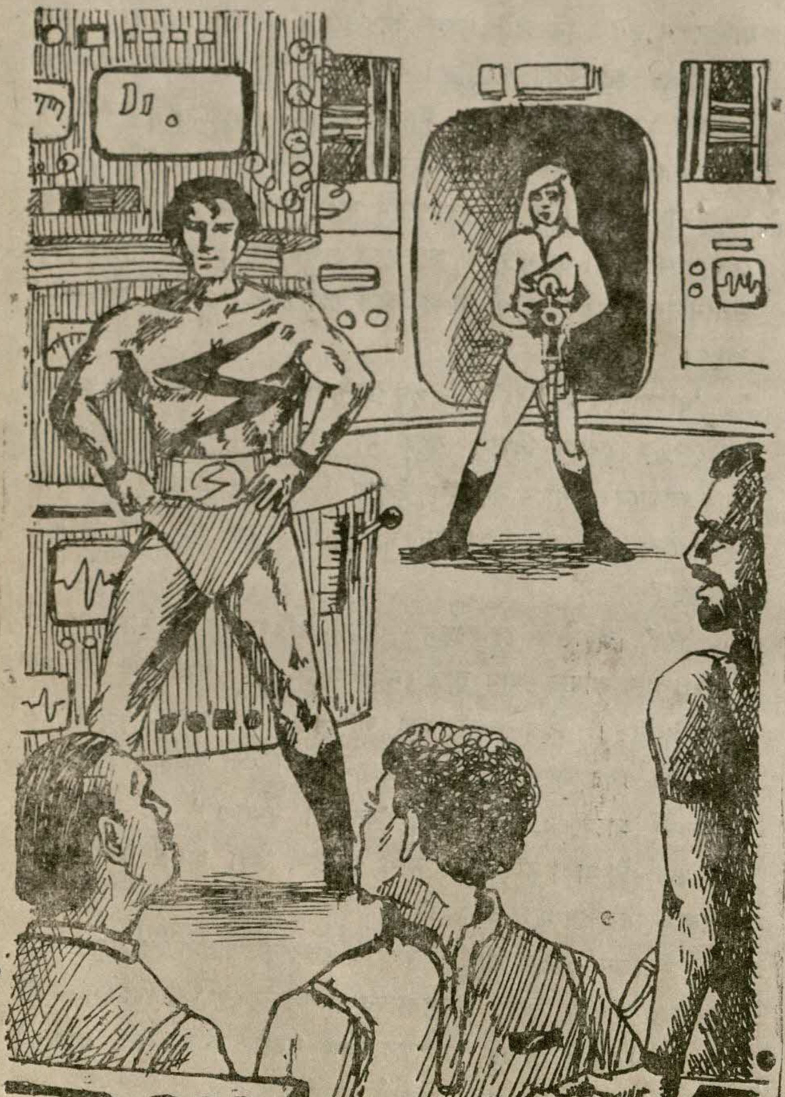
'ও।' কমাণ্ডার হোলডেন বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলায় বলল। 'এ ব্যাপারে আমার কোন হাত নেই—মহাকাশের স্বাভাবিক নিয়মেই এটা ঘটেছে। কিন্তু তার জন্য আপনারা এমনভাবে দস্যুর মত আমাদের ওপর চড়াও হবেন!' ভ্যানিটার দিকে তাকিয়ে হোলডেন অনেকটা আদেশের কণ্ঠে বলল, 'বন্দুকটা নামাও।'

ভ্যানিটা মাথা নাড়ল। 'মাপ করবেন, এটা হাতে নিয়ে আমি নিজেকে নিরাপদ মনে করছি।'

হোলডেন একবার ভ্যানিটার আর একবার ইয়ারমারের মুখের দিকে তাকালো তারপর বলল, 'আপনাদের আসল উদ্দেশ্য কি, মিঃ ব্রাউন?'

'আমি কুরণা বেরির ব্যাপারে তদন্ত করছি আর সেই কারণেই এখানে আসা।' ইয়ারমার শান্তকণ্ঠে জবাব দিল।

'কুরণা বেরির সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি?'



'হয়তো কিছুই না আবার হয়তো অনেক কিছু। আমার অনুমান শেষেরটাই ঠিক নয়তো আপনি আমাদের উপেক্ষা করে চলে যাবার চেষ্টা করতেন না। আপনি চাননি যে অচেনা কেউ আপনার মহাকাশযানে পা দিক, তাই না?'

কয়েক মুহূর্ত উৎকট নিস্তব্ধতার পর হোলডেন বলল, 'আপনি সরকারী ভাবে আইনের প্রতিনিধি নন, সুতরাং আমি আপনার কাছে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নই। আপনি দয়া করে নিজের ভেলায় ফিরে গেলে আমি বাধিত হব।'

'তা হয় না কামাণ্ডার হোলডেন। শুক্রের উষ্ণ মণ্ডল থেকে যে চেরি রপ্তানি হচ্ছে তার সঙ্গে কিছু পরিমাণ ভেজাল কুরণা বেরিও পৃথিবীতে পৌঁছুচ্ছে তা নিশ্চয়ই আপনার অজানা নেই। ওই বিষাক্ত ফল পৃথিবীতে মহা বিপদের সৃষ্টি করেছে। একমাত্র এই ধরণের মালবাহী যানেই ওগুলো পৃথিবীতে পৌঁছুতে পারে। আপনার মালের মধ্যে যে চেরি আছে আমি তা পরীক্ষা করে দেখতে চাই।'

'কোন অধিকারে?'

'সরকারীভাবে না হলেও বে-সরকারীভাবে আমি এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করছি।'

'আপনি আবোল-তাবোল কথা বলছেন মিঃ ব্রাউন,' হোলডেন উপেক্ষার হাসি হেসে বলল।

ইয়ারম'রের গাঢ় নীল চোখ সামান্য বিস্ফারিত হল, দু'চোখের মণি বিপজ্জনকভাবে জ্বলে উঠল। হোলডেন সে দৃষ্টি থেকে চোখ ফেরাতে পারল না। কনট্রোল রুমের সবকিছু যেন ইয়ারমারের জোরালো দৃষ্টির শাসনে এসে গেল।

'আশা করি আপনি আমাকে আপনার মাল দেখাতে আর আপত্তি করবেন না?' বরফের মত ঠাণ্ডা গলায় ইয়ারমার বলল।

কমাণ্ডার নিজের মনের সঙ্গে যুঝবার চেষ্টা করল। 'আমি—বেশ তাই হবে। এটা নিয়ম নয় তবু আপনার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যই আমি এমন বে-আইনী কাজ করছি। মিঃ ব্রিস, সব ক'টা ফলের বাক্স থেকে কিছু কিছু নমুনা আনুন তো।'

ফার্স্ট মেট যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়াতেই ইয়ারমার বলে উঠল, 'তার কোন দরকার নেই কমাণ্ডার। আমি আর আপনি গুদোমে গিয়ে ওগুলো দেখতে পারি, কি বলেন?'

হোলডেন শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'আপনি যদি তাই ইচ্ছে করেন…।'

'তুমি এখানে থাক,' ইয়ারমার এবার ভ্যানিটাকে লক্ষ্য করে বলল, 'দরকার হলে বন্দুক চালাতে দ্বিধা করো না।'

ভ্যানিটা দরজার পাশ থেকে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো। ইয়ার-মার হোলডেনের পেছন পেছন মস্ত গুদামে এসে ঢুকল। জাহাজে যেমন মাল সাজানো থাকে এখানেও তেমন শুক্র থেকে আমদানী সব মাল থাকে থাকে সাজানো ছিল। তার মধ্যে বড় বড় পঁচিশটা চেরির বাক্স ছিল।

'সামনের বাক্সটা খুলুন।' ইয়ারমার হুকুম দিল। হোলডেন সুবোধ বালকের মত বাক্সর ঢাকনা খুলল।

'গোটা দুই মুখে দিন তো।'

হোলডেন ইতস্ততঃ করল। কারণটা অবশ্য ইয়ারমারের অজানা ছিল না। ভুল করে কুরণা বেরি খেয়ে ফেলার সম্ভাবনার কথাই হোলডেনের মনে জেগেছিল। বাঁচার তাগিদে অসীম প্রচেষ্টায় সে তার মনের দখল ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছিল।

'আপনার সম্মোহনী শক্তির প্রভাবেই আমি আমার মাল দেখিয়েছি, কিন্তু আর নয়। এগুলো খাঁটি চেরি।'

'তবে গোটা দুই খেতে আপনি অত ভয় পাচ্ছেন কেন?'

'পরে আমি হিসেব মেলাব কেমন করে? সব ক'টা ফল গোণাগুণতি।'

'একটা দুটো চেরি কেউ লক্ষই করবে না। প্রত্যেক বাক্স থেকে গোটা দুই বার করুন।'

হোলডেন ইয়ারমারের পেছনে খোলা দরজার দিকে তাকালো, কিন্তু সেদিকে যাবার কোন চেষ্টা করল না। ইয়ামারের দৈত্যের মত চেহারা ও অসুরিক শক্তির ধারে-কাছেও সে ঘেঁসতে পারবে না, তা সে ভাল মতই বুঝতে পারছিল।

'আমি অপেক্ষা করছি,' ইয়ারমার বলল, 'আপনি তাড়াতাড়ি কাজ সারলে আমিও তাড়াতাড়ি বিদেয় হব। আমি এই চেরির শেষ না দেখে ছাড়ব না, জেনে রাখুন।'

হোলডেন একটা চেরি তুলে মুখে পুরল, তারপর আরও একটা। কয়েক মুহূর্ত কেটে যাবার পর তু'কাঁধ ঝাঁকিয়ে সে বলল, "আশা করি আপনি সন্তুষ্ট হয়েছেন। পৃথিবীতে পৌঁছে আমি সমস্ত ব্যাপারটা কর্তৃপক্ষকে জানাব—মজা টের পাওয়াব······"

ইয়ারমার তার কথায় কান দিল না। সে তুটো চেরি বেছে তাদের বৃন্ত ধরে টান মারল তারপর নাকের কাছে তুলে ধরে গন্ধ শুঁকল। চেরি তু'টো হোলডেনের হাতে দিয়ে সে বলল, 'এ তুটো খেয়ে দেখুন তো, কমাণ্ডার।'

হোলডেনের মুখের ভঙ্গী দেখে ইয়ারমারের বুঝতে কষ্ট হল না যে, সে কুরণা বেরির বোঁটায় লবঙ্গ গন্ধের সঙ্গে ভাল মতই পরিচিত। হোলডেন ফল তুটো হিংস্রভাবে ছুঁড়ে ফেলল।

'আপনি বড় বেশী বাড়াবাড়ি করছেন মিঃ ব্রাউন, আমি আর আপনার কথা শুনছি না।'

ইয়ারমার আর কিছু বলার সময় পেল না, মাথায় প্রচণ্ড এক আঘাত পেয়ে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। যখন তার জ্ঞান হ'ল সে দেখল লোহার তার দিয়ে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় সে পড়ে আছে, পাশে ভ্যানিটারও সেই এক অবস্থা। সে আরও লক্ষ্য করল, মেট আর নেভিগেটর স্যুইচ বোর্ডের পাশে দাঁড়িয়ে আছে আর কমাণ্ডার হোলডেন দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ঘন দাড়ির ফাঁক দিয়ে শয়তানের হাসি হাসছে।

ভ্যানিটার দিকে চোখ ফেরাতেই সে অপরাধীর কণ্ঠে বলে উঠল, 'আমারই দোষ। মহাকাশ যান হঠাৎ তুলে ওঠায় আমি টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গিয়েছিলাম···তারপরই···'

'তারপর মিঃ ব্রাউন', হোলডেন চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'অবাঞ্ছিত অতিথিদের এবার একটা ব্যবস্থা করা দরকার, কি বলেন? আমাদের মালের মধ্যে কুরণা বেরি আছে তা আপনি জেনেছেন, কিন্তু তুঃখের বিষয় সে খবরটা আপনার কোন কাজে আসবে না। আপনাদের

কবরখানার দিকে সফর করতে পাঠানো হবে, কেউ কখনও ওখান থেকে ফিরে আসে নি।'

ইয়ারমার চুপ করে রইল। কবরখানা বলতে যে বুধ গ্রহের কথা হোলডেন ইঙ্গিত করছে তা বুঝতে ইয়ারমারের অসুবিধে হ'ল না। বুধ হ'ল সূর্যের সবচেয়ে কাছের গ্রহ। অজানা গ্রহে অভিযানের প্রথম দিকে বহু মহাকাশযান সূর্যের প্রচণ্ড আকর্ষণে বুধের ওপর আছড়ে পড়ে ধ্বংস হয়েছে।

'আপনাদের শুধু মেরে ফেললেই সমস্যার সমাধান হবে না, সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে হবে।' হোলডেন যেন একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে এমন ভাবে বলল। 'বুধই হ'ল আদর্শ জায়গা। আমাদের যান থেকে আপনাদের মৃতদেহ ছুঁড়ে ফেলে কোনো সুরাহা হবে না, কারণ আপনাদের লাশ ভরের আকর্ষণে এই যানের পেছন পেছন পৃথিবীতে হাজির হয়ে আমাদের ঝামেলায় ফেলবে।'

'অর্থাৎ এমার্জেন্সি প্রজেকটাইলে আমাদের চাপিয়ে বুধে পাঠাবেন?'

'হ্যাঁ, তাই।'

ইয়ারমার আর ভ্যানিটাকে করিডর দিয়ে যেখানে দুটো আপদ-কালীন মহাকাশ ভেলা (যেমন সমুদ্রগামী জাহাজে লাইফ বোট) দোলায়মান কাঠামোতে যে কোন মুহূর্তে মহাকাশে ভাসবার অপেক্ষায় ছিল, সেখানে নিয়ে যাওয়া হল।

হোলডেনের হুকুম মত ইয়ারমার মাথা নীচু করে অতি কষ্টে ছোট্ট প্রজেকটাইলের মধ্যে ঢুকে চীৎ হয়ে শুয়ে পড়ল, অল্প পরিসর বলেই এ ছাড়া উপায় ছিল না। ভ্যানিটাও তার অনুসরণ করল।

'আমি প্রজেকটাইলের কনট্রোল আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছি,' এয়ারলকের ভেতর দিয়ে উঁকি মেরে হোলডেন বলল, 'একবার বেরিয়ে গেলেই ওটা সোজা বুধ লক্ষ্য করে ছুটবে। বুধের একশ' মাইলের মধ্যে পৌঁছুলেই প্রজেকটাইলের সামনের দিকের রি-কয়েল জেট সক্রিয় হয়ে তোমাদের নিরাপদে বুধে অবতরণ করতে সাহায্য করবে। তারপর বুধের কোন্ অংশে তোমরা গিয়ে পড়বে তার ওপর নির্ভর করছে তোমরা জ্যান্ত ভাজা হবে না জমে বরফ হয়ে যাবে। আমি অবশ্য

জেট্ কনট্রোল আলগা করে বুধে পৌঁছুবার সঙ্গে সঙ্গে প্রজেকটাইলকে ধ্বংস করে ফেলতে পারতাম, কিন্তু তোমাদের জন্য আমাকে যে ঝক্কি পোহাতে হয়েছে তারপর তোমাদের অত সহজ মৃত্যু হতে দিতে আমি পারি না।'

ঢং করে একটা শব্দ হল আর এয়ারলক্ বন্ধ হয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল, তারপর এক সময় প্রজেকটাইলকে ঠেলে বার করে দেবার যন্ত্র সচল হয়ে উঠল আর প্রজেকটাইলটা একটা টিউবের ভেতর দিয়ে অনেকটা যুদ্ধজাহাজ থেকে সবেগে ছুটে চলা টর্পেডোর মত বিদ্যুৎ-গতিতে মহাকাশযান থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল, ওটা মালবাহীযানটাকে নিচে ফেলে ছুটে চলল বুধের দিকে।

প্রখর আলোর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ভ্যানিটা জিজ্ঞেস করল, 'বাঁচার কি কোন আশা নেই?'

'আগে তারের বাঁধনের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যাক,' ইয়ারমার জবাব দিল—'তারপর ও কথা চিন্তা করা যাবে। তুমি পাশ ফের, আমি তোমার হাত আলগা করতে পারি কিনা দেখি।'

ভ্যানিটা তার কথামত পাশ ফিরল। ইয়ারমার দু'হাতের কবজি বাঁধা অবস্থায় তার কঠিন আঙ্গুল দিয়ে শক্ত তারে মোচড় দিতে লাগল। ভ্যানিটার হাত গরম হয়ে উঠল, তারপর একসময় দু'হাত আলগা হয়ে গেল। ইয়ারমারকে মুক্ত করা ভ্যানিটার পক্ষে কঠিন হল না। তারপর পায়ের বাঁধনও তারা খুলে ফেলল।

'বুধ সত্যিই কবরখানা', ইয়ারমার দু'হাত ঘষতে ঘষতে বলল, 'ওটার একটা পিঠ সূর্যের দিকে, মাত্র আটত্রিশ কোটি মাইল দূরে। ওদিকটায় ধাতু পর্যন্ত গলে ফুটতে থাকে, আর পাহাড় কিম্বা শিলা নিশ্চয়ই ছাঁচ ছাড়া আর কিছু নয়। বুধের অপর পিঠ অর্থাৎ যে দিকটা অন্ধকার, সেটার অবস্থা হিমায়িত। কোন বাতাস নেই। ওই গ্রহের যে অংশে মানুষ মহাকাশযানে অথবা প্রেসার স্যুট পরে কিছুকাল বাঁচতে পারে তা হল দিন ও রাত্রের প্রান্তিক সীমানা, পার্বত্য অঞ্চল।'

'একটা কিছু করা যায় না?' ভ্যানিটার কণ্ঠে উদ্বেগের চিহ্ন ফুটে ওঠে। 'তুমি চেষ্টা করে পাওয়ার প্ল্যান্ট্ বন্ধ করে দিতে পার কিংবা

স্যুইচ বোর্ডটা ভেঙ্গে ফেলতে পার ?'

'তাতে কোন ফল হবে না ভ্যান্। আমরা এমন একটা ভেলোসিটিতে পৌঁচেছি যেখানে আমাদের আর বুধের মধ্যে অন্য কিছুর অস্তিত্ব নেই। বরং আমরা যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করতে গেলেই বেশী বিপদ ডেকে আনব। হয়তো বুধের কক্ষে প্রবেশ না করে আমরা সরাসরি সূর্যের মুখে পড়ব। তারপর তার প্রচণ্ড আকর্ষণে জ্বলন্ত আগুনে ঝলসে শেষ হয়ে যাব।'

ভ্যানিটা শিউরে উঠল, আর কথা বাড়ালো না।

উত্তাপের মাত্রা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ওরা শুয়ে শুয়ে সময় কাটাতে লাগল, আর কিছুই করার নেই।

অসহ্য গরমে ওরা ক্রমেই কাহিল হয়ে পড়ছে। সূর্যের আকার বড় থেকে আরও বড় হচ্ছে—আলো, আলো, প্রখর আলোয় শূন্যতা ভরে যাচ্ছে। বাইরে এত উত্তাপ যে প্রোজেক্টাইলের পর্যবেক্ষণ গবাক্ষ দিয়ে বেশীক্ষণ ওরা বাইরে তাকাতে পর্যন্ত পারছে না। যাত্রার শেষ পর্যায়ে ক্ষণিকের জন্য বাইরে উঁকি দেওয়া ছাড়া ওদের আর কিছুই করণীয় ছিল না। চোখ ধাঁধানো আলোই বেশীক্ষণ বাইরে তাকানোর প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

অবশেষে বুধ। প্রোজেক্টাইলের প্রি-সিলেকটার এমন নিখুঁত ভাবে সেট্ করা হয়েছিল যে ওটা নিভুর্লভাবে বুধের কক্ষপথে প্রবেশ করল।

(দশ)

যাত্রা যখন শেষ হল তখন ওরা ক্লান্তি, দুর্বলতা আর প্রচণ্ড উত্তাপে চেতনা প্রায় হারিয়ে ফেলেছে। প্রজেক্টাইলের সামনের জেট্ সঠিক ভাবে কাজ করায় ওদের বাহন নিরাপদে বুধে অবতরণ করে স্থির হয়ে গেছে, পাওয়ার প্ল্যাণ্ট আর কোন আওয়াজ করছে না।

ইয়ারমার অর্ধ অচৈতন্য অবস্থা থেকে গা ঝাড়া দিয়ে বাইরে দৃষ্টি ফেরালো। প্রজেক্টাইলের একমাত্র জানালা দিয়ে চোখ ধাঁধানো আলো ভেতরে এসে পড়েছে। বুধের কক্ষপথে প্রবেশ করার সময় যে উত্তাপ

তারা অনুভব করেছিল এখনও তাই। ইয়ারমারের তাকাতে কষ্ট হচ্ছিল। ঝলসানো আলোর হাত থেকে বাঁচবার জন্য চোখ দুটো কুঁচকে সে জানালা দিয়ে উঁকি মারল। উত্তাপে সমতলভূমির কোথাও কোথাও ফাটল ধরেছে আবার কোথাও খাদের সৃষ্টি হয়েছে। বাকি অঞ্চলে শক্ত মাটি গলে কাদার বুদ্বুদ স্ফীত হয়ে উঠেছে। সমতলভূমির পেছনে পাহাড়ের শ্রেণী—বায়ুহীন আকাশের পটভূমিকায় করাতের দাঁতের মত দেখাচ্ছে।

ভ্যানিটা অনেকটা টলতে টলতে তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। তাকে লক্ষ্য করে ইয়ারমার বলল, 'ওই শ্রেণীবদ্ধ পাহাড় হচ্ছে সীমারেখা, ওটার পেছনে রাত—কখনও সূর্য দেখা দেয় না। আমাদের বাঁ দিকে ওই-যে কাদার বুদ্বুদ দেখতে পাচ্ছ ওটা আসলে গলিত ধাতু। প্রজেক্টাইলের ভেতর ইনসুলেশনের কল্যাণে আমরা কিছুটা নিরাপদ, বিশেষ করে আমাদের সৌভাগ্য যে ওই আগুনের লাভার মধ্যে আমরা অবতরণ করিনি। ওখানকার উত্তাপ নিরেট লোহাকেও গলিয়ে দিতে পারে। কোটি কোটি বছর ধরে একইভাবে ওরা গলছে।'

'আমরা যে এখনও গলতে শুরু করিনি সেটাই আশ্চর্য,' ভ্যানিটা ফিস ফিস করে বলল। 'মিথ্যে আশা করে লাভ নেই ইয়ারমার, এই অগ্নিকুণ্ড থেকে বাঁচার আশা বাতুলতা। তুমি এয়ার লক্‌টা খুলে দাও, বাতাস বেরিয়ে যাক—সে অনেক সহজ মৃত্যু।'

ইয়ারমারের মুখে অবিশ্বাস্য দৃঢ়তার চিহ্ন ফুটে উঠল। 'অত সহজে আমি হাল ছেড়ে দিতে রাজী নই।' একটু থেমে সে আবার বলল—'নতুন নতুন গ্রহ আবিষ্কারের প্রথম উদ্দীপনায় বেশ কিছু মহাকাশযান বুধে ধ্বংস হয়েছিল। আমার অনুমান যদি সত্যি হয় তবে এই ছোট গ্রহের রাত ও দিন দুদিকেই তারা ধ্বংস হয়েছিল। রাতের দিকে যেগুলো আছড়ে পড়েছিল তাদের মধ্যে সঞ্চিত খাদ্য হিমায়িত অবস্থায় এখনও হয়ত নষ্ট হয়নি। কোনটার মধ্যে হয়তো জ্বালানি দ্রব্য পাওয়া যেতে পারে আবার কোনটাকে হয়তো একটু মেরামত করে নিলে ব্যবহারও করা যেতে পারে······না, আমি এখনও আশা রাখি ভ্যান্‌। লকারে দু'টো মহাকাশ পোষাক আছে, এমার্জেন্সীর কারণেই বোধহয়

রাখা ছিল। কমাণ্ডার হোলডেন হয়তো ও দুটোর কথা ভুলে গিয়েছিল কিংবা বুধে আমাদের কোন উপকারে আসবে না ভেবে আর সরায় নি।'

ইয়ারমার হঠাৎ থেমে গেল। ভ্যানিটার মাথা ঘাড়ের ওপর নেমে দু'চোখ গভীর ঘুমে বন্ধ হয়ে আসছিল। তাকে সজোরে নাড়া দিয়ে ইয়ারমার বলল, 'জ্ঞান হারালে চলবে না ভ্যান্, বাঁচবার জন্য আমাদের শেষ চেষ্টা করতেই হবে।'

'হ্যাঁ'···ভ্যানিটা ফিস ফিস করে বলল, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

ইয়ারমার শরীরটাকে মোচড় দিয়ে বেশ কষ্ট করে লকারের দিকে এগিয়ে স্পেস স্যুট দুটো বার করে আনল। ও দুটো গায়ে দেওয়া কঠিন ঝক্কির ব্যাপার। অনেক কসরতের পর শেষ পর্যন্ত ওরা সফল হল। পরিশ্রম যা হল তাতে ওদের দুজনেরই ঘুম ঘুম ভাবটা কেটে গেল। মাথায় শিরোস্ত্রাণ চাপিয়ে, রেডিওফোনের ভিতর দিয়ে ইয়ারমার বলল:

'বায়ু নিয়ন্ত্রণের দরজা একবার খুললেই যত বাতাস আছে বেরিয়ে যাবে—স্পেস স্যুটেও অনির্দিষ্টকাল আমরা টিঁকতে পারব না, সুতরাং এই হয়তো শেষ। ঝুঁকি নিতে তুমি রাজী আছ তো ?'

'আর তো কোন উপায় নেই,' ভ্যানিটা নিস্পৃহ কণ্ঠে জবাব দিল। ইয়ারমার তার ভারী দস্তানা পরা হাত দিয়ে ভেতরের আর বাইরের ক্ল্যাম্প খুলে ফেলল।

শেষ ক্ল্যাম্পটা স্থানচ্যুত হতেই ঢাকনা খুলে গেল আর এক রাশ হাওয়া ইয়ারমার আর ভ্যানিটাকে প্রায় ঠেলা মেরে বাইরে তপ্ত ছাইয়ের গাদার মধ্যে এনে ফেলল। মহাকাশ পোষাকের অদাহ্য আস্তরণের জন্য বাইরের উত্তাপ তারা অনুভব করল না। বুধের অপেক্ষাকৃত লঘু অভিকর্ষই তাদের খাড়া রাখতে সাহায্য করল।

খুব সন্তর্পণে ফুটন্ত মাটি, গলিত ধাতু, বড় বড় ফাটল ও গহ্বর এড়িয়ে ওরা এগিয়ে চলল। অবশেষে পর্বতশ্রেণীর পাদদেশে পৌছুলো ওরা। নিকটতম গিরিপথের ভেতর দিয়ে ওরা এগুতে লাগল, লক্ষ্য বুধের যেদিকটায় রাত্রির রাজত্ব। এদিকের জগৎ সম্পূর্ণ অন্য রকম। সূর্যের দেখা নেই, বাতাস নেই, চারদিকে অন্ধকারের ব্যাপ্তি, শুধু নক্ষত্রের

আলো। আর নেই তরল উষ্ণ স্পর্শ, আগুনের উত্তাপ। মহাকাশ পোষাকের ইনসুলেশনে ওদের দেহের উষ্ণতা স্বাভাবিক রাখলেও শূন্যাঙ্কের ক্ষুরধার শীতলতা ওদের সর্বাঙ্গে কাঁপন জাগালো।

'ঠাণ্ডা আমাদের আবার সতেজ করে তুলবে,' রেডিওফোনে ইয়ারমারের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। 'ওই সরু চূড়োয় উঠতে পারলে চারদিকের অবস্থা মোটামুটি বোঝা যাবে।'

ইয়ারমারের বলিষ্ঠ বাহুর সাহায্যে ভ্যানিটা চড়াই ধরে পাহাড়ের পাদদেশ থেকে উঁচু জায়গা লক্ষ্য করে এগিয়ে চলল। ওখান থেকে আরও আধঘণ্টা অপরিসীম প্রচেষ্টায় যে চূড়োটা ওদের লক্ষ্য ছিল সেখানে ওরা পৌঁছে গেল। চারদিকে তুষারে ঢাকা অসংখ্য শিলার মাঝখানে ওরা থামল।

ভ্যানিটার দু'চোখ আবার বুজে আসছিল। ইয়ারমারের সমস্ত ইন্দ্রিয় কিন্তু এখন সম্পূর্ণ সজাগ। অসংখ্য তারার আলোয় নিচের সমতলভূমি অন্ধকার হয়ে আসা সত্ত্বেও তার দু'চোখ ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। ভেঙ্গে পড়া মহাকাশ যানগুলো আবিষ্কার করতে তাই ওর বেশী অসুবিধে হ'ল না। সবশুদ্ধ গোটা বারো যান—কয়েকটা তুষারে প্রায় চাপা পড়েছে আর কয়েকটা হেলে আছে, সবই পরিত্যক্ত। সূর্যের দিকে যেগুলো ভেঙ্গে পড়েছিল সেগুলো নিশ্চয়ই এতদিনে প্রচণ্ড উত্তাপে গলে গেছে কিংবা গলিত ধাতু এবং তরলীভূত শিলার অবিরাম স্রোতে ডুবে গেছে।

ভ্যানিটা বসে বসে ঢুলছিল। ইয়ারমার তার দিকে একবার তাকিয়ে মনস্থির করে ফেলল। ও যেখানে দাঁড়িয়েছিল তারপর থেকেই জায়গাটা ঢালু হয়ে নিচে সমতলভূমীতে গিয়ে মিশেছে। ঢালু পথ বেয়ে নিচে নামতে লাগল ও। ঘণ্টাখানেক পর যখন ও ফিরে এল ভ্যানিটা তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। তার কাঁধে কয়েকবার জোরে ঝাঁকুনি দিতেই সে চোখ খুলল।

'আমাদের কপাল ভাল,' ইয়ারমারের উৎফুল্ল কণ্ঠ ভ্যানিটার কানে গেল। 'ভাঙ্গা ভেলাগুলোর মধ্যে একটাকে হয়ত আবার ব্যবহার করা যাবে। ওটার সামনের দিকটা চুরমার হয়ে গেছে···তা ছাড়া প্রচুর

টিনের খাবার আর কিছু পানীয় অক্ষত অবস্থায় আছে। ওঠ, যেতে পারবে তো ?'

'হ্যাঁ।' ভ্যানিটা কষ্ট করে উঠে দাঁড়াল তারপর বলল—'কিন্তু ওটার মুখের গর্ত্ত কি করে বন্ধ করবে ? এয়ারটাইট করতে না পারলে কোন লাভ হবে না।'

'হবে, হবে। দেখ না কি করি।'

ইয়ারমার আর কিছু খুলে বলল না। ওরা দু'জন মহাকাশযানটির কাছে গিয়ে পৌঁছুলো। ভ্যানিটা লক্ষ্য করে দেখল যানটি বেশ আধুনিক, ভেতরে জায়গাও অনেক। নাকের কাছে হাঁ হয়ে থাকা মস্ত ফাঁক ছাড়া ওটার অবস্থা ভালই বলা চলে। ওই ফাঁক দিয়ে হঠাৎ বাতাস বেরিয়ে যাওয়াই নাবিকদের মৃত্যুর কারণ। ইয়ারমার আগেই তাদের ভাঙ্গা-চোরা কঙ্কাল মাটিতে সরিয়ে ফেলেছিল। ভ্যানিটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ভাবল কয়েকজন সাহসী মানুষ সূর্যের নিষ্ঠুর আকর্ষণে কোটি কোটি মাইল দূরে কেমনভাবে প্রাণ হারিয়েছে।

তারার আলোয় যতটুকু দেখা যাচ্ছিল তা সম্বল করেই ভ্যানিটা এগিয়ে কনট্রোল রুমের দেয়াল ঘেঁষে বাংকে বসে পড়ল। ইয়ারমার একটা খাবার ভর্তি টিন খুলে ভ্যানিটার দিকে এগিয়ে দিল। সে তার পোষাকের বুকের কাছে যে চৌকো ঢাকনা ছিল সেটা সরিয়ে নিপুণভাবে মুখে খাবার পুরতে লাগল। পুষ্টিকর খাদ্য, পানীয় আর শক্তিবর্ধক ট্যাবলেট তার শিরা উপশিরায় আবার যেন শক্তি ফিরিয়ে আনল।

ইয়ারমারও জমানো খাবার আর এক বোতল সুরা শেষ করে অনেকটা চাঙ্গা হয়ে উঠল। তার হাতে অনেক কাজ। ঘণ্টাখানেক পাওয়ার প্ল্যাণ্টে নানারকম ঠোকাঠুকির পর সে সুইচবোর্ডের একটা বোতাম টিপল। ছাদের বাল্বগুলোয় ক্ষীণ হলুদ আলো জ্বলে উঠল।

'আ!' ইয়ারমার বলে উঠল। 'আলো কম হলেও চালু আছে। সব ক'টা ব্যাটারী অচল থাকায় এই অবস্থা। পাওয়ার প্ল্যাণ্ট সক্রিয় হয়ে উঠলেই ওগুলো সচল হয়ে উঠবে। যা বুঝছি, সবকিছু অক্ষত অবস্থায় আছে, বাইরের জেট্‌গুলোও তাই। এবার আমাদের এক্সপেরিমেণ্ট শুরু হবে।'

বাতাস যাতায়াতের দরজাটা সে শক্ত করে বন্ধ করল। নাকের কাছে অমন হাঁ থাকায় ওটা বন্ধ করে কি লাভ হবে তা ভ্যানিটার মাথায় ঢুকল না। ইয়ারমার এবার আস্তে আস্তে কারেণ্ট প্রয়োগ করতে লাগল, যা পাওয়ার প্ল্যাণ্টকে সক্রিয় করে তুলবে। তাই অবশ্য হ'ল, যদিও মৃদুভাবে। বিদ্যুৎ পরিচালিত যন্ত্রের স্বাভাবিক প্রচণ্ড গর্জনের পরিবর্তে অস্পষ্ট গুঞ্জনের আওয়াজ হতে লাগল।

'দশ মিনিট এভাবে চালু থাকলে ব্যাটারীগুলো প্রায় স্বাভাবিক হয়ে উঠবে,' ইয়ারমার ভ্যানিটাকে লক্ষ্য করে বলল, 'এরপর নাকের কাছে ওই হাঁ আমি বন্ধ করব।'

'কেমন করে?' ভেলার মাথার ওপর আস্তে আস্তে উজ্জ্বল হয়ে ওঠা আলোয় ইয়ারমারের মূর্তির দিকে তাকিয়ে ভ্যানিটা শুধোল।

'আমি এটাকে সামান্য উঁচুতে শূন্যে ভাসাব তারপর আমরা সূর্যের দিকে যেখানে নেমেছিলাম, তার কাছাকাছি যে গলিত ধাতুর সরোবর চোখে পড়েছিল, তারমধ্যে চিলের ছোঁ মারার মত এটার নাক ডুবিয়ে নেব। ওই ধাতু তরল হলেও ঘন—হাঁ করা নাকের পুরোটা নরম এঁটেল ধাতুর তালে মাখামাখি হবে। তারপর আবার শূন্যে আমাদের ভেলা ভাসবে, তবে এবার ওর মুখটা হবে রাত্রির দিকে। হিমে ওই গলিত ধাতু জমাট বেঁধে যাবে। এ ছাড়া আর উপায় নেই। মহাকাশ পোষাকেও আমরা বেশীক্ষণ টিঁকতে পারব না, সিলিন্ডারের বাতাস একসময় ফুরিয়ে যাবে।'

মিনিট পনের ইয়ারমার স্যুইচবোর্ডের মিটার পরীক্ষা করে দেখল। পাওয়ার প্ল্যাণ্টের আওয়াজ ক্রমেই বাড়ছিল। ভেলার তলদেশের জেটে বিদ্যুৎশক্তি চালনা করতেই তুষারাবৃত যানটি সমতলভূমি থেকে একশ' ফুট ওপরে উঠে পড়ল। ইয়ারমার ওটাকে ওই উচ্চতায় ভাসিয়ে রাখল, সেইসঙ্গে সামনে ঠেলে নেবার জন্যে পেছনের জেট্‌গুলোকেও চালু করল। এভাবে যতটা সম্ভব মৃদু গতিতে সে পর্বতমালার ওপর দিয়ে উড়ে চোখ ধাঁধাঁনো আলো আর আগুনের রাজ্যে ফিরে এল। শিরোস্ত্রাণের যে অংশে মুখ ঢাকা পড়ে তার গগলস-এর ভেতর দিয়ে গলিত ধাতুর সরোবরটা দেখে নিয়ে সে আস্তে আস্তে তার মহাকাশ

যানকে নিচে নামাতে লাগল। ভ্যানিটা বাঙ্ক থেকে উঠে তার পাশে দাঁড়িয়ে ব্যাকুল উৎকণ্ঠায় সবকিছু লক্ষ্য করছিল।

(এগার)

ইয়ারমারের হিসেবে কোন ভুল ছিলনা। সে ওপর থেকে মহাকাশযান নিয়ে সোজা ডাইভ মেরে নেমে এসে ওটার নাকটাকে গলিত ধাতুর মধ্যে গোঁত্তা মারল, সেই সঙ্গে নিচের এবং পেছনের জেট্‌গুলোকে পুরো চালু করে দিল। ফলে তাদের যান সেই ভয়াবহ আগুনের সরোবরে ডুবে গেল না, কিন্তু নাকের হাঁ করা জায়গাটা নরম থক্ থকে গলিত ধাতুর দলায় লেপ্টে গেল। ওখান দিয়ে বুদ্‌বুদের মত বড় বড় ফোঁটা কনট্রোল রুমে পড়ে হিস হিস শব্দে টগ বগ করে ফুটতে লাগল তারপর ঠাণ্ডা ধাতব মেঝের সংস্পর্শে শক্ত হয়ে গেল।

জেট্‌গুলোকে পুরো চালু করায় মহাকাশ যান ওই ফুটন্ত ধাতুর সরোবরে গোঁত্তা মেরেই ওপরে উঠে গিয়েছিল ঠিক চিলের ছোঁ মারার মত। ইয়ারমার এবার ওটার মুখ রাত্রির দিকে ঘুরিয়ে সূর্যের আকর্ষণ এড়াবার উদ্দেশ্যে গতি প্রচণ্ড বাড়িয়ে দিল। ভেলা বিপুলবেগে ছুটে চলল আর সৌর জগতের বাইরের হিম শীতল আবহাওয়ায় ওটার হাঁ করা গর্ত্তে লেপটানো নরম ধাতু শব্দের তরঙ্গ তুললো। তারপর এক সময় বরফ ঠাণ্ডায় ধাতুর দলা ঢালাই করা লোহার মত জমাট শক্ত হয়ে গেল। ইয়ারমার কোনরকম ঝুঁকি নিতে সাহস করল না কারণ মহাকাশ যান তখনও সূর্যের আকর্ষণের পরিসীমা অতিক্রম করেনি। বুধ থেকে তিন কোটি মাইল পথ পেরিয়ে যখন তারা পৃথিবীর গতিপথে পড়ল তখনই কেবল স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের হাতে সে মহাকাশযান চালনার ভার ছেড়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

ইয়ারমারের নির্দেশমত ভ্যানিটা এয়ার সিলিন্ডার চালু করল। মহাকাশ পোষাক ছাড়ার আগে বায়ুর চাপ সম্বন্ধে নিশ্চয়তা হওয়া দরকার। ওদের বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল। তারপর একসময় চাপ মাপার যন্ত্র প্রতি স্কোয়ার ইঞ্চে প্রয়োজনীয় চোদ্দ পাউণ্ড

সূচিত করল। তাপ স্থির রাখার নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র এবং বিশোধিত প্রণালী সক্রিয় হয়ে উঠতেই বায়ুর চাপ আর নড়াচড়া না করে স্থির হয়ে রইল।

'আর ভয় নেই,' যেন যন্ত্রটাকেই ধন্যবাদ জানিয়ে ইয়ারমার তার শিরোস্ত্রাণ খুলে ফেলল। পেছনে বিলীয়মান বুধ আর সামনে শুক্রের পৃথিবীতে পৌঁছুতে হলে ওই কক্ষপথ অতিক্রম করতে হবে। ভ্যানিটা তার মহাকাশ পোষাক ছাড়তে ছাড়তে বলল, 'এবার ?'

'এবার', ইয়ারমার একটু কঠিন কণ্ঠেই জবাব দিল, 'কমাণ্ডার হোলডেন যাতে অত সহজে পার না পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। তারপর শুক্রে গিয়ে ওই নরক ফলের উৎস খুঁজে বার করে তা ধ্বংস করাই হবে আমাদের প্রধান কাজ। অ্যানজিবাই যে এর মূলে সে বিষয়ে আমার আর কোন সন্দেহ নেই।'

ওরা আর এক প্রস্থ খাওয়া সেরে নিল, ভাঁড়ারে যা খাবার জমা ছিল তা ওদের পক্ষে পর্যাপ্ত। হিমঘরে মজুত থাকার মত টিনের খাবার সংরক্ষিত অবস্থায় ছিল, টাটকাই বলা চলে। ভ্যানিটা টেলিস্কোপ যন্ত্রটা পরিষ্কার করে আই-পীস ঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত করতেই খুশীতে ডগমগ হয়ে উঠল, ওটার কাচ খুবই শক্তিশালী, বহুদূর পর্যন্ত দৃষ্টি যায়। লেন্সের ভেতর দিয়ে শুক্রকে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। ভ্যানিটা পৃথিবীর গতি পথের দিকে দৃষ্টি ফেরালো। ইয়ারমার মহাকাশযানের রেডিও যন্ত্রপাতি নিয়ে ব্যস্ত ছিল। হঠাৎ ভ্যানিটা বলে উঠল, 'দেখ, দেখ ইয়ারমার—হোলডেনের মালবাহী যান এফ, জি-৮৬।'

'কি বলছ তুমি!' ইয়ারমার অবিশ্বাসের কণ্ঠে বলল। 'হোলডেন বহু আগেই পৃথিবীতে পৌঁছে গেছে।'

'আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি,' ভ্যানিটা প্রতিবাদের সুরে জবাব দিল। ইয়ারমার ততক্ষণে তার পাশে এসে আই-পীসে চোখ লাগিয়েছে। ভ্যানিটার কথাই ঠিক। বায়ুহীন মহাশূন্যে মালবাহী যানটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ইয়ারমার আনুমানিক হিসেব করে দেখল ওটা প্রায় এক কোটি মাইল দূরে আছে। ওটার সঙ্গে যখন ওদের প্রথম দেখা হয় তখন ওটা পৃথিবীর দিকে যাচ্ছিল, এখন কিন্তু শুক্রের কাছাকাছি।

'প্রায় নড়ছে না বললেই হয়,' ইয়ারমার বিস্মিত কণ্ঠে বলল, 'ওরা

পৃথিবীর দিকে যাত্রা স্থগিতই বা রাখল কেন ! আমাদের যখন মহাশূন্যে ছুড়ে দিয়েছিল তখন ওরা পৃথিবীর আধা পথে। কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'হয়তো কোন দুর্ঘটনায় ওদের মালবাহী যান অচল হয়ে গেছে,' ভ্যানিটা একটু ভেবে বলল।

'অসম্ভব নয়। সে ক্ষেত্রে উচ্চতর মহাকর্ষের শক্তি ওদের আকর্ষণ করবে। পৃথিবীর অভিকর্ষের বাইরে শুক্রের কক্ষপথে যদি সে সময় মালবাহী যানের অবস্থান থেকে থাকে তবে স্বভাবতই ওটা শুক্রের দিকে ভাসতে ভাসতে ফিরে আসবে।'

ইয়ারমার সোজা হয়ে দাঁড়ালো, তার মুখ চিন্তা কুটিল হয়ে উঠেছে। তারপরই তার দৃষ্টি পড়ল আত্মরক্ষার প্রয়োজনে তাদের যানে একমাত্র যে অস্ত্র ছিল তার ওপর। ক্ষেপণাস্ত্রটি সে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখল, অক্ষত অবস্থায় আছে।

'পৃথিবীতে নরকফল বয়ে নিয়ে যাওয়া বন্ধ করা ছাড়াও আমাদের যে ভাবে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল তারজন্য হোলডেনকে চরম শাস্তি পেতে হবে,' ইয়ারমারের কণ্ঠস্বর ইস্পাতের মত ঠাণ্ডা শোনাল।

'তুমি ওর ভেলা ধ্বংস করবে!' ভ্যানিটার কথায় সামান্য উদ্বেগের ছোঁয়া।

'হ্যাঁ। আমি ওকে সতর্ক হবার সুযোগই দেব না। পাল্লার মধ্যে এলেই আমি ক্ষেপণাস্ত্র তাক্ করব। ওর ওই পুরণো মালবাহীযানের ধাতুর বর্ম ভেদ করে ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস ঘটাবে।'

ইয়ারমার যখন কোন ব্যাপারে মনস্থির করে ফেলে তখন তার মত পরিবর্তন করা অসাধ্য এ কথা ভ্যানিটা খুব ভালই জানত, তাই সে আর কথা বাড়াল না।

'ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই ওটা ক্ষেপণাস্ত্রের পাল্লার মধ্যে এসে যাবে। ওরা কেন আবার ফিরে আসছে সেটা কিন্তু রহস্যই রয়ে গেল। রেডিওতে কিছু ধরা পড়ে নাকি দেখা যাক।'

ইয়ারমার অনেকটা আপন মনেই বলল।

রেডিওর স্যুইচ চালু করতেই মালবাহী মহাকাশযান থেকে কাউকে

উদ্দেশ করে রেডিও সংকেত শোনা গেল, অপর পক্ষের নির্দেশ ভেসে এল।

'এবার ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি,' খানিকক্ষণ মনোযোগ দিয়ে সব শুনে ইয়ারমার বিস্ময়োক্তি করে উঠল। 'আমাদের ক্ষুদে ভেলাটাই ওদের সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বৃহত্তর ভরের আকর্ষণে ওটা ওদের যানের পেছন পেছন চলেছে। ওটাকে বাষ্পীভূত করার মত ওদের অস্ত্র বা সরঞ্জাম নেই। স্বভাবতই লেজুড়ের মত আমাদের যানটাকে নিয়ে ওরা পৃথিবীতে যেতে পারছে না কারণ, ক্ষুদে যানটি যে ইয়ারমার ব্রাউনের তা আবিষ্কার করতে শুল্ক বিভাগের বেশী সময় লাগবে না, ফলে হোলডেনকে অস্বস্তিকর জেরার মুখোমুখি হতে হবে। তাই শুক্রের কোনো অংশে ওরা সাংকেতিক বার্তা পাঠাচ্ছে যাতে চুম্বক আকর্ষণে ওরা আমাদের ভেলাকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়।'

'হোলডেন শুক্রে ফিরে আমাদের ক্ষুদে যানকে কোনো এক খাদে ছুঁড়ে ফেলে আবার যাত্রা শুরু করতে পারত। তা কেন করছে না?'

'সেখানেও অসুবিধে আছে। হোলডেনের মালবাহী যান আমাদের ভেলাটাকে ল্যাঙবোট করে ওই গ্রহে পৌঁছুলে ওখানকার সবাই সন্দেহ করবে। ওদের টেলিসকোপিক ডিপার্টমেন্ট বাইরে থেকে শুক্রে যত মহাকাশযান আসছে কিংবা বাইরে যাচ্ছে তাদের ওপর কড়া নজরে রাখছে। হোলডেন যাদের সিগন্যাল করছে তারা যদি চুম্বকের আকর্ষণে আমাদের ভেলাকে বিচ্ছিন্ন করে শুক্রে নামাতে পারে তবে অবতরণ করার সময় দুর্ঘটনায় ওটা ধ্বংস হয়েছে বলেই সবাই ধরে নেবে।'

'একটা জিনিস লক্ষ্য করেছ?' আই-পীসে চোখ রেখে ভ্যানিটা বলল, 'আমাদের ভেলাকে ওরা আষ্টে-পৃষ্টে তার দিয়ে বেঁধেছে। ওটাকে যদি বিচ্ছিন্নই করতে হয় তবে অমন কাণ্ড করেছে কেন?'

'মহাকাশে অনুসরণকারী ভেলা ঘন ঘন লাফায় আর বৃহত্তর ভরে ধাক্কা খেয়ে ঠিকরে ফিরে আসে। ফলে অগ্রগামী যানের পক্ষে গতিপথ ধরে এগুতে খুবই অসুবিধে হয়। আমার অনুমান যদি ভুল না হয় তবে চুম্বকের আকর্ষণে, সঠিকভাবে কেন্দ্রীভূত হলেই আমাদের ভেলাকে ওরা

বাঁধন মুক্ত করবে', ইয়ারমার জবাব দিল।

'তোমার অনুমান যদি ঠিক হয় আর আমাদের ভেলা যদি চুম্বকের আকর্ষণে শুক্রের দিকে যাত্রা করে, তবে কোথা থেকে ওই চুম্বকশক্তি আসছে তা খুঁজে বার করা বোধহয় কঠিন হবে না।'

'তুমি ঠিকই বলেছ। আমি অবশ্য বাজি রাখতে পারি সেটা হ'ল অ্যানজিবার হেড কোয়ার্টার, যেখান থেকে কুরণা বেরির কলকাঠি নাড়া হচ্ছে।'

(বারো)

রেডিও যন্ত্রের মাধ্যমে নতুন কিছু তথ্য পাবার আশায় ইয়ারমার ওটা চালু রাখল। কয়েক মিনিট বাদেই হোলডেনের যান থেকে অজ্ঞাত কাউকে উদ্দেশ করে মহাকাশে তাদের সঠিক অবস্থিতির সংবাদ জানিয়ে দেওয়া হ'ল। ইয়ারমার সঙ্গে সঙ্গে কনট্রোল বোর্ডের ম্যাগনেটিক ডিটেকটর চালু করল। ওটার সরু চুলের মত কাঁটায় যাকে উদ্দেশ করে মালবাহী যান থেকে খবর দেওয়া হ'ল তার অবস্থিতি ধরা পড়ল।

টেলিসকোপে চোখ রেখে ভ্যানিটা মহাকাশ যানের ওপর লক্ষ্য রাখছিল। সে বলে উঠল, 'আমাদের ভেলাটা দূরে সরে যাচ্ছে। নিশ্চয়ই মালবাহী যান থেকে তারের বাঁধন আলগা করে দেওয়া হয়েছে।'

ইয়ারমার কিন্তু ভ্যানিটার কথায় তেমন কান দিচ্ছিল না। সে ব্যস্ত-ভাবে শুক্রের একটা ভূ-চিত্র খুলে চটপট আঁক কষছিল আর দাগ কাটছিল। ম্যাগনেটিক ডিটেকটরের কাঁটা শুক্রের যে দিকটা সূচীত করছিল সেটা যে অনাবিষ্কৃত অরণ্য অঞ্চল এবং অ্যানজিবার মূলঘাঁটি সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে সে মুখ তুলে বলল, 'হোলডেন যাদের সঙ্গে কথা বলছিল তাদের ঘাঁটি আমি খুঁজে পেয়েছি। আমরা সোজা সেখানে হানা দিতে পারব। ভাল কথা, আমাদের ভেলাটার কি অবস্থা?'

'ওটা শুক্রের দিকে খুব জোরে ছুটে আসছে, আর মালবাহী যান পৃথিবী লক্ষ্য করে আবার যাত্রার তোড়জোড় করছে। পেছনের জেট্ থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে।'

'আমরা ওটার গতিপথে আছি তো ?'

'সামান্য সরে গেছি, আমাদের দু'ডিগ্রি পৃথিবীর দিকে সরে যেতে হবে।'

ইয়ারমার মহাকাশ যানকে নির্দিষ্ট অ্যাংগেলে নিয়ে এল। ভ্যানিটার নির্দেশমত সে তার যানের গতি ঠিক রাখছিল। মালবাহী যানটাকে পাল্লার মধ্যে কতক্ষণে পাবে সেই চিন্তায় সে অধৈর্য হয়ে উঠেছিল। মজার কথা, হোলডেন কল্পনাও করতে পারবে না যে, এই যানে তারা আছে, তাই কোনরকম আত্মরক্ষার চেষ্টাও করবে না।

তাদের যান পূর্ণ গতিতে মহাকাশে ছুটে চলছিল, শুক্রকে পেছনে ফেলে তারা এগিয়ে চলেছে। মালবাহী যানটা পুরনো তাই ওটার সঙ্গে তাদের দূরত্ব ক্রমেই কমে আসছিল। তারপর এক সময় কয়েক হাজার মাইল দূরে হোলডেনের মহাকাশ জাহাজ ইয়ারমারের খালি চোখে ধরা পড়ল।

'এবার তুমি কনট্রোলে এসে স্যুইচ্‌বোর্ডের ভার নাও', ইয়ারমার ভ্যানিটাকে লক্ষ্য করে কথাগুলো বলে উঠে দাঁড়াল। 'যে গতিপথে আমরা এখন আছি সেটাই অনুসরণ করতে থাক।'

ভ্যানিটা স্যুইচবোর্ডের সামনে এসে বসল। তাদের যান খুব বেগে দুই যানের মধ্যে দূরত্ব আরও কমিয়ে আনল।

'এবার!' ইয়ারমার অনেকটা যেন আপন মনেই কথাটা বলল— তারপর নির্ভুল হিসেবমত অটোমেটিক বোতাম টিপতেই রকেট থেকে ক্ষেপণাস্ত্র বিদ্যুৎগতিতে মালবাহী যান লক্ষ্য করে ছুটে চলল। হোলডেন আর তার সাঙ্গপাঙ্গ কিছু বোঝবার অবকাশই পেল না, তার আগেই ক্ষেপণাস্ত্রের প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ওটা টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

ইয়ারমার তাদের মহাকাশযানের মুখ শুক্রের দিকে ঘুরিয়ে গতি বাড়িয়ে দিল।

'এবার তবে শুক্রে ?' ভ্যানিটা প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ। শুক্রের উষ্ণ মণ্ডলে ছোট ছোট যে উপনিবেশ গড়ে উঠেছে তা থেকে কয়েক শ' মাইল দূরের বনাঞ্চলই আমাদের গন্তব্যস্থল।'

'ওরা চুম্বকের আকর্ষণে যেমন আমাদের ভেলাকে মালবাহী যান থেকে

বিচ্ছিন্ন করে শুক্রের দিকে টেনে নিয়েছে, তেমন নিশ্চয়ই ম্যাগনেটিক ডিটেকটারও ওদের আছে। আমরা ওখানে পৌঁছুবার অনেক আগেই হয়তো ওটা আমাদের চিহ্নিত করে ফেলবে। আমরা ও অঞ্চলে পা দিয়েই হয়তো দেখতে পাব ওদের সম্বর্ধনা সমিতির সদস্যরা মালা হাতে আমাদের অভ্যর্থনার জন্য অপেক্ষা করছে।' ভ্যানিটা পরিহাসচ্ছলে বলল।

'তা অসম্ভব নয়,' ইয়ারমার ভ্যানিটার কথায় সায় দিয়ে বলল। 'সে জন্যেই আমি ওখানে নামতে চাই না। জায়গাটার ওপর দিয়ে নিচু হয়ে উড়ে যতটা পর্যবেক্ষণ সম্ভব তাই আমি করব তারপর উষ্ণ মণ্ডলের কর্তৃপক্ষের কাছে সব কিছু জানাব। যদি চুম্বকের আকর্ষণে আমরা অবতরণ করতে বাধ্য হই কিংবা গুলি করে আমাদের ভেলা ওরা নামিয়ে ফেলে তবে সেটা আমাদের দুর্ভাগ্য ; এ ব্যাপারে আমরা এত জড়িয়ে পড়েছি যে এখন আর ফেরার পথ নেই।'

'আমার জন্যে ভেব না,' ভ্যানিটা ইয়ারমারকে আশ্বস্ত করে বলল— 'আমিও এ ব্যাপারে তোমার সঙ্গে একমত।'

শুক্রের আলোকিত উজ্জ্বল জগৎ ক্রমেই নিকটতর হচ্ছে। ভ্যানিটা অবশ্য আগেও শুক্রে এসেছে। শুক্র হল উষ্ণ গ্রহ। ঘন স্তূপীকৃত মেঘ সূর্যকে আড়াল করে রাখায় বুধের যে দিক সূর্যমুখী, তার মত ঝলসানো গরম নয়, কিন্তু চির গ্রীষ্ম। শুক্রের চার ভাগের তিন ভাগই হ'ল জঙ্গল—গভীর অরণ্য।

ওখানকার আটশ' ফুট উঁচু গাছগুলো মেঘে গিয়ে ঠেকেছে। পুরু দ্রাক্ষালতা এতই ঘন যে ওগুলো ভেদ করা সহজসাধ্য নয়—বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে এই দ্রাক্ষাবন। শুক্রে জন্তু জানোয়ারের বাস না থাকলেও বেয়াড়া আকারের কীট-পতঙ্গের অভাব নেই। শুক্রের বুদ্ধিজীবিদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। পৃথিবীর মানুষের চোখে তারা সব একই রকম দেখতে, ময়দার তালের মত গায়ের রং আর কটা চোখ। কিন্তু ভাল করে লক্ষ্য করলে জাতিগত একটা বৈষম্য বুদ্ধিমান পর্যবেক্ষকের চোখে ধরা পড়বে। শুক্রের এক শ্রেণীর লোক, পৃথিবীর মানুষ, বিশেষ করে উপনিবেশকারীদের সঙ্গে সহযোগিতায় আগ্রহী,

অন্যরা বহিরাগতদের ঘোরতর শত্রু বলেই মনে করে।

মেঘের পুঞ্জ কাছে এসে গেল। ইয়ারমার তার চার্টে যে জায়গাটা চিহ্নিত করেছিল সেটা লক্ষ্য করেই এগুচ্ছিল। তারপরই তাদের ভেলা ঘন সাদা বাষ্পের রাজ্যে প্রবেশ করল। অন্ধকারের ভেতর দিয়ে দেখবার পর্দায় বাইরেটা অস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল। শুক্রের অত্যুচ্চ পাহাড়ের চূড়োর প্রায় হু'মাইল ওপর দিয়ে ওদের ভেলা উড়ছিল। মিনিট পাঁচেক এভাবে ওড়ার পর পর্বতমালা পেরিয়ে ওরা ওদের লক্ষ্যস্থল অর্থাৎ শুক্রের কেন্দ্র থেকে দূরবর্তী অরণ্য অঞ্চলের মাথায় এসে পড়ল। ইয়ারমার তার ভেলার গতি যথাসম্ভব কমিয়ে ভাসমান মেঘের ঠিক নিচ দিয়ে অথচ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছের মাথার ওপর দিয়ে নিপুণ দক্ষতায় ভেলা নিয়ে যাচ্ছিল।

অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে নিচটা লক্ষ্য করতে করতে ইয়ারমার বলে উঠল, 'এ অঞ্চলের কোথাও অ্যানজিবার ঘাঁটি। কিন্তু জঙ্গল এত ঘন যে ওপর থেকে কিছু বোঝার উপায় নেই।'

'লুকিয়ে থাকার পক্ষে চমৎকার জায়গা,' ভ্যানিটা সায় দিল। 'ওপর থেকেও কিছু দেখা যায়না আবার জঙ্গল এত ঘন যে প্রায় দুর্ভেদ্য বলা চলে।'

'কিন্তু সত্যিই যদি এই জঙ্গলে অ্যানজিবা সদলবলে ঘাঁটি গেড়ে থাকে তবে নিশ্চয়ই গাছপালা কেটে যাতায়াতের পথ করেছে—বসবাসের জন্যেও।'

ইয়ারমার হঠাৎ থেমে গেল। তাদের ভেলা বেশ জোরে একটা ঝাঁকুনি খেল, পরমুহূর্তে আরও একটা।

'শীগগির দেখ তো, ম্যাগনেটিক ডিটেকটরে কোনো রিডিং হচ্ছে কিনা?' ইয়ারমার ভ্যানিটাকে উদ্দেশ করে বলল—আর সঙ্গে সঙ্গে তাদের ভেলাকে ওপর দিকে উঠিয়ে নিল।

'হ্যাঁ, একটা রীডিং পাওয়া যাচ্ছে,' ভ্যানিটা জবাব দিল। তারপর একটা গাণিতিক সংখ্যা সে পড়ে গেল।

'ওটা টুকে রাখ। যে চুম্বকের আকর্ষণ আমাদের ক্ষুদে ভেলাকে হোলডেনের মালবাহী যান থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল সেটাই এখন

আমাদের আকর্ষণ করছে। তুমি যে সংখ্যাটা পড়লে সেটাই হচ্ছে ওটার উৎসস্থল।

ইয়ারমার চুম্বকের প্রচণ্ড আকর্ষণের হাত থেকে রক্ষা পাবার আশায় ভেলার মুখ পুরো ঘুরিয়ে দিল তারপর ওটার গতি শূন্যে নামিয়ে বড় বড় গাছের আগা বরাবর নামতে লাগল।

'ওভাবে কখনও নামা যাবে না,' ভ্যানিটা প্রায় চেঁচিয়ে উঠল।

ইয়ারমার কোন জবাব দিল না। পেছনের আর তলাকার জেটকে পর্যায়ক্রমে চালু করে প্রায় খাড়াভাবে সে ভেলাকে নামাতে লাগল। এবার ভ্যানিটা তার উদ্দেশ্য বুঝতে পারল। জেটের স্ফুলিঙ্গ এবং হালকা আগ্নেয় বাষ্প নীচের উদ্ভিদকে ভস্মীভূত এবং বড় বড় গাছের ডাল-পালাকে বিস্ফোরিত করে ধোঁয়ায় পরিণত করতে লাগল। উঁচুতে উঠে আসা ঘনীভূত দ্রাক্ষালতা জেট থেকে নির্গত জোরালো হাওয়ায় অবেগে আন্দোলিত হয়ে ছত্রাকার হয়ে গেল। এভাবে একটা গাছের কাণ্ডকে পুড়িয়ে ওদের ভেলা নিজের জায়গা করে গাছপালার ফাঁক দিয়ে নামতে লাগল। ওটার চাপে বড় বড় ডালপালা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল আর সেই সঙ্গে ভেলার ভর জ্বলন্ত গ্যাস থেকে বাতাসকে আলাদা করে দিতেই গাছপালায় যে ধিকি ধিকি আগুন জ্বলে উঠেছিল তা চাপা পড়ল।

(তেরো)

অরণ্যভূমিতে ওদের ভেলার অবতরণ কিন্তু তেমন সহজ হ'ল না, বেশ একটু জোরের সঙ্গেই ওটা মাটি স্পর্শ করল। ফল অবশ্য একটা ভাল হল। আগুনের স্ফুলিঙ্গে গভীর অরণ্যে যে আগুন জ্বলে উঠেছিল ভেলা সবেগে তাদের ওপর এসে পড়ায় প্রচণ্ড চাপে একেবারে নিভে গেল। বিলীয়মান ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মাঝে ওদের ভেলা স্থির হয়ে গেল।

ইয়ারমার তার কনট্রোল রুমের স্যুইচ বন্ধ করে ভ্যানিটার দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন? নামা গেল তো?'

'তা গেল, তবে একটা জোর গুঁতো খেয়েছি, মাথাটাও ঠুকে

গেছে।' ওরা বাইরের দিকে তাকাল। চারদিকে নিস্তব্ধতা। বাতাস নেই, গাছপালা সব স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

'এবার কি করবে?' ভ্যানিটা জিজ্ঞেস করল।

'সেটা নির্ভর করছে যে বন্ধুরা আমাদের চুম্বকিত করার চেষ্টা করছিলেন তারা এখানে আমাদের উপস্থিতি টের পেয়েছে কি না তার ওপর।'

ম্যাগনেটিক ডিটেকটরে যে সংখ্যা সূচীত করেছিল ইয়ারমার কম্পাসের কাঁটাকে সেভাবে ঘোরালো। ওটা হ'ল ১৮-২—১৪-৬, আর নির্দিষ্ট কৌণিক দূরত্ব কুড়ি ডিগ্রি।

'এস ভ্যান', কম্পাসটা হাতে নিয়ে ইয়ারমার তার সঙ্গিনীকে আহ্বান জানালো, 'এবার আমাদের অ্যানজিবার আস্তানা খুঁজতে বেরুতে হবে।'

'এই বিশাল জঙ্গলে তা কি সম্ভব?' ভ্যানিটা দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে জিজ্ঞেস করল।

'কম্পাসের কাঁটাই আমাদের পথের নিশানা দেবে। সমস্ত ব্যাপারটার গুরুত্ব আমি যাচাই করে দেখতে চাই। যদি বুঝি আমাদের একার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয় তবে আমরা রাজধানীতে গিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে সব খুলে বলব।'

ওরা মহাকাশ যান থেকে বেরিয়ে এল। একটা তপ্ত, আদ্র আব-হাওয়া অভ্যর্থনা জানালো ওদের। যেদিকেই দৃষ্টি ফেরানো যায়, নাম না জানা অসংখ্য ফুল ওদের চোখে পড়ে—যেমন বিরাট ওদের আকার তেমন রঙের সমাহার। একটা তীব্র মিষ্টি গন্ধ ওদের যেন মাতাল করে তুলতে চাইছে। একটু শব্দ নেই, কোন কীট-পতঙ্গের দেখা পর্যন্ত নেই, যদিও শুক্রে ওদের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়।

'আমাদের মহাকাশ যান মাটি ছোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে কম্বল চাপা দেবার মত আগুন নিভিয়ে ফেলেছে সেটা আমাদের বরাত ভাল বলতে হবে,' চারদিকে চোখ বুলিয়ে ভ্যানিটা মন্তব্য করল। 'গাছের পাতা শুকিয়েএমন খরখরে হয়ে আছে যে একবার ঠিকমত আগুন ধরলে আর রক্ষে ছিল না, দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ত।'

'হুঁ।' ইয়ারমার তার কথায় সায় দিল। একটা নতুন চিন্তা তার মাথায় ঝিলিক খেলে গেল।

ভ্যানিটার বাহুতে নিজের বাহু গলিয়ে ইয়ারমার এগুবার চেষ্টা করতেই দ্রাক্ষালতার বেড়াজাল প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ালো। নানা কসরৎ করে ওরা এগিয়ে চলল।

'আমাদের ভেলার কি হবে?' ভ্যানিটা ঘাড় বেঁকিয়ে পেছন দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল। 'এই সীমাহীন জঙ্গলে ফেরার পথ কি খুঁজে পাব?'

'গাছের বাকলে ছুরি দিয়ে দাগ কাটতে কাটতে আমরা এগুবো, ওটাই হবে আমাদের পথের নিশানা।' ইয়ারমার পকেট থেকে একটা ছুরি বার করল আর প্রতিটি গাছের পাশ দিয়ে যাবার সময় তার ছালে গভীরভাবে খাঁজ কাটতে লাগল। ছুরি দিয়ে দ্রাক্ষালতা কেটে পথ করে খুব আস্তে আস্তে ওরা এগুচ্ছিল। প্রতি মুহূর্তে ইয়ারমার ওরা ঠিক পথ ধরে চলেছে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হবার জন্য কম্পাসটা দেখে নিচ্ছিল।

ওদের দু'জনের শরীর আর্দ্র আবহাওয়ায় ঘর্মাক্ত হয়ে উঠেছিল, কপাল আর মুখ বেয়ে গল্ গল্ করে নামছিল ঘামের ধারা।

'আর কতদূর?' কপালের ঘাম ঝাড়তে ঝাড়তে ভ্যানিটা একসময় জিজ্ঞেস করল।

'ঠিক বুঝতে পারছি না—'

(চোদ্দ)

ইয়ারমার হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল তারপর ডানহাতটা তুলে ভ্যানিটাকে কোন শব্দ করতে নিষেধ করল। ভ্যানিটাও শুনতে পেয়েছিল। ডাল-পালা ভাঙ্গার শব্দ—শুকনো পাতার ওপর খস্ খস্ আওয়াজ তুলে কেউ বা কারা যেন এগিয়ে আসছে।

'কেউ বোধহয় আমাদের খুঁজছে,' ইয়ারমার ফিস ফিস করে বলল। একটা বড় ঝোপের আড়াল থেকে ওরা অপেক্ষা করতে লাগল।

ক্রমেই শব্দটা এগিয়ে এল তারপরই তুলতুলে চেহারার দু'জন শুক্রের আদিবাসীকে ওরা দেখতে পেল। দু'জনেরই পরণে জীর্ণ সামরিক পোশাক, হাতে হিট্ গান (যার কথা আগেই বলা হয়েছে)। ওদের বাঁ কাঁধে একটা ব্যাজে লেখা 'এ' অক্ষরের ওপর দৃষ্টি আকর্ষণ করে ইয়ারমার বলল, 'এরা হল অ্যানজিবার সামরিক বাহিনীর লোক—তাই অ্যানজিবার আদ্য অক্ষর ব্যাজে খোদাই করা রয়েছে। ওদের কাছ থেকে অনেক খবরই পাওয়া যাবে আশা করি।'

ও উঠে দাঁড়ালো, তারপর লোক দু'টো ওর দিকে পেছন ফিরে দাঁড়াতেই লম্বা লম্বা পা ফেলে তাদের ধরে ফেলল। ওর বিশাল চেহারা আর প্রচণ্ড শক্তির কাছে শুক্রের লোক দুটি যেন শিশু। তারা কিছু বোঝবার আগেই ইয়ারমার তাদের হাত থেকে বন্দুক দু'টো ছিনিয়ে নিল। একটা সে ঝোপের আড়ালে দাঁড়ানো ভ্যানিটার দিকে ছুঁড়ে দিল আর দ্বিতীয়টা সজোরে নিক্ষেপ করতেই গাছপালার আড়ালে অদৃশ্য হ'ল।

'তোমরা আন্তগ্র'হ ভাষা জান?' ইয়ারমার কঠিন কণ্ঠে প্রশ্ন করল। ওরা ঘাড় দোলাল।

'ভাল। বাঁচতে চাওতো আমার কথার জবাব দাও নইলে ডিমের খোলার মত তোমাদের টিপে শেষ করে দেব।'

দু'জনের মধ্যে যার চেহারা একটু ভারিক্কী তাকে লক্ষ্য করে ইয়ার-মার বলল, 'তুমিই জবাব দাও। তোমরা অ্যানজিবার বিদ্রোহী দলের লোক, তাই না?'

'হ্যাঁ। তোমাদের খুঁজে বার করবার জন্য আমাদের পাঠানো হয়েছে। আমরা ফিরে না গেলে অন্যরা আসবে। তোমাদের ভেলার অবস্থান আমরা ধরে ফেলেছি।'

'তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, তবে আমিই যে তোমাদের সীমা-নায় অনধিকার প্রবেশ করেছি তা কারু জানার কথা নয়।'

'তা অবশ্য ঠিক,' শুক্রের লোকটি স্বীকার করল। 'কিন্তু এ অঞ্চলে অনধিকার প্রবেশকারী সকলের একই পরিণাম ঘটে—তাদের মরতে

হয়। আমাদের এমনভাবে কাবু করে না ফেললে তোমাদের কপালেও তাই ঘটত।'

ভানিটা বন্দুকটা বাগিয়ে ধরে ইয়ারমারের পাশে এসে দাঁড়ালো।

'অ্যানজিবার মূল ঘাঁটি এখান থেকে কতদূর?' ইয়ারমার আবার জিজ্ঞেস করল।

'প্রায় ছ' কিলো।'

'তার মানে ছ'মাইল। ওখানে কি আছে? বৈজ্ঞানিক সাজ-সরঞ্জাম নিশ্চয়ই? অ্যানজিবার চুম্বক শক্তির কৌশল অবশ্য আমার জানা আছে।'

'প্রয়োজনীয় সব কিছুই আমাদের মহান নেতার আছে,' সৈনিকটি গর্বের সঙ্গে জবাব দিল। 'সমস্ত অনুপ্রবেশকারীকে অ্যানজিবা হটিয়ে দেবে, তার আর বেশি দেরী নেই।'

'রাজনীতি নিয়ে তোমার সঙ্গে আলোচনা করার আগ্রহ আমার নেই। আমি যা জিজ্ঞেস করি তার জবাব দাও। অ্যানজিবাই কুরণা বেরির বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে—কমাণ্ডার হোলজেনের মালবাহী মহাকাশ যান ওই বেরি পৃথিবীতে নিয়ে যায়···বরং যেত বলাই ঠিক। কোথা থেকে ওই বেরি? পাঠানো হয়?'

'অ্যানজিবার নিজস্ব নগর থেকে।'

'ও, তবে শুক্রের কেন্দ্রস্থল থেকে দূরে এখানে অ্যানজিবার নগর গড়ে উঠেছে! কিন্তু এই গভীর জঙ্গলে কেমন করে তা সম্ভব হ'ল আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না, নগর গড়ে তোলার মাল-মশলাই বা কোন পথে এল?'

'আনজিবার পূর্বপুরুষের এই নগর। শুক্রে আমাদের অনেক জাতির সংমিশ্রণ ঘটেছে, আমাদের মধ্যে কেউকেউ আবার উত্তরাধিকার-সূত্রে পেয়েছি উঁচু বংশ মর্যাদা। অ্যানজিবাও বংশ মর্যাদার গর্ব করতে পারে—তাঁর পূর্বপুরুষরাই এক সময় এই নগরের অধিবাসী ছিল। এখন উনিই এই নগরের ভার নিয়েছেন। আক্রমণ, প্রতিরক্ষা এবং

সাধারণ জীবন যাপনের উপযোগী সব রকম বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাই তিনি করেছেন।'

'এবার সব পরিষ্কার হ'ল,' ইয়ারমার ঘাড় দোলাতে দোলাতে বলল, 'বেরিগুলো তবে ওখান থেকেই চালান হয়?'

'আশে-পাশের জঙ্গল থেকে ওগুলো সংগ্রহ করে নগরে প্যাক করা হয়। কমাণ্ডার হোলডেনের মত মহাকাশ পাইলটরা শুক্রের মহাকাশ বন্দর থেকে উড়ে পৃথিবীতে রওনা হবার আগে অ্যানজিবা নগরে নামে। এ জন্য নগরের আশে-পাশে জঙ্গল সাফ করা হয়েছে। গ্রীষ্ম-মণ্ডলের শহরগুলো থেকে আমরা অনেক দূরে থাকায় আর এই ঘন জঙ্গলের দরুণ ব্যাপারটা ওখানকার কর্তৃপক্ষের অগোচরে রয়ে গেছে।'

'হুঁ। ভাল কথা, যারা শুক্রে উপনিবেশ গড়ে তোলায় উদ্যোগী হয়েছে, পৃথিবীর মানুষদের দিয়েই তাদের ধ্বংস করা অ্যানজিবার উদ্দেশ্য। ওই একই কারণে পৃথিবীতে বেরি পাঠানো হচ্ছে, এ কথা কি ঠিক?'

'হ্যাঁ। অ্যানজিবার উদ্দেশ্য সফল হবেই। যারা এই ফল খাচ্ছে, বেতার তরঙ্গের ভেতর দিয়ে অ্যানজিবা তাদের হুকুম পাঠাচ্ছে।'

'তা আমি জানি।'

পরে সৈনিকটি জোর দিয়ে বলল, 'আমাদের গ্রহকে দখলকারীদের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য মহান অ্যানজিবা আরও ব্যবস্থা নেবে। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ যখন এই ফলের দাস হয়ে পড়বে তখন তাঁর হুকুমে ভাই ভাইকে, বোন বোনকে খুন করবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের অভিশপ্ত পৃথিবীতে একটি লোকও বেঁচে থাকবে, অ্যানজিবার এই হুকুমের বদল হবে না।'

ইয়ারমারের মুখের রেখা কঠিন হয়ে উঠল।

'এই তবে চরম উদ্দেশ্য, এ্যাঁ! পৃথিবীর মানুষদের একজনের বিরুদ্ধে আরেকজনকে লেলিয়ে দেওয়া, নিজেদের মধ্যে হানাহানি করে যাতে তারা ধ্বংস হয়ে যায়? পৃথিবীতে কুরণা বেরির চালান অব্যাহত থাকলেই তা সম্ভব, কিন্তু ওগুলো যাতে পৃথিবীতে না পৌঁছোয় তার ব্যবস্থা আমি করব।'

'অ্যানজিবা সফল হবেই,' সৈনিকটি সরল বিশ্বাসে বলল।

ইয়ারমার ভ্যানিটাকে বন্দুক উচিয়ে ধরে থাকতে বলে বেশ লম্বা শক্ত কিছু লতা ছুরি দিয়ে কেটে নিয়ে এল। মিনিট কয়েকের মধ্যেই লোক দু'টোকে মুরগি বাঁধা করে দুটো গাছের সঙ্গে সে তাদের বেঁধে ফেলল।

'তোমরা অ্যানজিবার হুকুমের দাস শুধু এই কারণেই তোমাদের প্রাণে মারলাম না,' লোকদুটিকে সম্বোধন করে ইয়ারমার বলল। 'পরে হয়তো তোমরা বুঝতে পারবে শুধু পারস্পরিক সহযোগিতার ওপরই জাতির ও দেশের উন্নতি নির্ভর করে। যাই হোক, তোমাদের ফিরতে দেরী হচ্ছে দেখে যারা তোমাদের খোঁজে এদিকে আসবে তারাই তোমাদের মুক্তি দেবে।'

ওরা আবার তাদের ভেলায় ফিরে চলল।

'অ্যানজিবার বিষয়ে সব কিছুই আমরা জানলাম,' গাছের বাকলে খাঁজ কাটা চিহ্ন লক্ষ্য করে হাঁটতে হাঁটতে ভ্যানিটা বলল, 'কিন্তু ওর অবস্থান প্রায় অভেদ্য, আমাদের কিছুই করার নেই।'

'হাল ছাড়ার লোক আমি নই,' ইয়ারমার জবাব দিল। 'তা ছাড়া ওর গভীর ষড়যন্ত্র আর হীন পরিকল্পনা ব্যর্থ করতেই হবে। পৃথিবীতে গৃহযুদ্ধ সৃষ্টি করে যে ভয়ানক পরিণামের মুখে মানুষকে ঠেলে দিতে ও চাইছে তা ব্যর্থ করার একমাত্র উপায় হল ওকেই ধ্বংস করা।'

'কমাণ্ডার হোলডেনের মত আর কত লোক ওর হাতে আছে কে জানে!' ভ্যানিটা বলল। 'অ্যানজিবার চাইতেও তাদের আমার বেশি ঘৃণ্য জীব বলে মনে হচ্ছে।'

'ঠিকই বলেছ। ওদের ওই ফল বয়ে নিয়ে পৃথিবীতে যাওয়া বন্ধ করতে হবে। আমরা গ্রীষ্ম মণ্ডলের রাজধানীতে গিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে সব কিছু খুলে বলব। যত তাড়াতাড়ি সেটা সম্ভব ততই মঙ্গল কারন অ্যানজিবা হয়তো আমরা কোন ব্যবস্থা নেবার আগেই সর্বাত্মক আক্রমণ আরম্ভ করে দিতে পারে।'

ওরা জোরে পা চালালো। ভেলায় ঢুকেই ইয়ারমার কনট্রোল রুমের দিকে চলে গেল। কনট্রোল বোর্ডে কম্পাসটা যথাস্থানে রেখে

সে সুইচগুলো পরীক্ষা করে দেখতে লাগল। ভ্যানিটা ইতিমধ্যে এয়ার লক্টা বন্ধ করে দিয়েছিল।

আধুনিক মহাকাশ যানে সব রকম ব্যবস্থাই ছিল। রিট্র্যাক্টেবল্ গিয়ারের সুইচ টিপতেই হেলিকপ্টারের মত পাখা অদৃশ্য কোন জায়গা থেকে তিড়িং করে ভেলার মাথায় ও পেছনে গজিয়ে উঠল। ইয়ারমার জেটগুলো চালু করতেই ওটা খাড়াভাবে ওপরে উঠতে লাগল।

(পনের)

গাছপালার মাথা ছাড়িয়ে আরও এক'শ ফুট ওপরে উঠে ইয়ারমার হেলিকপ্টারের প্রপেলার গুটিয়ে নিল ফলে ওদের যান আবার স্বাভাবিক গতি ফিরে পেল। দক্ষিণ দিক লক্ষ্য করে ওদের ভেলা উড়ছিল। তু'ঘণ্টা পর ওরা উষ্ণ মণ্ডলের রাজধানীতে পৌঁছুলো। আধুনিক এই মহানগরী বিজ্ঞানের চরম সাফল্যেরই নিদর্শন বহন করছে। শুক্রের অকর্ষিত ও প্রায় বসতিশূন্য এক বিরাট অঞ্চলকে আধুনিক পদ্ধতিতে, নানাপ্রকার কৃত্রিম প্রক্রিয়ায়, উর্বর ও বসবাসের উপযোগী করে সুন্দর শহর গড়ে তোলা হয়েছে। বহু শতাব্দী আগে আফ্রিকার গভীর জঙ্গল পরিষ্কার করে যেমন পাশ্চাত্য সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, শ্বেতকায় ও অশ্বেতকায় মানুষ পাশাপাশি সহাবস্থান করছিল, তেমন এখানেও শুক্র ও পৃথিবীর মানুষ মিলেমিশে বসবাস করছে।

মহাকাশ বন্দরে অবতরণ করে ইয়ারমার একটা অ্যারো ট্যাক্সি ভাড়া করে শুক্রে পৃথিবীর দূতের সঙ্গে দেখা করতে চলল। ওখানকার আইন শৃঙ্খলা রক্ষার অনেকটা দায়িত্ব তাঁকেই বইতে হয়। কন্সাল ভদ্রলোক তাঁর প্রশস্ত, তাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে তাদের সঙ্গে দেখা করলেন। বেশ অমায়িক ভদ্রলোক, একসময় বোধহয় সামরিক বাহিনীতে ছিলেন, কারণ চেহারায় মিলিটারী ছাপ স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। পরণে ফিট-ফাট, ধোপ-তুরস্ত পোষাক।

ওদের ক্লান্ত চেহারা আর দীর্ঘ পথ ভ্রমণে বিপর্যস্ত পোষাকের ওপর চকিত দৃষ্টি বুলিয়ে কন্সাল বললেন—'বিপদে পড়েছেন মনে হচ্ছে ?'

তিনি ইঙ্গিতে তাদের চেয়ারে বসতে বললেন আর সেইসঙ্গে বড় একটা কাচের পাত্র ভরা কমলালেবুর রস টেবিলে তাদের দিকে এগিয়ে দিলেন।

দুটো গ্লাসে ভ্যানিটা আর নিজের জন্য টলটলে রস ঢালতে ঢালতে ইয়ারমার বলল, 'আমরা যদি তৎপর না হই তবে গোটা পৃথিবীর পক্ষেই বিপদ। আমার নাম আপনি বোধহয় শোনেন নি ?'

'আবছা আবছা মনে হচ্ছে যেন শুনেছি, তবে কি প্রসঙ্গে তা ঠিক মনে পড়ছে না, মিঃ ব্রাউন।'

'তাতে অবশ্য যায় আসে না। এটুকু বলাই বোধহয় যথেষ্ট, কতগুলো জটিল বৈজ্ঞানিক অপরাধের ব্যাপারে পৃথিবীর কর্তৃপক্ষ যখন ফাঁপড়ে পড়েছিলেন তখন তাদের সাহায্য করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সে ধরণের একটা ব্যাপারই, অবশ্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, আপনাকে আমরা জানাতে এসেছি। ইদানীং পৃথিবীতে ও, ভি, এস সদস্যদের নিশ্চিহ্ন করার জঘন্য একটা চক্রান্ত চলেছে সে খবর নিশ্চয়ই আপনার কানে এসেছে। আপনি জানলে হয়তো আশ্চর্য হবেন, এই চক্রান্তের পেছনে রয়েছে অ্যানজিবা।'

কন্সালের দু'চোখ ধারালো হয়ে উঠল। 'অ্যানজিবা ! কিন্তু তাকে তো সমাজ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।'

'অ্যানজিবা শুধু ধূর্তই নয়, একজন কৃতী বৈজ্ঞানিক। অত সহজে নির্বাসন মেনে নেবার পাত্র সে নয়। শুক্রে উপনিবেশ গড়ে তোলার বিরুদ্ধে সে বিপ্লব সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। আসল ঘটনা জানবার চেষ্টায় আমাকে আর আমার এই সেক্রেটারীকে মারাত্মক সব বিপদের ঝুঁকি নিতে হয়েছে। আপনার সবকিছু জানা দরকার কন্সাল।'

"বলুন, আমার আগ্রহ হচ্ছে।'

ইয়ারমার যা যা ঘটেছিল সব খুলে বলল। কন্সাল যেন গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন, তাঁর ভুরু কুঁচকে গেল।

'চেরির সঙ্গে কুরণা বেরি!' অবশেষে তিনি একটু উষ্মাভরেই বললেন, 'এ তো সংঘাতিক কথা! আমাদের এক্ষুনি একটা ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। এ বিষয়ে আপনার অভিমত কি, মিঃ ব্রাউন ?'

'পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ করে ওখানকার কর্তৃপক্ষকে কুরণা বেরি সম্বন্ধে সচেতন করতে হবে। দিন কয়েকের মধ্যে কোন মালবাহী মহাকাশ যান পৃথিবীতে অবতরণ করবে বলে আমার মনে হয় না। কিন্তু যখনই করবে, তখনই তাদের মালপত্র আটকে কুরণা বেরি আছে কিনা তল্লাশ করতে হবে। যদি কোন মালবাহী যানে বেরি পাওয়া যায় তবে ঐ যানের কমাণ্ডারকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করা সম্বন্ধে আশা করি আপনি দ্বিমত হবেন না।'

কন্‌সাল হাত বাড়িয়ে ইন্টার-কমের স্যুইচ টিপলেন।

'পৃথিবীর সঙ্গে তাড়াতাড়ি যোগাযোগ কর—জনসাধারণের নিরাপত্তা বিভাগের স্যার কেনেথের সঙ্গে আমি কথা বলব।'

স্যুইচ নিভিয়ে কনসাল ইয়ারমারের দিকে ফিরে বললেন, 'ও ব্যবস্থা করা কঠিন হবে না, কিন্তু অ্যানজিবার বিষয়ে কি করা যায়? আপনার মুখে যা শুনলাম, চারদিকে সুরক্ষিত অবস্থায় সে তার পূর্বপুরুষের নগরে বেশ বহাল তবিয়তে আছে। অবশ্য আপনার কম্পাসের নির্দেশমত নির্দিষ্ট জায়গা লক্ষ্য করে আমরা আকাশ থেকে বোমা বর্ষণ করতে পারি।'

ইয়ারমার ঘাড় নাড়ল। 'তাতে সুবিধে হবে না। আপনাকে আগেই বলেছি, অ্যানজিবার প্রচণ্ড আকর্ষক চৌম্বক যন্ত্রপাতি আছে। আপনার প্রতিটি বিমান কিংবা মহাকাশ যান ওর এলাকায় ঢুকলেই চুম্বকের আকর্ষণে মাটিতে আছড়ে পড়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। আমরা এটাও ধরে নিতে পারি, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি দিয়ে সে তার নগরকে এমন সুরক্ষিত করেছে যে বোমাবর্ষণ করেও লাভ হবে না কারণ সব রকম বিস্ফোরক পদার্থের গুণাগুণ নষ্ট করে দেবার ক্ষমতা ও'সব যন্ত্রপাতির নিশ্চয়ই আছে।'

'ও ধরা ছোঁয়ার বাইরে এ হতেই পারে না,' কন্‌সাল অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে উঠলেন। 'পথ একটা খুঁজে বার করতেই হবে।'

ইয়ারমার কোন জবাব দেবার আগেই রেডিওফোনে সঙ্কেতজ্ঞাপক শব্দ বেজে উঠল।

'আমার পৃথিবীর কল্।······হ্যালো—স্যার কেনেথ? কেমন

আছেন ? আমি কন্‌সাল মারসডেন বলছি। পৃথিবীতে চেরি থেকে যে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে সে বিষয়ে জরুরী খবর আছে। আমার সামনে একজন খুব সাহসী মানুষ বসে আছেন, সঙ্গে একজন সাহসী ভদ্রমহিলা। এই রহস্যের মূল আবিষ্কারের আশায় মারাত্মক সব ঝুঁকি ওরা নিয়েছেন, সফলও হয়েছেন। আমি পরপর ঘটনা বলে যাচ্ছি, আপনি রেকর্ড করে নিন।'

কন্‌সাল যেমনটি শুনেছিলেন তার পুনরাবৃত্তি করতে লাগলেন ; ইয়ারমার আর ভ্যানিটা নিঃশব্দে বসে শুনতে লাগল। তাঁর বক্তব্য শেষ হবার পর কন্‌সাল ষাট কোটি মাইল দূর থেকে ভেসে আসা কথায় কান দিলেন। ইয়ারমার আর ভ্যানিটা কিছু শুনতে পাচ্ছিল না কিন্তু তারা লক্ষ্য করে দেখল কন্‌সালের মুখের রেখা একটু একটু করে বদলে যাচ্ছে—প্রথমে বিস্ময় তারপর বিরক্তির চিহ্ন তাঁর মুখের রেখায় ফুটে উঠল স্পষ্ট।

'আমি ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি না,' প্রতিবাদের স্বরে তিনি বলে উঠলেন। 'যদি তাও হয়, কেবল ওই কারণে আপনি চুপ করে বসে থাকতে পারেন না!'

বেশ কিছুক্ষণ তিনি পৃথিবীর কথা শুনলেন।

'এ ব্যাপারে সামান্য ভুল কিন্তু সাংঘাতিক বিপর্যয় ঘটাতে পারে—আমি পরে আবার আপনার সঙ্গে কথা বলব।'

কন্‌সাল স্যুইচ অফ্ করে ইয়ারমারের দিকে ফিরে তাকালেন।

'আপনার উপদেশ ওরা মানতে রাজী নয়, মিঃ ব্রাউন। সত্যি কথা বলতে কি, আমার একটা কথাও স্যার কেনেথ বিশ্বাস করেছেন বলে মনে হয় না—আর যদি করেও থাকেন তবে তাঁর······মানে পৃথিবীর কর্তৃপক্ষের ধারণা চেরি ঝামেলার আপনিই প্রধান কারণ।'

'কি বললেন!' ভ্যানিটা যেন বিস্ময়ে থ' বনে যায়।

'আমার অবস্থা অবশ্য আলাদা,' কন্‌সাল মৃদুকণ্ঠে বললেন। 'আপনার সব কথাই আমি বিশ্বাস করেছি, কিন্তু পৃথিবীতে একটা খুনের দায়ে আপনার বিরুদ্ধে হুলিয়া আছে।'

'হায় ভগবান!' ইয়ারমার অবিশ্বাস ভরে বলে উঠল। 'আপনি কি

বলতে চান ওই ব্যাপারটাই বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে ?'

'ঠিক তা নয়। পৃথিবীর কর্তৃপক্ষের ধারণা বেরি সংক্রান্ত সবকিছু গোলমালের পেছনে আছেন আপনি তাই আপনাকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করতেই আপনি সেক্রেটারিকে নিয়ে মহাকাশে পালিয়েছেন। তখন থেকে পৃথিবীতে আর আপনাকে দেখা যায় নি। শুক্রের সেই লোকটির ব্যাপারে সন্দেহ করা হচ্ছে সে আপনার কথামত কাজ না করায় আপনি তাকে খুন করেছেন।'

'এ যেন তিলকে তাল করা,' ভ্যানিটার কণ্ঠস্বরে বিরক্তি আর রাগ ফেটে পড়ল।

'আপনি যদি কেবল পৃথিবীর কিংবা কেবল শুক্রের মানুষ হতেন তবে হয়তো ব্যাপারটা এমন গড়াতো না, কন্‌সাল একটু অস্বচ্ছন্দ-ভাবে নড়েচড়ে বসে বললেন, 'আপনি···একজন আধা পৃথিবী, আধা মঙ্গলের মানুষ···পৃথিবীর কর্তৃপক্ষের ধারণা আপনার পক্ষে সবকিছুই সম্ভব।'

ইয়ারমার ছ'কাঁধ ঝাঁকালো। 'শুক্রের লোকটির মৃত্যুর কারণ যে আমি তা ঠিক, কিন্তু পৃথিবীতে যারা কুরণা বেরি বিতরণের ভার নিয়েছে, ও ছিল সেই জঘন্য দলের একজন। ওর মৃত্যু হওয়ায় পৃথিবী একজন শত্রুমুক্ত হয়েছে, কিন্তু ওখানকার কর্তৃপক্ষ কেবল আইনের দিকটাই দেখছেন। আমার কথায় কান না দিয়ে গোটা পৃথিবীর লোককে বিপদের মুখে তারা ঠেলে দিচ্ছেন, এ যেন কল্পনাও করা যায় না।'

'ওরাই মজাটা টের পাবেন।' ভ্যানিটা ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠল। 'ওদের শিক্ষা হওয়া উচিত।'

ইয়ারমারের মুখ চিন্তাকুটিল হয়ে উঠল।

'স্যার কেনেথ কি চেরি সম্বন্ধে কিছু বললেন ? এখন পৃথিবীর অবস্থা কেমন ?' ও জিজ্ঞেস করল।'

'একই রকম। এখান থেকে আরও চেরি রপ্তানি মালের সঙ্গে গেছে কিনা তা তিনি বলেন নি। আর কোনো ও, ভি, এস সদস্যের মৃত্যুর কথাও বলেন নি। বোধহয় পুলিশ ইন্সপেকটরকে আপনি যে উপদেশ দিয়েছিলেন তার কিছুটা কার্যকরী হয়েছে।'

'হ্যাঁ, সেই সঙ্গে খুনের অভিযোগটাও ওরা কার্যকরী করতে চান,' ইয়ারমার তিক্ত কণ্ঠে বলল। 'আমি যা জেনেছি সবই বলেছি, সকলের সহযোগিতা ছাড়া আমার আর কিছু করার নেই। আমার সামনে একমাত্র যে পথ খোলা তা হ'ল পৃথিবীতে গিয়ে আত্মসমর্পণ করা তারপর বিচারের সময় যুক্তিতর্ক দিয়ে আসল সত্যটা প্রমাণ করা। ইতিমধ্যে গোটা পৃথিবীর মানুষের অস্তিত্বই বিপন্ন হবে।'

'আমি অবশ্য তা মানতে পারছি না।' কন্‌সাল স্পষ্ট কণ্ঠে বললেন। 'পৃথিবীর অনুমতি ছাড়া কোন ব্যবস্থা নেবার অধিকার আমার নেই, কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমি আইন কানুনের জটিলতার মধ্যে না গিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেব···ঘুরিয়ে বলতে গেলে এই দাঁড়ায়, আমি আপনার সব কথা বিশ্বাস করছি।'

'অনেক ধন্যবাদ', ইয়ারমারের মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল।

'আমি ঘটনাস্থলে আছি, সমস্ত ব্যাপারটার গুরুত্ব আমার পক্ষে যতটা উপলব্ধি করা সম্ভব, স্যার কেনেথ আর তাঁর আমলাদের পক্ষে তা সম্ভব নয়। আমরা এখানে সরাসরি অ্যানজিবার বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে পারি, ওঁরা কেবল চেরি চালান বন্ধ করতে পারেন। ফোন আসার আগে আমাদের পুরনো আলোচনায় ফিরে যাওয়া যাক। অ্যানজিবাকে ধ্বংস করতে হবেই, এ বিষয়ে আপনার পরামর্শ আমি চাই।'

'খুব সহজ অথচ কার্যকরী উপায় হচ্ছে আগুন।' ইয়ারমার জবাব দিল।

'আগুন! আপনি কি বলতে চাইছেন?'

'অ্যানজিবার নগর হচ্ছে গভীর অরণ্যের ঠিক মাঝখানে—যদি ওই নগরের চারপাশের জঙ্গলে আগুন লাগানো যায়?'

'ও আগুন নিভিয়ে ফেলবে, ওর নিশ্চয়ই আগুন নেভাবার সাজ সরঞ্জাম আছে।'

'আপনি বলতে চাইছেন, আগুন নেভাবার চেষ্টা করবে,' ইয়ারমার শান্তকণ্ঠে বলল। 'গাছগুলো কত উঁচু, ডালপালা আর লতাপাতা কত ঘন তা একবার ভেবে দেখুন। লেলিহান আগুনের শিখা চারপাশ

থেকে ওর নগরকে ঘিরে ধরবে। ওর গুদোমে যে সব দাহ্য পদার্থ আছে সেগুলো জ্বলে উঠবে। ওর আগ্নেয়াস্ত্র, বোমা সব কিছুই বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। বিস্তীর্ণ অরণ্য অঞ্চল জুড়ে আগুন নেভাবার মত অত লোক ওর আছে বলে আমি মনে করি না। আর যদি আমরা দেখি ওর সাঙ্গপাঙ্গরা আগুন নিভিয়ে ফেলছে তখন আমরা ওপর থেকে বোমা ফেলে ওদের গুঁড়িয়ে দেব। আগুন নেভাবার কাজেই ওরা ব্যস্ত থাকবে সুতরাং আমাদের দিকে নজর দিতে পারবে না।'

'ওর পালাবার পথ থাকবে না,' কন্‌সাল একটু চিন্তা করে বললেন। 'হ্যাঁ, আপনার প্রস্তাব আমার মনে ধরেছে। তবে আমরা সফল হলে পৃথিবীর কর্তৃপক্ষ আমাদের হয়তো সমর্থন করবেন না, তারা বলবেন কাজটা খুবই নিষ্ঠুর হয়েছে। আমার উচিত ছিল অ্যানজিবাকে পুড়িয়ে না মেরে তাকে এবং তার সঙ্গীদের গ্রেপ্তার করা তারপর বিচারের জন্য পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেওয়া।'

'নিষ্ঠুর এক খুনীর ব্যাপারে যদি ভাবপ্রবণতার প্রসঙ্গ আসে তবে আইন বাঁচিয়ে চলার পথও আছে। বেতার মারফৎ ওকে সতর্ক করে বলুন যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে—ধরুন ঘণ্টা দুই—ও আত্মসমর্পণ না করে তবে পরিণামের জন্য আপনি দায়ী হবেন না। আপনি সতর্ক বাণীটা রেকর্ড করে রাখুন, পৃথিবীর কর্তৃপক্ষের কানেও ওটা পৌঁছে দিন। তবে এত সব সত্ত্বেও অ্যানজিবার পালাবার পথ আছে এ কথা আমাদের ভুললে চলবে না।'

'পালাবার পথ আছে? শুক্রের সভ্য সমাজে ওর স্থান নেই, এ কথা মনে রাখবেন। ও যাবে কোথায়?'

'ওর নিশ্চয়ই মহাকাশ যান আছে, হয়তো একটার বেশিই আছে। ইঁদুরের যাঁতিকলের মত আগুনে আটকা পড়লে ওটা নিয়ে ও মহাকাশে সরে পড়বে। ও কোথায় যাবে তাতে যায় আসে না কারণ সেখানে তাকে যেতে দেওয়া হবে না।'

আপনি ওকে অনুসরণ করবেন?'

'...এবং ধ্বংস করব,' ইয়ারমার শান্তকণ্ঠে জবাব দিল। 'ও শুধুমাত্র একজন বিদ্রোহী নয়, পৃথিবীর প্রতি মনে মনে যে বিজাতীয় ঘৃণা আর

বিদ্বেষ পোষণ করে তা সমগ্র মানবজাতির পক্ষেই বিপজ্জনক। ওর ধ্বংসের ওপর নির্ভর করছে কোটি কোটি মানুষের নিরাপত্তা।'

কয়েক মুহূর্ত একটা অখণ্ড নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল। কন্সাল ঠোঁট দু'টো শক্ত করে চিন্তা করতে লাগলেন। তারপর একসময় ডেস্ক চাপড়ে তিনি বললেন, 'ঠিক আছে। আমরা তাই করব, মিঃ ব্রাউন। পরে পৃথিবীর কর্তৃপক্ষের কাছে জবাবদিহি করা যাবে। ভাল কথা, অভিযান আরম্ভ করার আগে আপনারা দু'জন খেয়েদেয়ে বিশ্রাম করে নিন। পোষাক বদল করাও দরকার। আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

(ষোলো)

কয়েক ঘণ্টা বাদে ওরা খেয়েদেয়ে বিশ্রাম করে কন্সালের অফিসে আবার ফিরে এল। ওদের শরীর অনেকটা ঝরঝরে হয়ে গেছে।

'আপনার কম্পাসে যে কেন্দ্রবিন্দুটা সূচীত করছে তার উত্তর, দক্ষিণ, পূব আর পশ্চিমে আমি চারটে বাহিনী পাঠিয়েছি, মিঃ ব্রাউন,' কন্সাল তাঁর অভিযানের পরিকল্পনা ইয়ারমারকে বোঝাতে লাগলেন। 'অ্যানজিবা নগরের আনুমানিক অবস্থান থেকে তিন মাইল দূরে ওরা ঘাঁটি গাড়বে। বেতার চালিত বিমানপোতে ওদের নিয়ে যাওয়া হবে। প্যারাসুটের সাহায্যে ওরা মাটিতে নামবে, ফলে বিমানের ইঞ্জিনের বৈদ্যুতিক প্রবহণ কিংবা শব্দের কম্পন অ্যানজিবা ধরতে পারবে না।'

'চমৎকার,' ইয়ারমার সোৎসাহে বলল।

'ওদের সঙ্গে বেতারযন্ত্র থাকবে,' কন্সাল বলতে লাগলেন, 'যদি ওদের বেতার ঘোষণা অ্যানজিবার বেতারে ধরা পড়ে—ধরা পড়বে সে জানা কথা, তখন আর তার করার কিছু থাকবে না কারণ ততক্ষণে আগুন শুরু হয়ে যাবে। আমার এখন একমাত্র কর্তব্য হল আত্মসমর্পণের জন্য ওকে চরমে প্রস্তাব দেওয়া। তার ব্যবস্থাও আমি করে ফেলেছি।'

কন্সাল তাঁর ডেস্কের ওপর মাইক্রোফোনটার স্যুইচ অন্ করে

লালবাতি সঙ্কেতের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। একটু পরেই আলো জ্বলে উঠল।

'পৃথিবীর রাষ্ট্রদূত বলছি, শুধু অ্যানজিবার জন্য,' কন্সাল করেই ইচ্ছে কথাটার ওপর জোর দিলেন। 'তোমাকে আমি সতর্ক করে দিচ্ছি। পৃথিবীতে কুরণা বেরি যে সর্বনাশা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে তার সঙ্গে তোমার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আমাদের গোচরে এসেছে। এই ঘোষণা মারফৎ তোমাকে জানানো হচ্ছে যে, তোমার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরওয়ানা জারি করা হয়েছে, এবং তোমার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগের মধ্যে নরহত্যা হল একটি। যেহেতু অরণ্যে তোমার ঘাঁটিতে প্রবেশ করা অসুবিধে—যদিও তার সঠিক অবস্থান আমরা জানতে পেরেছি—তোমাকে আত্মসমর্পণের জন্য দু'ঘন্টা সময় দেওয়া হচ্ছে। তুমি যদি এ প্রস্তাবে রাজি হও তবে তোমাকে বিনা বাধায় উষ্ণ মণ্ডলের বিমান-বন্দরে নামতে দেওয়া হবে। তুমি যদি রাজি না হও কিংবা এই গ্রহ থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা কর তবে তার পরিণামের জন্য আমরা দায়ী হব না। তোমার জবাবের অপেক্ষা করছি।'

কন্সাল স্যুইচ অফ করে ইন্টারকমের দিকে ফিরে বললেন, 'রেকর্ডে ঠিকমত তুলতে পেরেছ ?'

'হ্যাঁ স্যার, খুব ভাল এসেছে,' জবাব এল।

কন্সাল মাথা দোলালেন, ঘড়ির দিকে তাকালেন তারপর ইয়ার-মারের দিকে ফিরে বললেন, 'মহাকাশে আমার লোকেরা লক্ষ্য রাখছে যেন ওখান দিয়ে পালাতে না পারে। যদি অবশ্য তা ঘটে তবে আপনি যাতে ওকে অনুসরণ করতে পারেন তার জন্য একটা হাল ফ্যাসানের দ্রুতগামী মহাকাশযান প্রস্তুত রাখা হয়েছে।'

'ধন্যবাদ।'

আবার নিস্তব্ধতা। কন্সাল ঘড়ির কাঁটার দিকে লক্ষ্য রাখছিলেন। পাঁচ মিনিট কেটে যাবার ঠিক মুখে লাউডস্পীকার আবার প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। একজনের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, বেশ কষ্ট করে ইংরেজী বলছে তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

'পৃথিবীর রাষ্ট্রদূত, আমি অ্যানজিবা বলছি। আমাকে চরম প্রস্তাব

দেবার যে আকস্মিক সিদ্ধান্ত আপনি নিয়েছেন তা আমার মনে দাগ কাটতে পারেনি। এই প্রস্তাব আপনাদের গ্রহের মানুষদের বাগাড়ম্বরই প্রকাশ করছে, যা আপনাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য। আপনি আশা করছেন আপনার হুকুমমত আমি কাজ করব!

'আমি একটা উদ্দেশ্যের জন্য সংগ্রাম করছি—সে উদ্দেশ্য হল আমার গ্রহের প্রতিটি নর নারীর নিজের মতৃভূমিতে পূর্ণ স্বাধীনতা। আমি শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে সেই মহৎ কাজের জন্য সংগ্রাম করে যাব। যদি এই কারণে পৃথিবীর সমস্ত জীবকে ধ্বংস করার প্রয়োজন হয় তবু আমি পেছু-পা হব না। এই হল আমার জবাব।'

'আমিও এই আশা করেছিলাম,' ইয়ারমার দু'কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল। 'আমি আর আমার সেক্রেটারি তবে চলি। অ্যানজিবাকে পালাবার চেষ্টা করতেই হবে, আমরাও প্রস্তুত থাকব।'

কন্সাল ইন্টারকমের বোতাম টিপে বললেন, 'জঙ্গলে আগুন লাগাবার জন্য আমাদের লোকের কাছে সংবাদ পাঠাও।' ইয়ারমারের দিকে ফিরে বললেন, 'সংকেতটা হল বেতারে একটা মাত্র গুঞ্জনের মৃদু শব্দ, অ্যানজিবা ওটার তাৎপর্য বুঝতে পারবে না।'

তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আপনাদের দু'জনের সৌভাগ্য কামনা করি—পৃথিবীতে আপনার বিরুদ্ধে যে হাস্যকর অভিযোগ আনা হয়েছে তা খণ্ডন করার যথাসাধ্য চেষ্টা আমি করব, এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।'

ইয়ারমার তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে ভ্যানিটাকে সঙ্গে করে কন্সালের অফিস থেকে বেরিয়ে এল। বাইরে একজন কর্মচারী তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। মহাকাশ বন্দরে তাদের নিয়ে যাওয়া হল। তাদের জন্য যে যান প্রস্তুত রাখা হয়েছিল তা সত্যিই একেবারে হাল্ ফ্যাসানের, যন্ত্রপাতিও সর্বাধুনিক। সুইচ প্যানেলে কম্পাসটাও ইয়ারমারের চোখে পড়ল। কন্সাল সব কিছুর দিকে নজর রেখেছেন।

এয়ার লকের শেষ অংশটা ভ্যানিটা আটকে দিল। ইয়ারমার পাওয়ার প্ল্যান্টের সুইচ টিপতেই ওদের যান স্বচ্ছন্দ গতিতে ধাতব রানওয়ে দিয়ে ওপরে উঠে গেল তারপর চলল উত্তরদিক লক্ষ্য করে।

ভ্যানিটা তার পাশে এসে দাঁড়ালো।

'অ্যানজিবা কতক্ষণ আগুনের সঙ্গে লড়াই করতে পারবে বলে তোমার মনে হয়?'

'সেটা নির্ভর করছে ওর লোকবল আর আগুন নেভাবার যন্ত্রপাতির দক্ষতার ওপর। তবে যখন কয়েকশ' ফুট উঁচু প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছগুলো জ্বলন্ত অবস্থায় চারপাশ থেকে ভেঙ্গে পড়তে থাকবে, দালান-কোঠা জ্বলে উঠবে, তখনই ওর পালাবার পথ খুঁজতে হবে।'

ভ্যানিটা আগুনের শিখা চোখে পড়ার আশায় জানালা দিয়ে দিগন্তের দিকে দৃষ্টি মেলে দিল। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই ওটা তার চোখে পড়ল। প্রথমে ধূসর এক প্রলেপের মত, তারপর তাদের যান যতই এগুতে লাগল, মনে হতে লাগল যেন ঢেউ খেলানো ঘন কুয়াশা ওপর দিকে উঠছে, তারপর একসময় বিশাল অঞ্চল জুড়ে হোমের আগুনের মত প্রদীপ্ত শিখা তাদের চোখে পড়ল। বিশাল অরণ্য যেন ক্রুদ্ধ উল্লাসে জ্বলছে। আগুনের স্ফুলিঙ্গ ঠিকরে পড়ছে, আগুনের ঝলক আর ধুম্রকুণ্ডলী হাজার ফুট উঁচু হয়ে আকাশের সঙ্গে যেন একাকার হয়ে গেছে। বিদ্যুৎগতিতে দাবানল ছড়িয়ে পড়ছিল। অরণ্যের কেন্দ্রে তখনও আগুন ধরেনি, সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে ওখানেই অ্যানজিবার এলাকা, ধোঁয়ার জন্য কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

হাজার ফুট উঁচুতে ইয়ারমার তার যানটিকে নিয়ে চক্কর দিচ্ছিল। তার অনুমানই ঠিক, আনজিবা আর তার অনুচররা আগুন নেভাতে এত ব্যস্ত ছিল যে চৌম্বকযন্ত্র ব্যবহারের কথা তাদের নিশ্চয়ই মনে জাগে নি কারণ তাদের যানকে নিচে টেনে আনার কোন লক্ষণই টের তারা পেল না।

আরও কিছুক্ষণ পর আগুনের প্রচণ্ডতা তীব্রতর হল। শুক্রের অস্বাভাবিক উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় শুকনো ডাল-পাতা জ্বালানির কাজ করছিল ফলে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠা আগুনের লেলিহান শিখা ভয়াবহ বিধ্বংসী রূপ নিয়েছিল। অসংখ্য কীট পতঙ্গ ওই আগুনে ছটফট করতে করতে পুড়ে মরছিল।

ইয়ারমার রেডিওটা চালালো, কিন্তু ওটা থেকে কোন শব্দই আসছিল

না। অ্যানজিবা যে ভাবেই তার বাহিনীকে পরিচালনা করুক না কেন, বেতার মারফৎ সে কোন নির্দেশ দিচ্ছিল না এটা সুস্পষ্ট।

এক ঘন্টা কেটে গেল, দু'ঘন্টা। মাইলের পর মাইল বন জ্বলছে, কিন্তু অ্যানজিবার রাজধানী যে কেন্দ্র অঞ্চল সূচিত করছে সে জায়গাটা ধোঁয়ার মেঘে ঢাকা পড়েছে। বেতার নিস্তব্ধ, কোন মহাকাশযানকেও মহাকাশে পাড়ি দেবার চেষ্টা করতে দেখা গেল না।

'ব্যাপার কিছু আমি বুঝতে পারছি না,' ভ্যানিটা মহাকাশযানের গবাক্ষ থেকে চোখ ফিরিয়ে বিহ্বল কণ্ঠে বলল। 'অ্যানজিবার এলাকার চারধারে যত গাছপালা, উদ্ভিদ ছিল আগুনে সব প্রায় শেষ হয়ে গেছে। তবুও পালাবার চেষ্টা করছে না কেন? তোমার কি মনে হয় যেমন ভাবেই হোক ও বেঁচে গেছে?'

'আমিও বুঝতে পারছি না ভান,' নিচে আগুনের দিকে তাকিয়ে ইয়ারমার জবাব দিল। 'একমাত্র সমাধান হচ্ছে ওখানে কি ঘটছে সেটা স্বচক্ষে দেখা।'

'তার মানে তুমি ওখানে নামতে চাও?' ভ্যানিটা আঁতকে উঠল।

'হ্যাঁ।'

'তবে আর আমাদের বাঁচতে হবে না, অ্যানজিবা হয়তো ওটাই আশা করে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।'

ইয়ারমার কাঁধ ঝাঁকালো। 'আমরা এখান থেকে শুধু আন্দাজের ওপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত থাকতে পারি না।'

সে তার যানকে খাড়াভাবে ঝাঁপ দেবার মত ভাসমান ধোঁয়ার কুণ্ডলীর ভেতর দিয়ে নিচে নিয়ে এল তারপর একসময় যেখানে অ্যানজিবার রাজত্ব ছিল সেখানে ছাঁই গাদার ওপর অবতরণ করল। এখানে ধোঁয়ার ঘনত্ব অনেক কম ছিল। চারদিকে ধ্বংসের চিহ্ন। অ্যানজিবার পূর্বপুরুষের নগরী আয়তনে যে বেশ বড় ছিল তা বুঝতে কষ্ট হয় না। প্রাচীন প্রস্তরযুগীয় স্থাপত্যশিল্প ওদের চোখে পড়ল। বেশীর ভাগ অট্টালিকাই ধ্বংস হয়ে গেছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ অট্টালিকার ওপর ভেঙ্গে পড়ায় যা ক্ষতি হয়েছিল আগুন বাকিটুকু সমাপ্ত করেছে। যেসব দালান এখনও দাঁড়িয়ে আছে সেগুলো আগুন

আর ধোঁয়ায় পোড়া কাঠের মত কালো হয়ে গেছে। আশ্চর্য, একটি প্রাণীও তাদের চোখে পড়ল না। অরণ্যের ওই ভয়াবহ আগুনের ভেতর দিয়ে পথ করে কেউ যে নিরাপদ আস্তানায় আশ্রয় নেবে তা অবিশ্বাস্য—কোন সামরিক বিমান কিংবা মহাকাশযানের চিহ্ন নেই।

মহাকাশযানের গবাক্ষ দিয়ে যতটা সম্ভব দৃষ্টি বুলিয়ে ইয়ারমার বলল, 'নিশ্চয়ই ওরা সুড়ঙ্গ পথে পালিয়েছে। এমন প্রাচীন শহরের মাটির তলায় অনেক সুরঙ্গ পথ থাকা সম্ভব। হয়তো জঙ্গলের সীমানা ছাড়িয়ে ওদের মুখ শেষ হয়েছে, আগুনের কবল থেকে ওটাই একমাত্র রক্ষা পাবার উপায়। এই সম্ভাবনার কথা আগে ভাবিনি, এখন ছাইয়ের গাদা সরিয়ে মাটি খুঁড়ে দেখা সম্ভব নয়।'

'ওর যে সব বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির কথা শুনেছি, সেগুলোর কি হবে? এ জায়গাটায় এখনও তেমন আগুন লাগেনি, ওগুলো নিশ্চয়ই এখনও ধ্বংস হয়নি।'

'আমরা চারদিকে খোঁজ করলে হয়তো সন্ধান পাব, সব দালান-কোঠা তো ধবংস হয়নি। মনে রেখ, এটা শহরের একটা অংশ মাত্র। তবে ওর যন্ত্রপাতিতে আমার তেমন আগ্রহ নেই, ওকেই আমার চাই। অবাধে ঘোরাফেরা করার স্বাধীনতা ওর যতক্ষণ আছে, মানবজাতির নিরাপত্তাও ততদিন অনিশ্চিত।'

ঠিক সেই মুহূর্তে বেতার সরব হয়ে উঠল।

'ইউনিট ফোরের কমাণ্ডার বলছি। অ্যানজিবা এবং তার জনাকয়েক অনুচরকে আগুনের সীমানার বাইরে দেখা গেছে। পাঁচজন বিদ্রোহী সংঘর্ষে মারা গেছে, বাকী সবাইকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অ্যানজিবা একটা মহাকাশ যানে পালিয়েছে। ওটা জঙ্গলের কোথাও লুকানো ছিল, আগুন এ দিকটায় এখনও তেমন লাগেনি। ওদের দল একটা সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে উঠে এসেছিল। আমরা ওটার মুখ লক্ষ্য রাখছি।'

'জরুরী ব্যবস্থা হিসেবে অ্যানজিবা তার শহর থেকে দূরে মহাকাশ-যান তৈরী রেখেছিল,' ইয়ারমারের কণ্ঠে উত্তেজনার আভাস ভ্যানিটার কান এড়ালো না। ইউনিট ফোরের পর্যবেক্ষক দল তৎপর না হলে আমরা ওর গতিবিধির কথা জানতেও পারতাম না।

(সতেরো)

ওদের যানের পাওয়ার প্ল্যান্ট মাটিতে অবতরণ করার দরুণ শুধু মৃদু গুঞ্জন করছিল। ইয়ারমার ওটাকে পুরো চালু করার সঙ্গে সঙ্গেই ওদের যান ধোঁয়ার কুণ্ডলী ভেদ করে সবেগে ওপরে উঠতে শুরু করল। ধোঁয়ার পর এল মেঘ। ইয়ারমার এবার আকাশে ওড়বার সাধারণ গীয়ার বন্ধ রেখে জেটগুলো কাজে লাগালো। মাথা ঝিম ঝিম করে ওঠে এমন বেগমাত্রায় শুক্রের ছায়াময় সাদা আস্তরণের বায়ুমণ্ডল ভেদ করে ওরা সোজা ওপরে উঠতে লাগল। মহাকাশযানের গবাক্ষের ওপর বাতাসের গর্জন যেন আছড়ে পড়তে লাগল। ওটার তলদেশের চাপ বেড়েই চলল।

তারপর একসময় বাতাসের শোঁ শোঁ তীক্ষ্ণ আর্তনাদ স্তিমিত হয়ে এল, ভাসমান বাষ্প পাতলা হল, আর ওদের যান মহাকাশযানের ভূমিকায় সশব্দে শূন্য লক্ষ্য করে ছুটে চলল। শুক্রের প্রকাণ্ড গোলক নিচে, অনেক নিচে, ক্রমেই আবছা হয়ে এল। ভ্যানিটা গবাক্ষর পাশে দাঁড়িয়ে বাইরে লক্ষ্য রাখছিল। প্রচণ্ড গতির আবেগে তার শরীর টলে উঠল। ইয়ারমারও স্যুইচ থেকে হাত না সরিয়ে যতদূর দৃষ্টি যায় অতল গহ্বরের দিকে উঁকি মেরে দেখল। সূর্যের তীব্র তেজোময় আলোকচ্ছটার দরুণই তাকে হু'চোখ কুঁচকে তাকাতে হচ্ছিল।

'ওই যে,' ভ্যানিটা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল। 'বাঁ দিকে—ওই তারা-গুলোর ধারে।'

ইয়ারমার সেদিকে দৃষ্টি ফেরালো। কয়েক মুহূর্তের চেষ্টায় বহুদূরে যে ঝকমকে রূপোলী বিন্দু ভ্যানিটার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল সেটা ইয়ারমার দেখতে পেল। হাঁটাচলার ক্ষমতা কমে আসায় যে জড়ত্ব এসেছিল, ইচ্ছেশক্তির অদম্য প্রচেষ্টায় তাকে জয় করে, ভ্যানিটা টেলিস্কোপ জোরে ঘুরিয়ে বিন্দুটাকে লক্ষ্যস্থির করল।

'মহাকাশযান সে বিষয়ে সন্দেহ নেই,' সে বলে উঠল। 'অ্যানজি-রাই ওটা চালাচ্ছে আমরা ধরে নিতে পারি। ওটা প্রচণ্ড গতিতে

ছুটছে, আমাদের চাইতেও জোরে, বিন্দুটা ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে।'

'কোনদিকে যাচ্ছে?'

'সূর্যের দূর দিয়ে—অর্থাৎ পৃথিবীর কক্ষের দিকে। কিন্তু পৃথিবীতে নামার মত বোকামি ও নিশ্চয়ই করবে না!'

'তা ঠিক—মঙ্গলেও অবতরণ করা ওর পক্ষে নিরাপদ হবে না। ওখানেও পৃথিবীর মানুষের উপনিবেশ আছে। কোন গ্রহেই ওর জায়গা হবে না; ও বোধহয় নিজেও মনস্থির করতে পারে নি কোথায় যাবে। হয় তো অজানা কোন গ্রহে ও চেষ্টা করবে।'

'তবে আর আমরা বিপদের মধ্যে যাই কেন? একজন বহিষ্কৃত ব্যক্তি হিসেবে কোথাও ওর ঠাঁই নেই, এটাই তো যথেষ্ট।'

'ওকে তুমি চেন না ভ্যান্। ওর পক্ষে সবকিছুই সম্ভব। যতদিন বেঁচে থাকবে গোটা দুনিয়ার পক্ষে ও বিপদের কারণ হয়ে থাকবে। ও যদি কোথায় যাবে মনস্থির করতে না পেরে থাকে তবে আমিই ওকে পথের নিশানা বাতলে দেব।'

ইয়ারমার ভ্যানিটাকে আর কিছু খুলে বলল না।

'তুমি বাংকে শুয়ে পড় ভ্যান, আমি গতি বাড়িয়ে ওকে ধরবার চেষ্টা করি।'

ভ্যানিটা তার নির্দেশ পালন করল।

ইয়ারমার গতিবৃদ্ধির যন্ত্রটায় আরও চাপ দিল। ওদের যানের পেছনের সরু নল দিয়ে এক ঝলক বাষ্প বেরিয়ে এল, তারপরই ওটা বিপুল বেগে অ্যানজিবার ভেলা লক্ষ্য করে সমকোণ ধরে এগিয়ে চলল।

ইয়ারমার গতি বৃদ্ধি করেই চলল। এমন অবস্থা দাঁড়ালো যে ভয়ানক একটা চাপ তাকে তার আসনে যেন ঠেলে ধরল, নিশ্বাস নিতে খুব কষ্ট হতে লাগল। ভ্যানিটা অনড় অবস্থায় চীৎ হয়ে শুয়েছিল, অস্বাভাবিক চাপ সৃষ্টি হওয়ায় তার বুকের ওঠা-নামা বোঝাই যাচ্ছিল না, জ্ঞান না হারাবার জন্য মনের সঙ্গে তাকে রীতিমত যুদ্ধ করতে হচ্ছিল।

টেলিসকোপের ভেতর দিয়ে আানজিবার ভেলাকে বিন্দুর মতই

দেখা যাচ্ছিল। ইয়ারমার নিজেই ওই যন্ত্রের ভেতর দিয়ে পর্যবেক্ষণ করছিল, তবে ওটা সে করছিল টেলিসকোপের প্রিজম্যাটিক আইপীসে চোখ রেখে, কারণ তার ফলে আসন থেকে তাকে নড়া-চড়া করতে হচ্ছিলনা। এভাবে অ্যানজিবার যানকে চোখের আড়াল না করে সে তার যানকে অর্ধ বৃত্তাকারে মোচড় দিয়ে মহাশূন্যে প্রকাণ্ড বৃত্তের পরিধি বরাবর পৃথিবীর কক্ষের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলল। ইয়ারমার যে আশায় বৃত্তের পরিধির পথ বেছে নিয়েছিল তা বিফল হল না। অবশেষে অ্যানজিবার চাইতে কয়েক হাজার মাইল তার মহাকাশযান এগিয়ে গেল। তারপরই সে পৃথিবীর কক্ষের অভিমুখে তার যানের মুখ ফেরালো। পরিণামে এই দাঁড়ালো, এক সময় অ্যানজিবা আর তার যান তীব্র গতিতে পরস্পরের মুখোমুখি হতে লাগল।

যদিও ওদের যান সবেগে ছুটে চলছিল, ইয়ারমার তার গতি যথেষ্ট হ্রাস করেছিল ফলে তার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস অনেকটা সহজ হয়ে এসেছিল, আসনে সোজা হয়েও সে বসতে পারছিল। ভ্যানিটাও তার আসনে নড়ে চড়ে সিধে হয়ে বসল, তারপর আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো।

'তুমি নিশ্চয়ই ওটার সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ চাও না?' দূরে অ্যানজিবার যানকে তাদের দিকেই আসতে দেখে ভ্যানিটা বিস্ময়ে চমকে উঠে বলল।

'না।' ইয়ারমারের মুখে কঠিন রেখা ফুটে উঠল। 'দেখ না কি করি।'

'অ্যানজিবাও নিশ্চয়ই আমাদের দেখতে পেয়েছে?'

'মনে হয়। তাই ধরে নিতে পারি পাল্লার মধ্যে এলেই ও মহাকাশ বিমানবিধ্বংসী কামান ছুড়ে আমাদের ঘায়েল করার চেষ্টা করবে। প্রতিহত পরদা যন্ত্রের পাশে গিয়ে দাঁড়াও। ওটা চালু করলে আমাদের যান লক্ষ্য করে কিছু নিক্ষিপ্ত হলে ওই পরদায় হয়তো বাধা পাবে।'

ভ্যানিটা নির্দিষ্ট স্যুইচবোর্ডের দিকে এগিয়ে গেল—ওটা মূল কন্ট্রোল প্যানেল থেকে আলাদা ভাবে অথচ প্ল্যান্ট থেকে সরাসরি নিয়ন্ত্রণ শক্তি গ্রহণ করছে। একটা স্যুইচ টিপলেই তাদের ভেলার

চারপাশে রেশম- গুটির মত এমন একটা বিকর্ষী তেজের সৃষ্টি হবে যা সবরকম রশ্মি-বিচ্ছুরণ অথবা উল্কাপিণ্ড জাতীয় পদার্থকে প্রতিহত করার ক্ষমতা রাখে।

মিনিট পনের স্থিরভাবে তাদের যানকে চালাবার পর ইয়ারমার বেতারে বলল, 'অ্যানজিবাকে বলছি।'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জবাব এল।

'হ্যাঁ, আমি অ্যানজিবা বলছি। মহাকাশে তোমার উন্মত্ত আচরণ আমি লক্ষ্য করছি। হয় তুমি উন্মাদ, নয় মরবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছ। আমার এই মহাকাশযানে এমন অস্ত্র আছে যা অচিরেই তোমার সাধ মেটাবে।'

'সেটা প্রমাণ হতে এখনও বাকি আছে। তুমি শুক্রের কর্তৃপক্ষের সাথে মোকাবিলা করছ না অ্যানজিবা, তুমি এখন ইয়ারমার ব্রাউনের সঙ্গে লড়াইয়ে নেমেছ। তোমাকে চূর্ণ না করা পর্যন্ত আমি ক্ষান্ত হব না।'

মুহূর্তকাল স্তব্ধতার পর জবাব এল। 'ইয়ারমার ব্রাউন! তবে তো ব্যাপারটা বেশ আকর্ষণীয় হয়ে দাঁড়ালো। নানা সূত্র থেকে আমি যা খবর পেয়েছি, আমার সব অসুবিধের জন্য তুমি দায়ী। তোমার সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য আমি প্রস্তুত।'

'লড়াইয়ে আমি কোন অস্ত্র ব্যবহার করব না।' ইয়ারমার বলল, 'ওটা আমার নীতি নয়। অমি মাত্র দুটো জিনিসের ওপর বিশ্বাস করি—আমার শরীর ও মন।'

অপরপক্ষ থেকে বিদ্রূপাত্মক একটা ধ্বনি ভেসে এল।

'তুমি নির্বোধ ব্রাউন—আমি বাস্তবতায় বিশ্বাস করি, আর সেটা হ'ল তপ্তরশ্মি জাতীয় আধুনিক অস্ত্র। তুমি আমার পাল্লার মধ্যে এলেই টের পাবে।'

ইয়ারমার মুহূর্তকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে রইল, ভ্যানিটা উৎকণ্ঠাভরে তাকালো। তার হাত প্রতিহত পরদাযন্ত্র চালু করার সুইচের ওপর ইয়ারমারের নির্দেশের অপেক্ষায় ছিল। অ্যানজিবার যান তাদের দিকে ক্রমেই এগিয়ে আসছিল কিন্তু ওটা এখন আর তাদের যানের সরল

রেখায় ছিল না। ইয়ারমার যদি শেষ পর্যন্ত তার দৈহিক ও মানসিক শক্তির ওপর নির্ভর না করে অস্ত্র ব্যবহার করে তাই বোধহয় সহজ নিশানা না হওয়ার জন্য এই সতর্কতা।

কিন্তু ইয়ারমার তার মতের পরিবর্তন করে নি। ভ্যানিটা তার মুখের দিকে ব্যাকুলভাবে তাকিয়েছিল, এবার সে ব্যাপারটা বুঝতে পারল। ইয়ারমারের দু'চোখের দৃষ্টিতে ধীরে ধীরে যে বিচিত্র অথচ মারাত্মক পরিবর্তন ঘটছিল তা ভ্যানিটার নজর এড়াল না। দুচোখের তারার অতল গভীরতা থেকে যেন আগুন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে—স্থির অচঞ্চল দৃষ্টি, চোখের পাতা পড়ছে না। মাইক্রোফোনটা তখনও তাঁর ঠোঁটের কাছে—বেতারের মাধ্যমে মহাকাশের মহাশূন্যতা ভেদ করে সে তার প্রচণ্ড সম্মোহনী শক্তি অভিক্ষেপণ যন্ত্রের মত ব্যবহার করে অ্যান-জিবাকে বশ করতে চাইছে।

'অ্যানজিবা, তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?'

ইয়ারমারের কণ্ঠস্বর মৃদু, শান্ত অথচ মিষ্টি শোনাল, যেন প্রলুব্ধ করতে চায়।

'শুনতে পাচ্ছি,' অ্যানজিবার জবাব সঙ্গে সঙ্গে ভেসে এল। 'এখুনি তোমাকে খতম—'

তোমার ভেলার মুখ ঘুরিয়ে যে পথে এসেছ আবার সে পথে ফিরে চল,' ইয়ারমার বাধা দিয়ে বলল। তার কণ্ঠস্বরে আগের মতই শীতলতা আর অপার্থিব একটা সুর বেজে উঠল।

এবার কোন জবাব এল না। ইয়ারমার তখনও গবাক্ষের ভেতর দিয়ে তার অচঞ্চল দৃষ্টি প্রসারিত করে রেখেছিল—স্থির, ভয়ানক সে চাহনি, চোখের পলক পর্যন্ত পড়ছিল না। ভ্যানিটা গবাক্ষর ভেতর দিয়ে দেখল অ্যানজিবার মহাকাশযান আগের মতই তাদের দিকে ছুটে আসছে।

ইয়ারমারের যেন ভ্রূক্ষেপ নেই। সে একটা হাত কনট্রোলের ওপর রেখেছিল। তারপর একসময় যখন ছুটো যানের মুখোমুখি সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে দাঁড়ালো, ঠিক তখুনি সে তাদের যানকে নির্দিষ্ট পথ থেকে এমন ভাবে সরিয়ে নিল যে, অ্যানজিবার যান তাদের মাথার ওপর দিয়ে

উড়ে গেল। ভ্যানিটা আশা করেছিল ইয়ারমার তাকে প্রতিহত পরদার স্যুইচ টিপতে বলবে, কিন্তু তার দিক থেকে কোন সাড়া শব্দ এল না।

'ও—ও আমাদের লক্ষ্য করে রকেট ছোঁড়েনি!' ভ্যানিটা সবিস্ময়ে বলে উঠল। 'আমরা ওর পাল্লার মধ্যে ছিলাম কিন্তু তবু—'

ইয়ারমার একটু অধৈর্যভাবেই হাতের ইঙ্গিতে তাকে থামিয়ে দিল। সামনের বড় আয়নায় বিপরীতমুখী অ্যানজিবার যান স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। ইয়ারমার স্থির দৃষ্টিতে আয়নার ভেতর দিয়ে ওটার দিকে তাকিয়েছিল।

অ্যানজিবার যান ধীরে ধীরে ঘুরছিল—মহাবৃত্তের পরিধির যে অংশে পৌঁছলে গতিপথ শুক্রমুখী হবে সেদিকেই তার যানের মুখ ঘুরছিল।

তারপরই মাইক্রোফোনের ভেতর দিয়ে ইয়ারমারের কণ্ঠস্বর আবার সরব হয়ে উঠল। তার প্রতিটি কথা যেন সম্মোহনের মাদকতায় ভরা—কথাগুলো তাকে লক্ষ্য করে বলা না হলেও ভ্যানিটা যেন তার আকর্ষণ এড়াতে পারছে না, ঘুমে চোখ ঢুলু ঢুলু হয়ে আসছে।

'পুরোটা ঘোরার পর তুমি তোমার ভেলাকে সিধে চালিয়ে নিয়ে যাও, অ্যানজিবা। তুমি কোন অস্ত্র ব্যবহার করবে না। তোমার সামনের বাঁ-দিকের ফোকর দিয়ে যে ভেলাকে তুমি দেখতে পাচ্ছ তার দিকে নজর দিও না'

'আমার সামনের বাঁ দিকের ফোকর দিয়ে যে ভেলাকে আমি দেখতে পাচ্ছি তার দিকে নজর দেব না', অ্যানজিবা যন্ত্রচালিতের মত ইয়ারমারের কথার পুনরাবৃত্তি করল।

ইয়ারমারের মুখে সামান্য বাঁকাহাসি ফুটে উঠল। তার নজর অ্যানজিবার ভেলাকে অনুসরণ করছিল। ওটা ধীরে ধীরে বৃত্তের পরিধি পরিক্রমণ করে মহাশূন্যে গতি নিতে শুরু করল। ভ্যানিটা বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল, যা ঘটছে তা যেন সে বিশ্বাস করতে পারছে না। তারপর একসময় অ্যানজিবার ভেলা তাদের পেছনে ফেলে শুক্রের দিকে ফিরে চলল।

ক্ষণিকের জন্য ইয়ারমার তার শরীরটাকে আলগা করে মাইক্রো-

ফোনে বলল :

'শোন ভ্যান, এটা সময়ের ব্যাপার। অ্যানজিবাকে অনেকটা পথ যেতে হবে, আমি ছাড়া আর কেউ তাকে ওই পথে যেতে বাধা করতে পারবে না। যতক্ষণ না ব্যাপারটা মিটছে, ততক্ষণ আমাকে সুইচ বোর্ডের কাছে থেকে ওর ওপর মনযোগ রাখতে হবে। তুমি প্রতিহত পরদার স্যুইচবোর্ডের কাছ থেকে সরে আসতে পার, ওটার আর দরকার হবে না!'

'আমি কিন্তু তেমন ভরসা পাচ্ছি না, ইয়ারমার। এই মুহূর্তে তুমি যখন আমার সঙ্গে কথা বলছ, ও হয়তো তার স্বাভাবিক মানসিক শক্তি ফিরে পেয়েছে—হয়তো এখুনি রকেট কিংবা আগুনের গোলায় আমাদের ধ্বংস করে ফেলবে।'

'না।' ইয়ারমার মাথা নাড়ল। 'ওকে আমি কিছুক্ষণের জন্য সম্মোহিত করে রেখেছি। জেগে ওঠার আগেই আমি আবার ওকে মনের দিক দিয়ে সমাবিস্থ করে ফেলব।'

'কিন্তু আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। তুমি কি ওকে শুক্রে ফেরৎ পাঠাচ্ছ?'

'না, তা নয়।'

'তবে বুধ? বুধের পর আর কিছু নেই।'

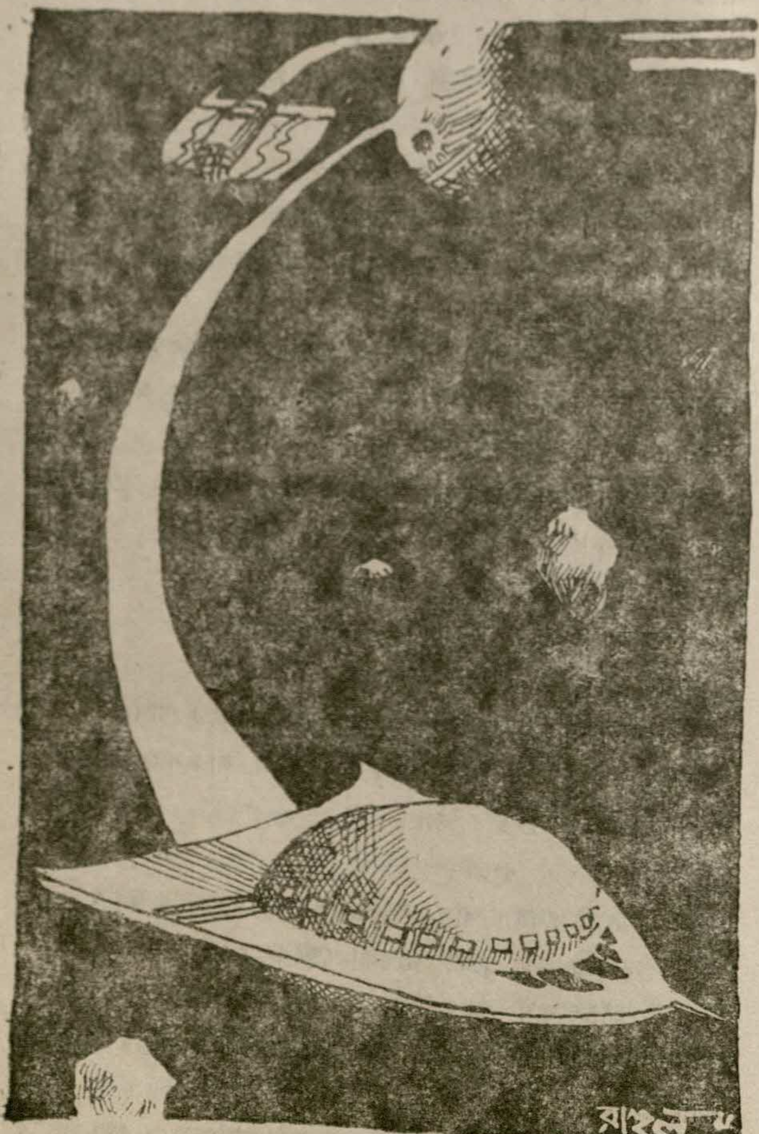
'নেই? দেখা যাক।'

ভ্যানিটা মুহূর্তকালের জন্য চিন্তা করল। মহাশূন্যে চোখ ফেরাতেই সূর্যের প্রখর উত্তাপে সে দু'চোখ বন্ধ করল আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে সে শিউরে উঠল।

'ইয়ারমার তুমি নিশ্চয়ই—'

'হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছ।' শান্ত, অবিচলিত কণ্ঠে ইয়ারমার জবাব দিল। 'আমি অ্যানজিবাকে সূর্যের আকর্ষণ ক্ষেত্রের পরিধির মধ্যে পাঠাতে চাই। তাতেও যদি ওর মৃত্যু না হয় তবে আর কিছুতে হবে না··· কোন কথা নয়।' ভ্যানিটা প্রতিবাদের জন্য হাঁ করতেই ইয়ারমার কঠিন গলায় বলল।

সম্মোহন শক্তি আবার প্রয়োগ করে মাইক্রোফোনে সে কথা বলতে



শুরু করল।

'অ্যানজিবা, তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?'

'হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি।'

'তুমি শুক্রের মূল অংশের ছ'কোটি মাইল পূবে তোমার ভেলাকে পাক খাওয়াবে, তারপর নাক বরাবর সিধে যাবে। বুঝতে পেরেছ?'

'বুঝতে পেরেছি।'

(আঠার)

শুরু হল ইয়ারমারের সংগ্রাম—অ্যানজিবাকে সম্মোহন নাগপাশে বেঁধে রাখার প্রচণ্ড মানসিক সংগ্রাম। তারই ফাঁকে ফাঁকে ভ্যানিটার এগিয়ে দেওয়া খাবার সে মুখে পুরছিল। কেবল একটু সময়ের জন্যই সে তার কেন্দ্রীভূত মনযোগকে শিথিল করছিল, তারপরই আবার বেতার তরঙ্গের ভেতর দিয়ে শুক্রের নির্বাসিত বিদ্রোহী নেতাকে তার আদেশ পালন করতে বাধ্য করছিল। ইয়ারমার যখন মাঝে মাঝে তার নিজের মনের ওপর দারুণ চাপ লাঘব করার উদ্দেশ্যে একটুখানি জিরিয়ে নিচ্ছিল, অ্যানজিবা হয়তো তখন মনের ওপর কর্তৃত্ব ফিরে পাচ্ছিল, কিন্তু সে অল্পক্ষণের জন্য। সেই বিরতি এতই কম যে, অ্যানজিবার পক্ষে সেই সুযোগে তার যানের দিক পরিবর্তন করা কিংবা ইয়ারমারের যানকে চূর্ণ করা সম্ভব ছিল না। তা ছাড়া ইয়ারমারের ভেলা থেকে সে এত এগিয়ে ছিল যে দূরত্বটা পাল্লার মধ্যে পড়ে না।

শুক্রের মূল অংশের ছ'কোটি মাইল পূবে ইয়ারমারের নির্দেশমত অ্যানজিবা তার যানকে পাক খাওয়ালো, তারপর বিপুলবেগে ছুটে চলল সামনের দিকে—বুধ আর শুক্র ছাড়া আর কোনো কিছুর অস্তিত্ব যেখানে নেই। ওরা প্রচণ্ড গতিতে এগিয়ে চললেও যে দূরত্ব ওদের অতিক্রম করতে হবে তাও ছিল বিস্তর। ইয়ারমারের দৈহিক ও মানসিক সহ্য শক্তির একটা সীমা ছিল। তাই একমাত্র যা সম্ভব তাই সে করল। অ্যানজিবাকে সে সম্মোহিতোত্তর আদেশ দিয়ে দাসত্বের বাঁধনে জড়িয়ে ফেলল আর তারপর শরীরকে আলগা করে মাঝে মাঝে ঘুমিয়ে

নিল। অল্প বিশ্রামে শরীর চাঙ্গা করে তোলে এমন সব ওষুধের বড়িও সে খেতে লাগল।

ভ্যানিটাও বসে ছিল না। ইয়ারমার যখন বিশ্রাম নিচ্ছিল সে তখন কনট্রোল বোর্ডের ওপর নজর রাখছিল ; আবার ইয়ারমারের যখন জাগ্রত অবস্থা তখন সে ঘুমিয়ে নিচ্ছিল। একটা ক্ষুরধার অনিশ্চয়তা তাকে ব্যাকুল করে তুলছিল। ভ্যানিটা এই উন্নত যুগের মানুষ হলেও ইয়ারমারের অসাধারণ মানসিক উৎকর্ষতা তার কাছে প্রায় স্বপ্ন ছিল বলা চলে। অ্যানজিবাকে যেভাবে ইয়ারমার মোহিত করে চালনা করছিল তা সে কল্পনাও করতে পারছিল না।

কিন্তু আসলে ব্যাপারটা তাই ঘটছিল। ঘন্টার পর ঘন্টা, দিনের পর দিন তারা এগিয়ে চলছিল। বাঁ দিকে বুধ ক্রমেই বড় হয়ে দেখা দিচ্ছিল আর তারা সোজা ছুটে চলেছিল চোখ ধাঁধানো সূর্যের দিকে। মহাকাশের গভীরতায় অ্যানজিবার ভেলাকে দূরে বিলীয়মান বিন্দুর মত দেখালেও সূর্যের পূর্ণ আকর্ষণ ক্ষেত্রের পাল্লার মধ্যে ওটা তখনও পৌঁছোয়নি। ইয়ারমারের মানসিক ক্ষমতার শ্রেষ্ঠত্বের কাছে বশ্যতা স্বীকার না করলে অ্যানজিবার পক্ষে ভেলার মুখ ফিরিয়ে নিরাপদ যাত্রা অসম্ভব ছিল না, কিন্তু ইয়ারমার তাকে সে সুযোগ দিচ্ছিল না। ভ্যানিটা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে পরিণামে কি ঘটে তারজন্য অপেক্ষা করছিল। সূর্যের আকর্ষণ ক্ষেত্রের এত কাছাকাছি যাওয়া যে কোন মাহাকাশচারীর পক্ষেই নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঝাঁপ দেওয়ার মতই উন্মত্ততা—রশ্মিকেন্দ্রের সূক্ষ্ম নির্ভুল গণনার ওপর নির্ভর করছিল, ভয়াবহ বিপদ সীমানা তাদের ভেলা অতিক্রম করে কিনা।

'এবার,' অবশেষে এক সময় মুহূর্তের জন্য দেহ মনকে শিথিল এবং মাইক্রোফোনের সুইচ অফ করে ইয়ারমার বলল, 'ওকে চূড়ান্ত বিদায় জানাবার সময় হয়েছে। আমি ওর যতটা সম্ভব কাছে গিয়ে শেষ হুকুম দেব। গতিবেগের জন্য প্রস্তুত হও।'

'অত ঝুঁকি তুমি কেন নিতে চাইছ?'

ভ্যানিটা মৃদু প্রতিবাদের সুরে বলল, 'ওর পক্ষে এখন আর সূর্যের আকর্ষণ ক্ষেত্র থেকে ফেরা নিশ্চয়ই সম্ভব নয়!'

'আমি তা মনে করি না। এই মুহূর্তে আমি যদি ওকে সম্মোহন শক্তির নাগপাশ থেকে মুক্ত করি, পরক্ষণেই ও ভেলার মুখ ফেরাবে, ওকে বিশ্বাস নেই।'

ইয়ারমার আবার তার সম্মোহন ক্ষমতা প্রয়োগ করে যানের গতি ক্রমেই বাড়িয়ে চলল। ওদের মধ্যে হাজার হাজার মাইলের ব্যবধান বিস্ময়কর কম সময়ের মধ্যে হ্রাস পেয়ে একসময় অ্যানজিবার যান বড় হয়ে দেখা দিল। ভ্যানিটা লক্ষ্য করে দেখল অপরিসীম মানসিক চাপের ক্লান্তি ইয়ারমারের মুখের রেখায় রেখায় ফুটে উঠেছে, কপাল বেয়ে দর দর করে ঘাম নেমেছে।

তাদের যানের ভেতরটাও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। সূর্য থেকে তারা এখন মাত্র কয়েক কোটি মাইল দূরে। ইয়ারমার যন্ত্রপাতির দিকে এক নজর দেখে ভেবে নিল আর বিপদের ঝুঁকি না নিয়ে এবার অ্যানজিবাকে হুকুম দেওয়া চলে। বেতার তরঙ্গের ভেতর দিয়ে সে আদেশ করল।

'অ্যানজিবা, তোমার গতি আরও বাড়িয়ে দাও। পনের মিনিট পর ভেলার সবকিছু নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র অচল করে দেবে, বুঝতে পেরেছ?'

'হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি।' বেতারের লাউডস্পিকারে যন্ত্র চালিতের মত জবাব ভেসে এল। ইয়ারমার এবার নিজেকে সম্পূর্ণ শিথিল করে দিয়ে মুখের ঘাম মুছল। তার ঠোঁটের ফাঁকে তৃপ্তির হাসি।

'বাছাধনকে আর ফিরতে হবে না ভ্যান,' সে বলল। 'যেখানে ও যাচ্ছে সেখান থেকে কেউ কোনদিন ফিরতে পারেনি এবং পারবেও না। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ও নিশ্চয়ই আঁতকে উঠবে, কারণ ও এখন স্বাভাবিক মানসিক শক্তি ফিরে পেয়েছে। হয়তো এই মুহূর্তে ব্যাপারটা কি ঘটেছে তা ওর অজানা নয়।'

'হ্যাঁ, আমি জানি কি ঘটেছে,' অ্যানজিবার কথা বলার ভঙ্গীমায় ইয়ারমার চমকে উঠল। মাইক্রোফোন বন্ধ না করে বলা তার কথাগুলো বিদ্রোহী নেতার কানে গিয়ে পৌঁচেছে।

সেই আওয়াজ আবার শোনা গেল।

'তুমি যেই মুহূর্তে আমার ওপর তোমার মনের প্রভাব শিথিল করেছো, আমি সবকিছু আঁচ করেছি—এমন কি তোমার সম্মোহনী

ক্ষমতাও আমার বুঝতে বাকি নেই, ইয়ারমার ব্রাউন। আমি জানি আমার বাঁচার কোন আশা নেই, তুমি আমাকে সূর্যের নাগালের মধ্যে ঠেলে দিয়েছ। কিন্তু সূর্যের প্রচণ্ড দাবানলে পুড়ে ছাই হবার অনেক আগেই আমি নিজেকে ধ্বংস করে ফেলব। তুমি খুবই ধূর্ত ইয়ারমার, কিন্তু যতটা ভাবছ অতটা নও। মহাকাশে বিকল ভেলাকে টেনে নিয়ে যাবার জন্য যে চৌম্বকরশ্মির সাহায্য নেওয়া হয় আমি তা চালু করে দিয়েছি। আমার যন্ত্র বলছে তোমার ভেলা এই চৌম্বক প্রভাবের নাগালের মধ্যেই আছে, সুতরাং বুঝতেই পারছ ইয়ারমার, সূর্যে কেবল আমি একাই যাচ্ছি না, এই মহাযাত্রায় তুমিও আমার সঙ্গী।'

জীবনে এই প্রথম ইয়ারমারকে ভীত-বিহ্বল মনে হল। সে তার যানের গতি হ্রাস করার উদ্দেশ্যে সামনের জেট ছুটোর যা ক্ষমতা তা কমিয়ে অর্ধেক করল। কিন্তু তাতে কোন ফল হল না। তাদের যান অ্যানজিবার ভেলার পেছন পেছন চলল, যেন ওটার অনুসরণ করছে।

'ওকে আবার সম্মোহিত কর,' ভ্যানিটা ভাঙ্গা গলায় চেঁচিয়ে উঠল। 'চুম্বকীয় যন্ত্রের সুইচ নেভাতে বল!'

'আর তা সম্ভব নয় সুন্দরী,' অ্যানজিবার বিদ্রূপ কণ্ঠ ভেসে এল, 'অনেক দেরী হয়ে গেছে। তা ছাড়া মৃত ব্যক্তিকে সম্মোহিত করা যায় না।'

পর মুহূর্তে একটা গোঙানীর আওয়াজ ওদের কানে এল, তারপরই সব চুপ। ইয়ারমার মুহূর্তকাল গভীর মনযোগ সন্নিবেশ করার চেষ্টা করল তারপর হঠাৎ বলে উঠল, 'কোন লাভ নেই। ও নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করেছে—আমার সম্মোহন শক্তির কোন প্রতিক্রিয়াই হচ্ছে না। চৌম্বক রশ্মি অ্যানজিবা চালু করে গেছে—ওটা ওর ভেলা ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত সচল থাকবে।'

ভয়ঙ্কর পরিণতির কথা ভেবে ভ্যানিটার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। এবার আর বুধ নয়, চুম্বকের টানে তারা চলেছে সূর্যে—জ্বলন্ত আগুনের কুণ্ডে।

চুম্বকের আকর্ষণ থেকে উদ্ধারের আশায় ইয়ারমার মরীয়া হয়ে উঠল। সূর্যের শক্তিশালী ক্ষমতার ক্ষেত্র আর বেশী দূরে নেই, একবার

তার আয়ত্তের মধ্যে পড়লে ধ্বংস অনিবার্য। কিন্তু চুম্বক রশ্মির প্রতিকূলতার সব রকম চেষ্টাই ব্যর্থ হল। ওদের যান হয়তো ওই চেষ্টায় মাঝে মাঝে শ্লথগতি হচ্ছিল কিন্তু তারপরই আবার বেগমাত্রার কাঁটা কাঁপতে কাঁপতে ফিরে যাচ্ছিল যথাস্থানে।

'আর পাঁচশ হাজার মাইলের মধ্যে আমরা যদি একটা উপায় বার করতে না পারি তবে শেষ…,' ইয়ারমার হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'ওটাই সূর্যের আকর্ষণ ক্ষেত্রের সীমারেখা।'

ইয়ারমার অগ্রবর্তী জেটের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী জেটগুলোও চালু করল। ভ্যানিটাকে পাওয়ার প্ল্যান্টের পাশে দাঁড় করালো। ফিউজ জ্বলে গেলে তাড়াতাড়ি যেন বদলে দেয় তারও নির্দেশ দিল। বিদ্যুৎ প্রবাহ প্রায় শেষ মাত্রায় পৌঁছোবার ফলে প্ল্যান্ট উজ্জ্বল, দীপ্তমান হয়ে উঠেছিল। দীর্ঘক্ষণ সূর্যের মত গ্রহের অদম্য অভিকর্ষের সঙ্গে যুঝতে পারে এমন শক্তিশালী চালকযন্ত্র (মোটর) কোনো মহাকাশযানেই ছিল না—হয়তো সম্ভবও ছিল না। সুতরাং প্ল্যান্ট আপনা থেকে জ্বলে উঠে সব ধ্বংস হয়ে যাবে এমন ভয়ঙ্কর সম্ভাবনার কথাও ইয়ারমারের মনে উঁকি মারছিল! সূর্যের বাষ্পীভূত বহিরাবরণ থেকে যে প্রখর, প্রচণ্ড আলোর বন্যা তাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে ফেলছিল তার তীব্রতার হাত থেকে রেহাই পাবার আশায় ইয়ারমার গবাক্ষের বেগুনীলাল আবরণটা নামিয়ে দিল, কিন্তু তা সত্বেও আলোর প্রখরতা এত তীব্র হয়ে উঠেছিল যে তাদের চোখ জ্বলে যাচ্ছিল। ওই সঙ্গে তাপমাত্রা বাড়তে থাকায় অঝোরে ঘামের ধারায় কাহিল হয়ে পড়ছিল ওরা দুজন।

ইয়ারমারের সব রকম প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে তাদের যান আগেরটিকে অনুসরণ করে চলল। চারদিকে কৃত্রিম আবরণের ভেতর দিয়ে অ্যানজিবার ভেলাকে দেখা না গেলেও, ওটা নিশ্চয়ই আগের মত একই দূরত্ব বজায় রেখে এগিয়ে চলেছিল। দুটো যানই সমগতিতে তীব্রবেগে অভিকর্ষর কেন্দ্র লক্ষ্য করে ছুটছিল। দূরবর্তী পরিমাপকের কাঁটা ডয়াল সেই পাঁচশ' হাজার মাইলকে ক্রমেই কমিয়ে আনছিল… ৩৭০,০০০—৩০০,০০০—২৯৭,০০০…

'কিছুই কি করার নেই?' ভ্যানিটা আকুল কণ্ঠে বলে উঠল।

কু—৭

আমাদের, হাতে মাত্র মিনিট পনের সময় আছে, এরমধ্যে চুম্বকের আকর্ষণ কাটিয়ে আমরা যদি গতি পরিবর্ত্তন করতে না পারি, তবে সূর্যের মহাকর্ষণের প্রভাবের মধ্যে পড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব।'

ইয়ারমার উঠে দাঁড়াল। একটা ক্ষীণ সম্ভাবনা তার মাথায় উঁকি দিচ্ছে।

'হয়তো একটা উপায় আছে,' সে বলল। 'আমাদের যে ব্লাস্ট গান আছে তা দিয়ে আমি অ্যানজিবার ভেলাকে ধ্বংস করে ফেলব। ওর ভেলা থেকে চুম্বকের আকর্ষণ যখন আমাদের ভেলায় পৌঁছুচ্ছে, তখন জ্যামিতিক সিদ্ধান্তে এটাও নিশ্চিত যে ওর ভেলা আমাদের বন্দুকের পাল্লার বাইরে নয়। ভেলা ধ্বংস হয়ে গেলে চৌম্বক শক্তিও নষ্ট হয়ে যাবে, আমরা আকর্ষণের টান থেকে মুক্ত হতে পারব। এটা আমার আগেই ভাবা উচিত ছিল।'

কথা বলতে বলতে তাদের মহাকাশযানের একমাত্র অস্ত্র ব্লাস্ট গানকে সে ঘুরিয়ে নির্দিষ্ট অবস্থায় আনল। রাডারের ভেতর দিয়ে অ্যানজিবার মহাকাশযানের অবস্থান, কোণ ইত্যাদি লক্ষ্য করে মনে মনে সে একটা চটপট হিসেব করে নিল। তারপর সব কটা জেট অচল করে বন্দুকের বোতামে চাপ দিল। দূর পাল্লার দরুণ বন্দুকের নিশানা যাতে ব্যর্থ না হয় তাই ইয়ারমার ওটাকে অধিকতর শক্তিশালী করার জন্যই সব কটা জেট বন্ধ করে দিয়েছিল। ফলে ওই শক্তির প্রচণ্ডতা তাকে সজোরে এমন ধাক্কা মারল যে সে কন্ট্রোল রুমের এপাশ থেকে ওপাশে ছিটকে পড়ল আর একই সময় অত্যধিক চাপে ওদের মহাকাশ বন্দুক, ব্লাস্ট গান, গর্জে উঠল। মহাকাশের বুক চিরে উল্কা পিণ্ডের মত আগুনের গোলা প্রচণ্ড গতিতে সামনের দিকে ছুটে চলল। একটা দুটো নয়, পর পর কয়েকটা।

ইয়ারমার এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে রাডার যন্ত্র আবার চালু করল। ওটার পরদায় কোনো জবাবী প্রতিধ্বনী ভেসে এল না কিংবা অ্যানজিবার ভেলাও প্রতিফলিত হল না।

'পেরেছি,' ইয়ারমার সোল্লাসে চীৎকার করে উঠল। 'ওই ভেলাটা ধ্বংস হয়ে গেছে।'

'ভেলোসিটিমিটারের দিকে তাকিয়ে দেখ,' ভ্যানিটা চীৎকার করে উঠল।

ইয়ারমার ওটার দিকে চোখ ফেরালো। ওদের যান চুম্বকের আকর্ষণ থেকে মুক্ত হয়ে দ্রুত গতিতে এগুচ্ছিল আর সূর্যের মহাকর্ষণের বিস্তার রেখাও নিকটতর হচ্ছিল। ২০০,০০০—১৭০,০০০—১৪০,০০০…ইয়ারমার বিদ্যুৎবেগে ঘুরে দাঁড়ালো।

'পাওয়ার প্ল্যান্টের কি অবস্থা?'

'প্রায় পুড়ে গেছে।' ভ্যানিটা জবাব দিল।

'বাড়তি টুকরোটা বসিয়ে দাও, শীগগির।'

সে নিজে কনট্রোল বোর্ডের সামনে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে সুইচগুলোর ওপর দ্রুত আঙুল চালনা করতে লাগল। উত্তাপ, উত্তেজনা আর আতঙ্ক ভ্যানিটা যেন অর্ধেক চেতনা হারিয়ে ফেলেছে। ওই অবস্থায়সে ভারি তামার বার্‌টা দু'হাতে তুলে প্রায় পুড়ে যাওয়া প্ল্যান্টের জঠরে বসিয়ে দিল। ইজেকটার মেকানিজম, নিঃশেষিত হয়ে আসা পাওয়ার বার্‌কে টেনে বার করে দিল আর তারপরই পাওয়ার প্ল্যান্টের জঠরে আটকানো সাড়াশির মত যন্ত্রগুলো নতুনটার ওপর চেপে বসল। ভ্যানিটা টলতে টলতে পেছিয়ে এল—তার সর্বাঙ্গে ঘামের বন্যা এইমাত্র যেন নেয়ে উঠেছে।

'ওটাকে বদলে দিয়েছি…,' ফিসফিস করে সে বলল। চেতনা না হারাবার জন্য নিজের মনের সঙ্গে তাকে প্রচণ্ড সংগ্রাম করতে হচ্ছিল।

ইয়ারমার পাওয়ার সুইচগুলো জ্বালিয়ে দূরত্ব হ্রাস হয়ে আসা মাপ যন্ত্রের (ডিক্রীজগেজ) দিকে চকিতে দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। ১১০,০০০, বাইরে শুধু অসহনীয় উজ্জ্বল আলো—আগুনের ঝলকে সমস্ত শূন্যতা ব্যাপ্ত। সেই প্রখর আলোর সমুদ্র মহাকাশে অবিশ্রান্ত চৌম্বক টানে আর মহাকর্ষীয় চাপে আষ্টে পৃষ্টে জড়িয়ে ধরেছে।

(উনিশ)

অগ্রবর্তী জেটগুলো একটা প্রবল ধাক্কা খেয়ে চূড়ান্ত শক্তির সীমায় পৌঁছে গেল, দুপাশের জেটগুলোও তাদের সঙ্গে যোগ দিল। ইয়ারমার

চরম মাত্রায় চাপের স্থিতাবস্থা বজায় রেখে ভেলোসিটিমিটারের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। প্রচণ্ড গরমে তার চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে, ঘামে ভেজা পোষাক গায়ের সঙ্গে লেপটে আছে। মিটারের কাঁটা খুব আস্তে আস্তে থমকে দাঁড়াচ্ছিল—অর্থাৎ এটাই প্রমাণ করছিল যে জেটগুলোর শক্তি চরম অবস্থা থেকে নিচের দিকে নেমে আসতে বাধা পাচ্ছিল। ডিক্রিজ গেজ শূন্যে নেমে আসার আগেই ওই প্রতিবন্ধক পূর্ণতা প্রাপ্তির ওপর নির্ভর করছিল তাদের ভাগ্য।

ভয়ঙ্কর সঙ্কটজনক অবস্থা। ভ্যানিটার গলা থেকে আর্তনাদের মত একটা শব্দ বেরিয়ে এল। ডিক্রিজ গেজ ৯৮,০০০ স্পর্শ করেছে। ভেলোসিটিমিটারের কাঁটা স্থির হয়েগেল, তারপর খুব আস্তে আস্তে ওটা ওপর দিকে উঠতে লাগল। একটা মস্ত স্বস্তির নিঃশ্বাস ইয়ারমারের নাক থেকে বেরিয়ে এল। কাঁটার দিকে সে মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়েছিল, অবশ্য তার মনে আর কোন সন্দেহ ছিল না। তাদের ভেলা সূর্যের মহাকর্ষণের সীমারেখা থেকে সরে আসতে শুরু করেছে। প্রতি মুহূর্ত্তে কাঁটার অগ্রগতি বাড়ছিল।

পাঁচ মিনিট পরেও কাঁটার নির্দিষ্ট অগ্রগতি অব্যাহত রইল। আধ-ঘণ্টা পর তুলাদণ্ডে অনায়াস ভঙ্গীতে ওটার ধাপে ধাপে উন্নতি লক্ষ্য করা গেল। একঘণ্টা পর ক্ষীণ সন্দেহটুকু মুছে গেছে। ওদের মহাকাশযান স্বচ্ছন্দ ও দ্রুত গতিতে সরে আসছে।

'আমরা বেঁচে গেছি,' ভ্যানিটা ফিস ফিস করে বলল। সে এত ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে পড়েছে যে মুক্তির আনন্দ প্রকাশ করার মত শক্তিটুকুও তার উবে গেছে।

'পাওয়ার প্ল্যাণ্ট দেখে মনে হচ্ছে কোনমতে আমরা শুক্রে ফিরে যেতে পারব, ওর বেশি ক্ষমতা ওটার নেই।' সে আবার বলল।

ইয়ারমার রোবট কনট্রোলের সামনে বসে মাথা দোলালো—তার নিজের আর কিছু করণীয় ছিল না, স্যুইচগুলো রোবট কনট্রোলই ঠিকমত নিয়ন্ত্রণ করবে। প্রতি মুহূর্ত্তে অভিকর্ষ, প্রখর আলো আর উত্তাপ কমে আসছিল। জ্বালাময়ী ঔজ্জ্বল্য হ্রাস পাবার সঙ্গে সঙ্গে মহাকাশযানের স্বয়ংক্রিয় আবরণগুলো আবার উঠে গেল।

ইয়ারমার পাওয়ার প্ল্যান্টের দিকে এগিয়ে গেল। প্রায় অর্ধ নিঃশেষিত বদলি টুকরোটার দিকে এক নজর দিয়ে হাসিমুখে সে ভ্যানিটাকে বলল, 'আর ভয় নেই, চিন্তারও কারণ নেই, কি বল।'

'শুধু পৃথিবীতে ফেরা ছাড়া,' ভ্যানিটা জবাব দিল। 'এত সব করার পরেও তোমাকে গ্রেপ্তার করা হবে এটা ভাবতেই পারা যায় না। এটা শুধু বিচারের প্রহসনই নয়, কাণ্ডজ্ঞানহীনতা।'

'যখন ও অবস্থায় পড়ব তখন তা নিয়ে ভাবা যাবে। এখন আমাদের কাজ হচ্ছে শুক্রের গতিপথে ভেলাকে ভাসিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে বিশ্রাম নেওয়া।'

অত্যধিক পরিশ্রম ও মানসিক চাপে তারা এতই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে ছ'ঘণ্টা গভীর ঘুমে তারা আচ্ছন্ন হয়ে রইল। ইয়ারমারই প্রথমে জেগে উঠে আবিষ্কার করল, সূর্যের সব রকম আকর্ষণের গণ্ডিই শুধু তারা পেরোয়নি, বুধের কক্ষও পাশ কাটিয়ে তাদের ভেলা এগিয়ে চলেছে।

তাদের মহাকাশযান স্থির বেগমাত্রা অর্জন করছিল তাই ইয়ারমার অযথা পাওয়ার প্লান্টের শক্তি ক্ষয় না করে ওটা অচল করে দিল। অবশিষ্ট যাত্রায় উল্লেখযোগ্য আর কিছু ঘটল না—শুধু শুক্রে পৌঁছুবার প্রতীক্ষা।

* * *

কন্‌সাল একগাল হাসি নিয়ে তাদের দিকে এগিয়ে এলেন। খুব জোরে জোরে তাদের হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে তিনি সোচ্ছ্বাসে বলে উঠলেন, 'আমার অভিনন্দন—অ্যানজিবার হাত থেকে মানব সমাজকে মুক্ত করার জন্য আপনারা যা করেছেন তার তুলনা হয় না হয়তো একটু নিষ্ঠুরতাই হয়েছে, কিন্তু ঘটনা যা দাঁড়িয়েছিল আর কোন উপায় ছিল না। আপনাদের কাজ হাঁসিল করার জন্য সাংঘাতিক ঝুঁকি আপনারা নিয়েছিলেন।'

ইয়ারমার আর ভ্যানিটা বিস্ময়ে এ ওর মুখের দিকে তাকালো।

'কিন্তু আমরা কি করেছি তা আপনি জানলেন কেমন করে?' ইয়ারমার প্রশ্ন করল।

'কেন! বেতারের মাধ্যমে। আপনার আর অ্যানজিবার প্রতিটি কথা আমরা শুনেছি—শুধু তাই নয়, পৃথিবীতেও যাতে আপনাদের কথাবার্তা শোনা যায় তার ব্যবস্থাও আমি করেছিলাম। আপনি যে আইন-শৃঙ্খলার নীতিতে বিশ্বাসী, সে বিষয়ে পৃথিবীর কর্তৃপক্ষের মনে আর কোন দ্বিধা থাকা উচিত নয়।'

'তা নয় বুঝলাম, কিন্তু অ্যানজিবাই যে কুরণা বেরির মূলে তা আমি প্রমাণ করতে পারিনি।'

'সে বিষয়ে আপনার দুশ্চিন্তার কারণ নেই, সব তথ্যই আমি জোগাড় করেছি।' কন্‌সাল তাকে আশ্বস্ত করে স্মিত মুখে বললেন। 'আগুন নিভে যাবার পর ছাইয়ের গাদায় আমাদের লোক ব্যাপক তল্লাসী চালিয়েছে। অনেক কিছু বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেছে। মাটির তলায় একটা সুরক্ষিত ঘরে অ্যানজিবা তার ব্যক্তিগত কাগজপত্র রাখত, সেটাও ওরা খুঁজে বার করেছে। ওই সব কাগজ থেকে কুরণা বেরি সংক্রান্ত অনেক তথ্যই আমাদের হাতে এসেছে—যেমন পৃথিবীতে তার দালালদের নাম-ঠিকানা, যে সব মহাকাশযানের ক্যাপটেন তার হুকুমে কুরণা বেরি পৃথিবীতে নিয়ে যেত তাদের নাম, আরও অনেক কিছু। আমি সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে সব জানিয়ে দিয়েছি। পৃথিবীর কর্তৃপক্ষও বসে নেই, আমি খবর পেয়েছি বহু দালালকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, সেই সঙ্গে মহাকাশযানের কিছু কমাণ্ডার আর নাবিকও ধরা পড়েছে। অ্যানজিবার জঙ্গল শহরের সুড়ঙ্গের এক প্রকোষ্ঠে কয়েকশ' বাক্স বেরি পাওয়া গেছে—পৃথিবীতে চেরির সঙ্গে চালান দেবার জন্য ওগুলো রাখা হয়েছিল। যে মহাকাশযানের কমাণ্ডারের ওপর ও কাজের ভার ছিল সে নিশ্চয়ই মাল নেবার জন্য আর আসবেনা, সমস্ত ব্যাপারটা আর কারু কাছে গোপন নেই। বাক্সগুলোর ছবি পৃথিবীতে টেলিভিশন করে দেওয়া হয়েছে।'

'তবে—তবে ইয়ারমারের আর গ্রেপ্তার হবার ভয় নেই?' ভ্যানিটা বেশ একটু উদগ্রীব হয়েই জিজ্ঞাসা করল।

কন্সাল মুক্তকণ্ঠে হেসে উঠলেন।

'কি যে বলেন! মিঃ ব্রাউন এখন পৃথিবীর চোখে একজন জননেতা। শুক্রের যে লোকটিকে নিয়ে এত হৈ-চৈ, সে অ্যানজিবার একজন প্রধান দালাল ছিল এটা এখন প্রমাণিত। তা ছাড়া অ্যানজিবার বিরুদ্ধে মিঃ ব্রাউনের একক সংগ্রাম, সূর্যের পথে ওর পেছনে আপনাদের দুঃসাহসিক অভিযান, পৃথিবীর মানুষের মনে প্রচণ্ড অনুপ্রেরণা জাগিয়েছে।'

কন্সাল একটু থামলেন, তারপর কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললেন, 'গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য আপনি পৃথিবী ছেড়েছিলেন মিঃ ব্রাউন, এখন লক্ষ কোটি মানুষের প্রশংসা আর স্তুতির ঠেলা এড়াবার জন্য ওখানে আবার ফিরে যাবেন কিনা তাই ভেবে দেখুন। পৃথিবীর মানুষকে আপনি ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছেন, তাই আকুল আগ্রহে তারা আপনার পথ চেয়ে আছে।'

ইয়ারমার ভ্যানিটার মুখের দিকে তাকালো, ভ্যানিটা ইয়ারমারের—ওদের দু'জনের মুখেই হাসি, মেঘ সরে গেলে সূর্য যেমন ঝলমলিয়ে ওঠে, তেমন উজ্জ্বল এক ঝলক হাসি।
